ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

দ্বিতীয় খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

শ্রীঅনির্বাণ

প্রাচীন ঋষিকুল বিশ্বকে এক অনুপম সম্ভার উপহার দিয়েছেন। তাঁরা মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে পরম ব্রহ্মন্‌কে জেনেছেন, যাঁর নিত্যস্ফুরণই এই মহাবিশ্ব। তাঁরা তাঁর ক্রিয়াশীল সত্তাকে চৈতন্য-রূপী শক্তি বলেছেন—সেই শক্তি কখনও বস্তুরূপে প্রকাশিত, আবার কখনও কূটস্থ। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই চৈতন্য-সমৃদ্ধ শক্তির দ্বৈত রূপের বিস্তৃত বর্ণনা যা বাক্যাকারে পাওয়া যায় তা হল তার কাব্যিক রূপ, অন্তর্নিহিত অর্থ অন্তশ্চেতনায় উদ্ভাসিত হলে দেখা যাবে সমগ্র সংহিতায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক অপরূপ সমন্বয়। চেতনার দুটি ধারা—দর্শন ও ভৌত-বিজ্ঞান— তাদের এক অপূর্ব সঙ্গম।

ঋষি-কবি শ্রীঅনির্বাণ, পঞ্চাশ বছর পূর্বে, সুদীর্ঘকাল ধরে ঋষি বিশ্বামিত্রের চিত্তে উদ্ভাসিত তৃতীয় তথা গায়ত্রী মণ্ডলের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনা করেছেন। ছড়ানো-ছিটানো লেখা থেকে প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় কিছু-কিছু অংশ বাদ পড়ে, সেইগুলি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। মন্ত্রগুলি একটু মরমীয়া দৃষ্টি মেলে পাঠ করলে এক অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পাবে। সেই অনুভবে এই বাস্তব জগত সত্যেরই যে এক পরিপূর্ণ রূপ তা স্পষ্টই অনুধাবন করা যাবে।

এই খণ্ডে অগ্নি-পর্বের সমাপ্তি হল।

ঋগ্বেদ-সংহিতা
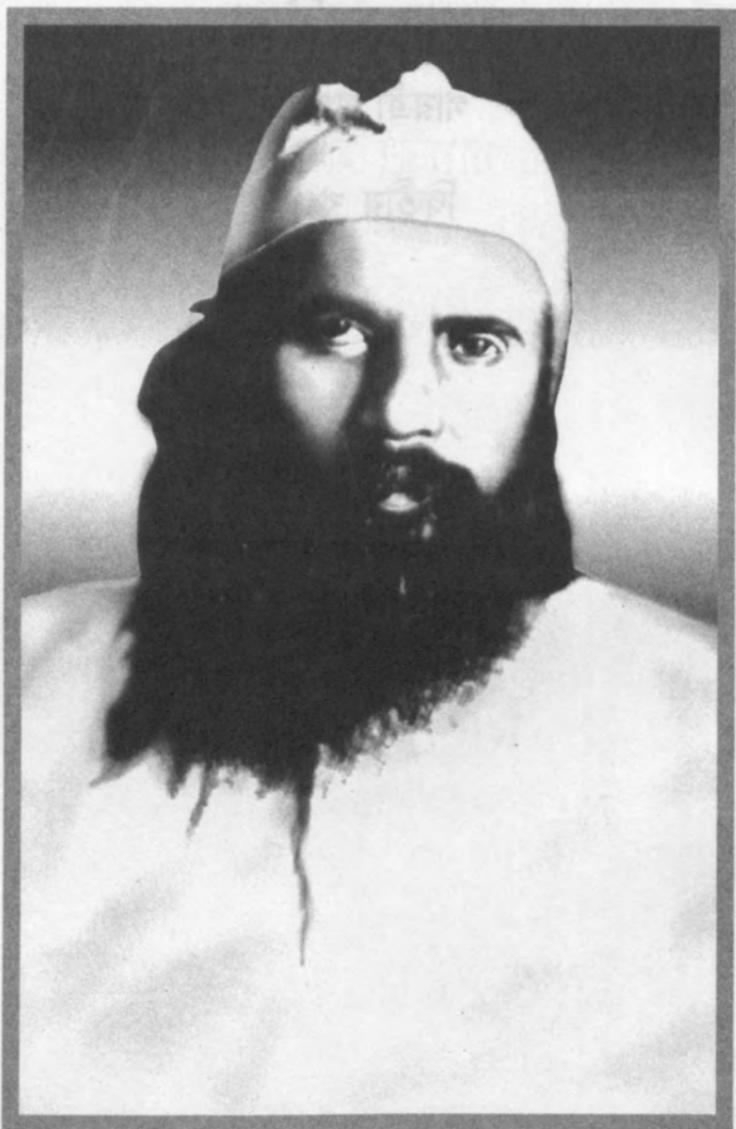
গায়ত্রী মণ্ডল

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রী অনির্বাণ
(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
কলকাতা ৭০০ ০২৯

Rig-Veda Samhita

Gayatri Mandala

Volume II

Annotation, Commentary and Translation by

SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: ৯ জুলাই ২০০১

সম্পাদনা
রমা চৌধুরী

প্রকাশনা
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: দুই শত টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সঙ্কেত-পরিচয়

অ. স.	অথর্ব সংহিতা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ঈ. উ.	ঈশোপনিষৎ
ঋ. স.	ঋক্-সংহিতা
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কা. স.	কাঠক-সংহিতা
গী.	গীতা
ছা. উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
ছা. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘন্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জল যোগসূত্র
পু.	পুরাণ
ব্র. সূ.	ব্রহ্মসূত্র
বা. স.	বাজসনেয়ী সংহিতা
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মু. উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ

মা. উ.	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মা. স.	মাধ্যন্দিন সংহিতা
যো. সূ.	যোগসূত্র
শ. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সা.	সায়ণ

LIST OF ABBREVIATIONS

A.V.	Avesta
Cog.w.	Cognate word
Eng.	English
G.	Geldner
Gk.	Greek
Goth.	Gothic
Lat.	Latin
Lith.	Lithuanian
O.E.	Old English
O.H.G.	Old High German
O.I.	Old Irish
O.N.	Old Norse
O.S.	Old Slav
Sk.	Sanskrit

প্রবেশক

সংহিতা এক মন্ত্র-মালিকা। সমগ্র সংহিতায় গায়ত্রী মন্ত্র অনুপম। মন্ত্রটি তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্দেশে, সেই হেতু এই মণ্ডলকে গায়ত্রী মণ্ডলও বলা হয়। প্রকৃতির এক বৈশিষ্ট্য — আকাশের গুণ শব্দ (ঋ. স. ১।১৬৪।৪১) এই শব্দ বা অনাহত ধ্বনির অহরহ গুঞ্জরণ যখন ঋষি-কবির যোগযুক্ত চিত্তে উদ্ভাসিত হয় তখন সেই যোগযুক্ত চেতনায় বাক্ হয়ে ওঠে মন্ত্র। সংহিতা সেই অনুসারে শ্রুতিও বটে। অথর্ববেদ বলেন, বাক্ অভিলাষী পুরুষের মূলাধারে প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দনে সম্পন্ন সংবেগই সকল শব্দের মূল কারণ 'পরা' বাক্ সৃষ্টি করে। সেইটি মূলাধার থেকে উঠে যখন নাভিদেশ স্পর্শ করে তখন জ্ঞানস্বরূপ কিছু ভাবের উপলব্ধি ঘটায় বলে তাকে 'পশ্যন্তী' বলা হয়। আবার তা যখন হৃদয়কে স্পর্শ করে তখন তা অর্থবিশেষে বুদ্ধিযুক্ত হয়। মধ্যমস্থানে অবস্থান হেতু 'মধ্যমা' এবং পরিশেষে কণ্ঠ, তালু, সংস্পৃষ্টে বর্ণরূপে প্রকাশ পায় ও 'বৈখরী' রূপে অভিহিত হয়। 'পরা' অগ্রবর্তী দুটি পর্যায়ে শব্দ দেহের অভ্যন্তরে অস্ফুট অবস্থায় গুহাহিত থাকায় তা অপরের কাছে উদ্ভাসিত হয় না। অর্থাৎ গুহাতে নিহিত বলে প্রকাশিত হয় না। কেবল 'বৈখরী' বাক্ বাস্তব অর্থবোধ ঘটায়। এইখানে মানসিক ও বাস্তব জগতের মিলন ঘটে। মহাবিশ্বের সব লীলারই প্রকাশ যেন বাকের মাধ্যমেই ঘটে ; বাক্ অর্থাৎ পরমে ব্যোমন্ এক চৈতন্যের মাঝে। সেই শক্তি থেকেই নিয়ত সবকিছু উৎসারিত হয়ে চলেছে, এই চৈতন্যরূপী শক্তিই চিৎশক্তি। মানুষের অস্মিতায় বিশ্বের উপলব্ধি, এই চেতনা তার স্বকীয়, কিন্তু স্বনির্ভর নয়। এই দুই বোধের মিলন ঘটলেই পুরুষার্থ। মূলাধারে জাত শব্দ আহত না হয়ে যখন উদ্গীত হয় তখন তা অনাহত ওঁকার ধ্বনি, যার বোধেই বোধির পূর্ণ প্রকাশ। সংহিতার দুটি বিভাব—ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। ব্রাহ্মণে পাই মন্ত্রের বিনিয়োগ, আরণ্যক জ্ঞান-শাখায় পল্লবিত। উপনিষদগুলি আরণ্যকের অন্তর্গত। বেদের মূল ব্রহ্মন্ তাঁর ভাবের পূর্ণপ্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির পর, বেদান্ত পরবর্তী যুগে, স্মৃতির প্রচ্ছায়ে উপনিষদ ও দর্শনের মুখ্য প্রয়াস ছিল সংহিতার মূল ভাবনাকে দর্শনের আঙ্গিনায় গিয়ে ফিরে দেখা। সেই ধারা অব্যাহত গতিতে আজও বয়ে চলেছে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিন্ন-

ভিন্ন ক্ষেত্রে। বৈদিক সাহিত্যের মূল ভাবনাকে বলা হয়েছে বৃহৎ বা মহৎ, সত্য এবং ঋতের যুগপৎ অনুভব। প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের প্রগাঢ়, প্রশান্ত ধ্যানচিত্তে ওই অনুভবের কন্দরে এক মহান সত্তাকে উপলব্ধি করেন, যা ব্রহ্মন্ আখ্যায় আখ্যায়িত। তিনি বৃহৎ তাই বৃহতের ভাবনায় ভাবিত হয়ে, বৃহৎ হ'য়ে ওঠা বৈদিক সাধনার গোড়ার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, কুমুরে পোকার চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়। শ্রীঅনির্বাণ বলেছেন, আত্মচেতনার যে বিস্ফারণ, বেদের ঋষি তাকে বলেন ব্রহ্ম বা বৃহতের ভাবনা। অনুরূপ মহতের চেতনায় মহৎ হওয়া, সত্যে জারিত অথবা জ্ঞানের আলোকসরণিতে ঋতের স্বরূপ জেনে অমৃতত্ব লাভ-ই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য। ভারতবর্ষ যদিও এই সাধনা থেকে বহুদূর সরে এসেছে তবু গায়ত্রী মন্ত্র এখনও অনেকেরই নিত্য জাপ্য মন্ত্র, যদিও মন্ত্রের প্রভাব অতি সীমিত, তবুও এই মন্ত্র ভারতবর্ষকে আজও রক্ষা করে চলেছে। বৈদিক সাধনা ভারতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, বিস্মৃত হ'য়ে থাকলে জীবন অপূর্ণতায় আছন্ন হয়ে ওঠে। এই সাধনা একদা প্রাচীন ঋষিদের ব্রহ্ম-সাযুজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁরা জেনেছিলেন বৃহতের স্ফুরণ প্রাণপ্রবাহে উচ্ছলিত। তিনিই সর্বহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত। তাঁরই প্রচ্ছায়া রূপে রূপে আভাসিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্নিহিত অর্থের প্রকাশ তাই এক নতুন দিশার আলো জ্বালাবে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা গায়ত্রী মণ্ডলের প্রথম খণ্ডে পনেরোটি সূক্তের মধ্যে যে সমস্ত সূক্তের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেইগুলি এই খণ্ডে সংযোজিত হল। পাণ্ডুলিপি যেখানে যেমন ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে হুবহু তা অনুসরণ করা হয়েছে। ঋগ্বেদ-সংহিতা শ্রুতি, অপৌরুষেয়, ঋষি বিশ্বামিত্রের চিত্তে উদ্ভাসিত। শ্রীঅনির্বাণ মন্ত্রের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনা করেছেন; তিনি যেমন রচনা করেছেন ঠিক সেই ভাবেই উপস্থাপনা করা হল।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় বহু গুণী ও বিদগ্ধজনের পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করেছি, বিশেষ করে মাননীয় অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সংহিতার মন্ত্রগুলির যথাযথ পাঠ ও অর্থ অনুধাবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, কেননা এই মন্ত্রগুলি প্রাচীন ঋষিদের সত্যদর্শন বা উপলব্ধ সত্য। মন্ত্রগুলি তৎকালে যেমন স্ফুরিত ছিল, এখনও তেমনি কার্যকর কিন্তু মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় মন্ত্রগুলি এতদিন

আবৃত্তি পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে মূল ভাবনায় ফিরে গিয়ে আর একবার নিজ পারিপার্শ্বিকতাকে নতুন করে দেখার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে, এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার বৈশিষ্ট্য এইখানে। এই প্রকাশনার প্রসঙ্গে অনেক গুণিজনের সমর্থন ও শুভেচ্ছা পেয়েছি, তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। শ্রীঅশোক রায় (অযাচক) প্রথম খণ্ডের প্রুফ সংশোধন এবং শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশনায় অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করে চলেছেন, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

১ বৈশাখ ১৪০৮ রমা চৌধুরী

১/১এ রমণী চাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

সংযোজন ও পরিশিষ্ট প্রসঙ্গে

মাদাম লিজেল রেমোঁর 'টু লিভ্ উইদিন' (*To Live Within,* Penguin Books, Inc., USA) গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, শ্রীঅনির্বাণ ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত তৃতীয় অর্থাৎ গায়ত্রী মণ্ডলের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনায় রত ছিলেন। ভাষ্যগুলি তখন ও তৎপরবর্তী কালে কিছু-কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীমতী নারায়ণী দেবী সম্পাদিত 'বাণী', শ্রীমৎ নিগমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য-দর্পণ' (হালিশহর থেকে প্রকাশিত) ও শ্রীপরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত 'বেদ-বিচার' প্রভৃতি এদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীঅনির্বাণ যখনই যেমন রচনা করতেন, তখনই তা তাঁর স্নেহের পাত্রদের হাতে তুলে দিতেন—প্রকাশনায় তাঁদের স্বাধীনতা দিয়ে। 'বিদ্যা বিক্রয় করবো না' —এই ছিল শ্রীঅনির্বাণের সঙ্কল্প। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা' রচনায় প্রবৃত্ত হন। মহাপ্রয়াণের কিছু আগে তিনি তাঁর অনুশিষ্টা শ্রীমতী রমা চৌধুরীর হাতে অবশিষ্টাংশ মূল পাণ্ডুলিপি যখন তুলে দেন তখনই শ্রীমতী চৌধুরীর মনে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ-আকারে প্রকাশনার অভিলাষ জাগে কিন্তু পূর্বে প্রকাশিত অংশ—প্রথম সূক্ত থেকে সপ্তম সূক্ত—বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ায় ও সেই অংশের মূল পাণ্ডুলিপির হদিশ না মেলায়, গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মূল পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়। ওই বৎসরে শ্রীঅনির্বাণের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত আর এক প্রস্থ কপি করতে হয়, তখন দেখা যায় কয়েকটি সূক্তের কিছু-কিছু অংশ বাদ পড়েছে। অবশেষে বাদ-পড়া অংশ সংগৃহীত হয় এক বিদগ্ধজনের সহায়তায়। তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। কিছু সূত্র-নির্দেশের ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রকাশকদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য ।

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক, হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন; হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন; বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন। **"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"**। স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল। নঃ = আমাদের। বৃহ = বিরাট। বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর। দধাতু = দান করুন। অর্থাৎ **"পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"**। তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
ষোড়শ সূক্ত

১

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যে শে মহঃ সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্।।

ঈশে— [= ঈষ্টে < √ ঈশ্ (প্রভুত্ব করা, নিয়ন্তা হওয়া) + লট্ তে] নিয়ন্ত্রিত করেন। অগ্নি কিসের নিয়ন্তা? অনায়াস বীর্যের, বিপুল চিদাবেশের, প্রবুদ্ধ সংবেগের, এবং তিমির-নাশের।

স্বপত্য— (ঙস্) [অপত্য = অপ + ত্য, পিতা 'হতে' জন্মেছে যে (তু. 'নি-ত্য'), অনুবৃত্তি, সন্ততি ; এই অর্থে 'তনয়' 'প্রজা'] স্বচ্ছন্দবাহী।

গোমৎ— জ্যোতির্ময়। 'গোমান্ রয়ি' = জ্যোতির স্রোত, জ্যোতির্ময় প্রবাহ ; তু. 'গোমতী নদী'।

বৃত্রহথ— আবরণ শক্তির নাশ। 'ত্বয়ি সমর্পিত কর্মণাম্ অস্মাকং "পাপক্ষয়ো" ভবতীতি তস্যানি স্বামী' (সা) ; সায়ণ বৃত্রকে এখানে 'পাপ' অর্থে গ্রহণ করছেন। অবিদ্যাই তাহলে পাপ।

এই যে দ্যুলোকের পানে জ্বলে উঠেছে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা, এর অবন্ধ্য শক্তিই আমাদের মধ্যে আনবে অনায়াস বীর্য, আনবে বিপুল চিদাবেশের ঐশ্বর্য, সাগরসঙ্গমী ভাবনায় বইয়ে দেবে অবিচ্ছেদ আলোর স্রোত, চেতনার 'পরে আঁধারের আবরণকে বিদীর্ণ করবে বারবার :

এই-যে অগ্নি, —অনায়াস বীর্যের
ঈশ্বর তিনি, আর ঈশ্বর তিনি বিপুল চিদাবেশের।
তীব্র সংবেগের ঈশ্বর তিনি—যা অনায়াস এবং অবিচ্ছেদ,
যা জ্যোতির্ময় ; নিয়ন্তা তিনি বারবার তিমির-নাশের।।

২

ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতা বৃধং যস্মিন্ রায়ঃ শেবৃধাসঃ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ।।

'নরো মরুতঃ'— মরুতেরা বীর্যশালী, অগ্নির সঙ্গে মরুদ্গণের সংযোগ বোঝায় অভীপ্সায় চিন্ময় বিশ্বপ্রাণের আবেশ। অন্তরের আগুন যেন আলোর ঝড় হয়ে ছুটেছে। রামকৃষ্ণের ভাষায় 'নবানুরাগের তুফান', অন্তরে বাইরে কেবল আগুনের হলকা।

বৃধ্— (অস্) মনের আগুন বেড়েই চলেছে।

শে-বৃধ— (জস্) [= শেব-বৃধাসঃ ; 'শেব', শিব = প্রশান্তি। কল্যাণ < √ শী + ব] প্রসন্ন প্রশান্তিকে আধারে গভীর করে যারা। নদীর স্রোত ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে। আমাদের যত ব্যাকুলতা, সব শান্তির জন্যে, বৃহতের জন্যে।

পৃতনা— [√ স্পৃধ্, পৃধ্, পৃত্ (স্পর্ধা প্রকাশ করা, লড়াই করা) + অন + আ] লড়াই, আঁধারের সঙ্গে আলোর দ্বন্দ্ব।

'দূঢ্য'ঃ— [দুষ্ + ধী + শস্] দুষ্ট অভিনিবেশ আছে যাদের, চিত্তের দুরাগ্রহ। চিত্তবৃত্তির পরে ব্যক্তিভাবের আরোপ। আসলে শত্রু বাইরের নয়, শত্রু ভিতরের। অথচ তারা যেন বাইরের, কেননা আত্মা নির্লিপ্ত সাক্ষী। সব ধর্মের গোড়াতেই থাকে পরাক্দৃষ্টি ;

তাতে ঈশ্বরকেও মনে হয় 'হোথা হোথা'। প্রত্যকদৃষ্টিতে সব-কিছুকে ভিতরে টেনে আনা বুদ্ধিযোগ। কিন্তু আমার নির্লিপ্ততা বোধে সব আবার বাইরে চলে যেতে পারে, যেমন কপিলের দৃষ্টিতে। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব বাইরের ; আমি শুধু সাক্ষীমাত্র।

'বিশ্বাহা'— অনবরত, নিরন্তর।

'আদভুঃ'— নিপীড়িত করেছেন যাঁরা। আলোর ঝড় অন্তরে কোনও প্রমত্ত দুরাগ্রহকে বা বিরুদ্ধ ভাবনাকে ঠাঁই দেয় না।

এই-যে আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়েছে আধারময়, — মহাসমুদ্রের অভিসারে ছুটে চলেছে যার ব্যাকুল স্রোত, হে বিশ্বপ্রাণ, তোমার আলোক-ঝঞ্ঝার উদ্দামতা প্রলয়-নাচনে নাচিয়ে তুলুক তার শিখাকে।...বয়ে যাক আলোর ঝড়! অন্তরের কুরুক্ষেত্রে সেই তো নির্মূল করে দুরাগ্রহের প্রমত্ততাকে, নিরন্তর আঘাত হানে বিরুদ্ধভাবনার পরে :

হে বীর্যবন্ত মরুদ্‌গণ, তোমরা সঙ্গে থাক এই ছড়িয়ে পড়া অগ্নিদাহের
যার দুর্বার স্রোত প্রশান্তিকেই গভীর করে।
এই-যে মরুদ্‌গণ, অভিভূত করেন যাঁরা সংগ্রামে দুরাগ্রহীদের,
নিরন্তর শত্রুকে যাঁরা করেছেন নিপীড়িত।।

৩

স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য।
তুবিদ্যুম্ন বর্ষিষ্ঠস্য প্রজাবতোঽনমীবস্য শুষ্মিণঃ।।

শিশীহি— তীক্ষ্ণ কর যাতে তারা লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারে। কর্ম 'রায়' এবং 'সুবীর্যস্য' ; দুই-ই কর্মে ষষ্ঠী।

মীঢ্বস্— [√ মিহ (বর্ষণ করা) + ক্বস্] শক্তির নির্ঝর।

তুবিদ্যুম্ন— উপচে পড়ছে বা ঝলসে উঠছে যাঁর মনের দীপ্তি (দ্যুম্ন)।

বর্ষিষ্ঠ— (ঙস্) যে-বীর্য এবং সংবেগ অনুপম হয়ে অমৃতের নির্ঝরকে নামিয়ে আনবে আধারে।

প্রজাবৎ— (ঙস্) অনবচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ।

অনমীব— (ঙস্) অক্ষত, নিটোল।

শুষ্মিণ— (ঙস্) প্রাণোচ্ছল।

হে তপোদেবতা, মহাশক্তির নির্ঝর তুমি, —তীক্ষ্ণ কর আমাদের স্বচ্ছন্দ বীর্য আর তীব্র সংবেগকে। ঝলসে উঠুক চেতনায় তোমার দিব্য ভাবনার দীপ্তি, —আমাদের বীর্য আর আবেগ অটুট হোক্, নিটোল হোক্, প্রাণোচ্ছল হোক্, দ্যুলোক হতে নামিয়ে আনুক অমৃতের নিরন্ত নির্ঝর :

সেই তুমি আমাদের মধ্যে তীব্র সংবেগকে তীক্ষ্ণ কর,
শক্তির নির্ঝর হয়ে, হে তপোদেবতা, স্বচ্ছন্দ বীর্যকে তীক্ষ্ণ কর।
ঝলসে উঠুক তোমার দীপ্ত ভাবনা, হে দেবতা! —আমাদের
সংবেগ আর বীর্য হোক্ অমৃতের অজস্র নির্ঝর,
হোক্ অবিচ্ছেদ, নিটোল, আর প্রাণোচ্ছল।।

৪

চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রি র্দেবেষ্বা দুবঃ।
আ দেবেষু যতত আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্।।

চক্রি— (সু) [√কৃ + ই] কর্তা, স্রষ্টা। অগ্নি বিশ্বভুবনের স্রষ্টা। অতএব অগ্নি আর পরমদেবতা এক। অধ্যাত্মভাবনার এটি আরোহক্রম। পুরাবিদদের ভাষায় এর নাম *henotheism* বা *kathenotheism*। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মচিন্তায় এ বস্তুটি নাই ; সেখানে ভাবনা অবরোহী : এক দেবতাই জগতের নির্মাতা। আত্মচেতনার বিশ্বময় ব্যাপ্তি যে-ধর্মের একটা মৌল বিভাব, সেখানে আরোহক্রমে যে কোনও চিৎশক্তিকে পরমদেবতার ধামে পৌঁছে দেওয়া অধ্যাত্মভাবনার একটা স্বাভাবিক ছন্দ।

'অভি সাসহিঃ'— যাঁর দুর্ধর্ষ বীর্য সব বাধাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

'দেবেষু দুবঃচক্রিঃ'— বিশ্বচেতনার সন্দীপন যাঁর কাজ।

'আ যততে'— প্রসারিত হন, সক্রিয় হন। তার ফলে দিব্যভাব, সুবীর্য এবং শংস। এগুলোকে বিপরীতক্রমে নিতে হবে সাধনার বেলায়। 'শংস', — স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা। তারপর 'বীর্য', তারপর বিশ্বদেবতার অনুভব। তুলনায় পতঞ্জলির 'শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা'।

এই বিশ্বভুবন তাঁরই কৃতি, পথের বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনিই বিশ্বচেতনার জাগ্রত বোধকে জ্বালিয়ে তোলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর প্রজ্বল শিখাই বীরসাধকদের মধ্যে জাগায় শ্রদ্ধা, জাগায় বীর্যের স্বাচ্ছন্দ্য, জাগায় বিশ্বদেবতার প্রদীপ্ত বোধ :

সৃষ্টি করেছেন যিনি বিশ্বভুবনকে, সব বাধাকে গুঁড়িয়ে দেন যিনি,
যাঁর কাজ বিশ্বচেতনার মাঝে আত্মার সন্দীপন,—
যিনি বিশ্বদেবতার পানে আপনাকে করেন প্রসারিত। আর সুবীর্যের পানে,
আর বীরসাধকদের স্বীকৃতির পানে।

৫

মা নো অগ্নেঽমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ।

মাগোতায়ৈ সহসস্পুত্র মা নিদেঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধি।।

অমতি— (৩।৩৮।৮) (ঙে) [√অম্ (অনিষ্ট করা) + (অ) তি, অথবা নঞ্ + মতি ; দুটি ব্যুৎপত্তিতেই স্বরে কোনও ভেদ হয় না। পূর্বের ব্যুৎপত্তিতে অর্থ হয় 'ক্লেশ', 'ক্লিষ্টচিত্ততা' indigence] অবিদ্যা (?) ; মননের অভাব। স্মৃতির অভাব কি?

অবীরতা— (ঙ) বীর্যের অভাব।

অগোতা— (ঙ) বোধি বা প্রাতিভদীপ্তির অভাব।

নিদ্— অশ্রদ্ধা।

দ্বেষস্— অশ্রদ্ধা হতে আরও নীচে। আলোকে শুধু মানে না, তা নয়, —তাকে নিভিয়ে দিতে চায় যে।

হে তপোদেবতা, আমাদেরই দুঃসাহসের দীপ্তি তুমি। আধার জুড়ে জ্বলুক তোমার তীক্ষ্ণশিখা—দূর করুক অশ্রদ্ধার মূঢ়তা, বিরুদ্ধভাবনার প্রমাদ, বীর্যহীনতার গ্লানি, প্রাতিভদীপ্তির ম্লানি আর অবিদ্যার অন্ধকার :

আমাদের, হে তপোদেবতা, অবিদ্যার মাঝে,

বীর্যহীনতার মাঝে, সঁপে দিও না তুমি ;

সঁপে দিও না আলোর অভাবের মাঝে, হে দুঃসাহসের পুত্র,—

দিও না অশ্রদ্ধার মাঝে ; যত বিদ্বিষ্ট ভাবনাকে হটিয়ে দিও তুমি।

৬

শগ্ধি বাজস্য সুভগ প্রজাবতোহগ্নে বৃহতো অধ্বরে।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা।।

শগ্ধি— সমর্থ হও, তোমার শক্তিতে ফুটিয়ে তোল।

সুভগ— যাঁর 'ভগ' বা আবেশ স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস, সহজে যিনি ধরা দেন হৃদয়ে।

রায়া সংসৃজ— প্রাণের খরস্রোতে বইয়ে দাও। সৃজ্ ধাতুর প্রয়োগ অর্থপূর্ণ ; রয়ি যে স্রোত, তার প্রমাণ এইখানে। বিপুল প্লাবন নামুক চেতনায়, যার মাঝে আছে ঈশনা (শস্) এবং সৃষ্টির প্রবণতা বা সিসৃক্ষা।

ময়োভু— 'ময়ঃ' বা সৃষ্টির দিকে প্রবণতা যার। [ময়ঃ < √ মি (রূপ দেওয়া, fix), ? মা]

হে তপোদেবতা, তোমার জ্বালা মধুর আবেশে ছড়িয়ে পড়েছে আমার শিরায়-শিরায়। সহজের পথ ধরে চলেছে আমার চেতনা, তোমার শক্তি তার মধ্যে জাগিয়ে তুলুক বিপুল বজ্রতেজের অবিচ্ছেদ সন্ততি। এই যে ঝলসে উঠেছে তোমার দিব্যভাবনার দীপ্তি, আনো আমার মাঝে ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণের বিপুল প্লাবন—নবসৃষ্টির উন্মাদনায় যা টলমল, অবন্ধ্য ঈশনায় যা দুর্বার :

তোমার শক্তিতে ফোটাও আমার মাঝে অবিচ্ছেদ বজ্রের তেজ, হে 'সুভগ',
হে তপোদেবতা, ফোটাও বিপুল বজ্রের তেজ এই সহজের অভিযানে ;
আমায় সৃষ্টির আনন্দে টলমল বিপুল প্লাবনে বইয়ে দাও,—
যে-প্লাবন ঈশনায় দুর্বার ; ঝলসে উঠুক তোমার দিব্যভাবনার দীপ্তি।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
সপ্তদশ সূক্ত

১

সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা সমক্তুভিরজ্যতে বিশ্ববারঃ।
শোচিষ্কেশো ঘৃতনির্ণিক্ পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নি র্যজথায় দেবান্।।

'প্রথমানু ধর্মা'— প্রথম ধর্মের অনুসরণে। প্রথম ধর্ম হল দেবযজ্ঞ, পুরুষসূক্তে যার বর্ণনা আছে (১০।৯০)। নিজের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তোলবার প্রেরণা আসছে এক শাশ্বত বিধান হতে। পরমপুরুষের মধ্যে জ্বলছে দিব্য-অগ্নি, বিশ্বযজ্ঞের তিনি নিত্য ঋত্বিক। তাঁর মধ্যে আগুন না জ্বললে আমাদের মধ্যেও জ্বলত না। আমাদের আকূতিও সেই কবির আকূতিরই ছন্দে গাঁথা। তিনি প্রকাশ হতে চাইছেন, আমরা-ও চাইছি তা-ই। তার আত্মবিসৃষ্টির নিত্য লীলাই আমাদের অগ্নিদহন।

'অজ্যতে অক্তুভিঃ'— আগুনকে ফুটিয়ে তোলা হয় তার ছটায়। 'অক্তু' কিরণ, ছটা, শিখা ; ধাত্বর্থক কর্মরূপে ব্যবহৃত।

বিশ্ববার— (সু) সবার বরণীয়। নিষ্প্রভ থাকতে চায় না কেউ, সবাই চায় আগুন হতে। বৃহৎ হবার আকাঙ্ক্ষা জীবধর্ম।

ঘৃতনির্ণিক্— 'ঘৃত' প্রজ্বালিত তপঃশক্তি 'নির্ণিক্' [< নিজ্ (ধুয়ে পরিষ্কার করা)] শুভ্র ছটা যার, তপোদীপ্ত।

সুযজ্ঞ— (সু) সুসাধ্য, যাঁর সাধনা দুশ্চর নয়। নিজের মধ্যে আগুন জ্বালানো সবার প্রথম কাজ ; অগ্ন্যাধানও প্রথম যজ্ঞ। এইটুকু করতেই হবে। করাও কঠিন নয়। শুধু কালের ('ঋতু'র) অপেক্ষা।

যজথায় দেবান্— ['যজথ' বিশেষ্য হলেও দেবান্ তার অন্তর্গত যজ্‌ধাতুর কর্ম] বিশ্বদেবতাকে চেতনায় রূপ দিতে।

জ্বলে উঠতে সবাই চায়। নিজের মধ্যে আগুন জ্বালানো, এ যেমন সব সাধনার গোড়ার কথা, তেমনি বিশ্বের এ শাশ্বত বিধান-ও বটে। তাই একহিসাবে এ-সাধনা সহজ, অনায়াস।... আগুন ঘুমিয়ে ছিল আধারে—ধ্যানের নির্মন্থনে তা জ্বলে উঠল। তার দীপুচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল দিকে-দিকে, তার পিঙ্গল শিখার নৃত্য শুরু হল আধারের নাড়ীতে-নাড়ীতে, আধার পূত হল তার তপোদীপ্তিতে। আগুন জ্বলে উঠেছে ; এইবার ভূমার রূপায়ণ ঘটবে এই চেতনায় :

তাঁকে সমিদ্ধ করা হয়েছে সেই প্রথম ধর্মের ছন্দে ;
তাঁকে ব্যক্ত করা হল দীপুচ্ছটায়। বিশ্বের বরেণ্য তিনি।
তীক্ষ্ণশিখা তাঁর কেশজাল, তপোদীপ্তি তাঁর শুভ্র আভা,— তিনি পাবক ;
সহজ সাধনা এই অগ্নির ; তাঁকে জ্বালানো হয় রূপ দিতে বিশ্বদেবতাকে।।

২

যথাযজো হোত্রমগ্নে পৃথিব্যা যথা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
এবানেন হবিষা যক্ষি দেবান্মনুষ্বদ্যজ্ঞং প্র তিরেমমদ্য।।

'পৃথিব্যাঃ হোত্রম্ অযজঃ যথা দিবঃ'—পৃথিবীর আত্মাহুতিকে তুমি সার্থক করেছিলে, তেমনি দ্যুলোকের আত্মাহুতিকেও। পৃথিবী আমাদের

মাতা, দ্যুলোক আমাদের পিতা। উভয়ের আত্মাহুতিতে আমাদের জন্ম। সেই আত্মাহুতির সাধন অগ্নি। পৃথিবীর হৃদয় জ্বলে ওঠে দ্যুলোকের পানে, দ্যুলোকের হৃদয় গলে পড়ে পৃথিবীর 'পরে। পরস্পরের আত্মবিনিময়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছে শাশ্বতকাল ধরে। অগ্নি তার সাক্ষী (চিকিত্বান্), জীবজন্মের-ও সাক্ষী তিনি (জাতবেদাঃ)।

মনুষ্বৎ— মনুর মত করে, মনুর বেলায় যেমন করেছিলে তেমনি করে। মনু আদি মানব, আমাদের পিতা। উৎসর্গের সাধনাতেই বৃহৎ হবার আকূতিকে চরিতার্থ করা যায়, এ-প্রেরণা আমরা সেই আদি পিতার কাছ থেকেই পেয়েছি।

প্রতির— অন্ধকারের ওপারে নিয়ে চল, উৎসর্গের সাধনাকে উত্তীর্ণ কর জ্যোতির্লোকে।

এক শাশ্বত আত্মদানের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পৃথিবীর উৎসর্গের আকুলতা উৎশিখ হয়ে ওঠে দ্যুলোকের পানে, দ্যুলোকের ভালবাসা শ্রাবণধারায় নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। উভয়ের হৃদয়ে আতপ্ত কামনার শিখা হয়ে তুমিই তাঁদের আত্মাহুতির সাধনাকে সার্থক করেছিলে। তুমি ছিলে ঐ অপরূপ প্রণয়লীলার সাক্ষী, তুমি জান তারপরে রূপান্তরের বিচিত্র লীলায়ন।...আজ তেমনি করে আমার এই আহুতিকে নিয়ে চল বিশ্বদেবতার অভিমুখে। আদিপিতা মনুর হৃদয়ে যে-উৎসর্গের প্রেরণা জ্বালিয়েছিলে তুমি, তার তাপ আজ আমাদেরও বুকে। তাঁরই মত করে আজ আঁধার পেরিয়ে আমাদের এ-সাধনাকে উত্তীর্ণ কর অসীমের জ্যোতির্লোকে :

যেমন করে সার্থক করেছিলে পৃথিবীর আহুতিকে, হে তপের শিখা,

যেমন করে দ্যুলোকের আহুতিকেও সার্থক করেছিলে সচেতন হয়ে, রূপান্তরের সাক্ষী হয়ে ;

তেমনি করে এই আহুতি দিয়ে রূপায়িত কর বিশ্বদেবতাকে আমার চেতনায়, মনুরই মত করে এই সাধনাকে উত্তীর্ণ কর আঁধারের ওপারে।

৩

ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে।
তাভি র্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথা ভব যজমানায় শং যোঃ।।

"ত্রীণি তব আয়ূংষি"—'আয়ু' জীবনীশক্তি > প্রাণশক্তির উপাদান, উপজীব্য। যাজ্ঞিকদের মতে ওষধি, আজ্য, ও সোম এই তিনটি আহুতিদ্রব্য অগ্নির 'আয়ু'। ওষধিজাত যা-কিছু সমস্তই পার্থিব ; আজ্য পাশব ; সোম ওষধি হলেও দিব্য। উপনিষদের ভাষায় অন্ন, প্রাণ এবং মন—অগ্নির আয়ু। অর্থাৎ অগ্নিশক্তি কখনও দৈহ্যচেতনায়, কখনও প্রাণচেতনায়, কখনওবা মনশ্চেতনায় কাজ করে।

'তিস্র উষস আজানীঃ'— তিনটি উষা তোমার মাতা। উষা নতুন জগতের আলো। অগ্নি উজান স্রোতে বইতে থাকেন যখন, তখন এক-এক ভুবনে এসে তিনি পান নতুন আলোর সন্ধান। **তিনটি উষা তিনটি গ্রন্থিভেদের জন্যে ফুটতে পারে। দার্শনিকের ভাষায় তা নিজেকে জানা, জগৎকে জানা, দুয়ের অতীত ব্রহ্মকে জানা। শেষের জানাই আকাশবিহার।**

'শম্ যোঃ'— **দুটি বৈদিক বীজ। 'শম' শান্তি ; 'যোঃ' শক্তি। দুয়ে মিলে শিব-শক্তির সামরস্য। [যোঃ < √ যু > যোষা 'স্ত্রী', যোনি]**

জীবের নবজন্মের সাক্ষী তুমি, তার আধারে উজানধারায় চলেছ তুমি আকাশের পানে। অন্নে প্রাণে আর মনে চেতনার যে তিনটি বিভূতি, তারাই ক্রিয়াশক্তির উপজীব্য। উত্তরায়ণের পথে এক-এক ভুবনের উপান্তে ফোটে চেতনার নতুন উষার

আলো ; এমনি করে তিনটি উষার বুকে লেলিহান হয়ে ওঠে তোমার শিখা। সেই উষার আলোর প্রসাদ নামিয়ে আন এই আধারে, বিশ্বদেবতার নিত্যসঙ্গকে স্পষ্ট করে তোল আমার চেতনায়। আমি উত্তরায়ণের পথিক, হে তপোদেবতা ; আমার মাঝে ফোট তুমি প্রপঞ্চোপশম শূন্যতা হয়ে, যাকে জড়িয়ে আছে চিৎশক্তির আকুল আত্মসংমিশ্রণ :

তিনটি তোমার প্রাণশক্তির উপজীব্য, হে 'জাতবেদা',
তিনটি উষা তোমার জননী, হে তপের শিখা ;

সেই উষাদের নিয়ে বিশ্বদেবতার চিদাবেশকে মূর্ত কর, হে বিদ্বান্, —
তার পর হও তুমি এই যজমানের মাঝে শিব আর শক্তি।।

৪

অগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্তো নমস্যামস্ত্বেড্যং জাতবেদঃ।
ত্বাং দূতমরতিং হব্যবাহং দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্।।

সুদীতি— (অস্) ঝলমল।

অরতি— (অম্) [√ অর্, ঋ (চলা) + তি ; অথবা নঞ্ + রতি (নিশ্চলতা < √ রম্ (থেমে যাওয়া),) নঞ্ বহুব্রীহি বলে অন্তোদাত্ত] চঞ্চল।

'দেবা অকৃণ্বন্ অমৃতস্য নাভিম্'—বিশ্বদেবতা তোমাকেই করেছেন অমৃতত্বের কেন্দ্র। অভীপ্সাই অমরজীবনের উদ্যোগপর্ব।

ঝলমল তপের শিখা তুমি, তুমি সুদর্শন ; তোমাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে আমাদের মধ্যে। জন্মপ্রবাহের সাক্ষী তুমি, গানের সুরে নিজেদের এই-যে আজ লুটিয়ে দিলাম তোমার মাঝে। মর্ত্যের ভাবনার আর দেবতার কামনার মধ্যে তোমার দূতীয়ালি,

উৎসর্গের ডালি আকাশের পানে বয়ে চলেছে অতন্দ্র হয়ে ; তাই তোমার অনির্বাণ দহনকেই বিশ্বদেবতা করেছেন অমৃতসিদ্ধির ভূমিকা :

চঞ্চল শিখারূপে ঝলমল তুমি, তুমি সুদর্শন ; তোমায় গান গেয়ে
প্রণাম করি, হে জাতবেদা ; তোমায় জ্বালাতে হবে যে আমাদের মাঝে।
তুমি দূত, তুমি অশ্রান্ত হব্যবাহন ;
বিশ্বদেবতা তোমায় করেছেন অমৃতের নাভি।।

৫

যস্ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ দ্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শম্ভুঃ।
তস্যা নু ধর্ম প্র যজা চিকিত্বোঽথা নো ধা অধ্বরং দেববীতৌ।।

'পূর্বঃ হোতা'— আদি হোতা ; ইনিই পুরুষ, তাঁর আত্মাহুতিতেই বিশ্বের সৃষ্টি। আমাদের উৎসর্গের সাধনা তাঁরই সাধনার অনুকৃতি। পুরুষের চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী পরম পুরুষের কল্পনা। আমরা যদি যাজ্ঞিক হই, তাহলে তিনিও যাজ্ঞিক, নইলে যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনও গুরুত্ব থাকে না। পরমপুরুষ নিজে ভাল না হলে আমাদের মধ্যে ভাল হবার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে? তাই আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূলে আছে তাঁরই প্রেরণা। আমরা নিজেদের উৎসর্গ করে তাঁকে পাই ; তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে আমাদের দিকে নেমে আসেন। দেবযজ্ঞের এই তাৎপর্য।

'দ্বিতা চ সত্তা, স্বধয়া চ শম্ভূঃ'—দু'রকমে তিনি নিষণ্ণ আছেন—জীবরূপে এবং বিশ্বরূপে। আপনাতে আপনি থাকেন যখন, তখন তিনি শম্ভূ বা প্রপঞ্চোপশম প্রশান্ত শিবস্বরূপ। ['শম্ভূ' : : 'ময়োভূ' ; একটি শিব,

আর-একটি শক্তি,—একটি প্রলয়, আর-একটি সৃষ্টি]। এখানে জীব, বিশ্ব ও ব্রহ্ম এই ত্রিপুটীর খবর পাওয়া গেল।

চিকিত্বান্— নিত্য চেতন। আধারে জীবসত্তারূপে অগ্নি নিত্য জেগে আছেন।

দেববীতি— (ঙি) দেবতার সম্ভোগ। দেবতা এখানে কর্তা বা কর্ম দুইই হতে পারেন। আমার সাধনায় দেবতার তৃপ্তি, অথবা দেবতাকে পেয়ে আমার তৃপ্তি—দুইই 'দেববীতি'।

হে তপোদেবতা, আমাদের জীবনযজ্ঞে আজ তুমি যেমন হোতা, তেমনি এরও আগে আরও একজন হোতা রয়েছেন, এই বিশ্বযজ্ঞের যাজ্ঞিক যিনি। জীবের জীবনে আর বিশ্বের জীবনে যেমন নিত্য অধিষ্ঠিত তিনি, তেমনি আবার তিনি 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত' প্রপঞ্চোপশম শিবস্বরূপের স্তব্ধতায়। তাঁরই শক্তির স্পন্দন আমাদের এই উৎসর্গের সাধনা ; তাঁরই ছন্দে এ-সাধনাকে সার্থক কর তুমি, হে নিত্যচেতন তপের শিখা। তারপর সেই পরমদেবতার অনিঃশেষ তৃপ্তির মধ্যেই তাকে কর প্রতিষ্ঠিত :

যিনি তোমারও পূর্বের হোতা, হে তপের শিখা, যিনি কুশলী যাজ্ঞিক,
দুটি ভঙ্গিতে নিষণ্ণ যিনি, আবার স্বপ্রতিষ্ঠায় যিনি 'শম্ভু',
তাঁরই ধর্মের ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চল আমাদের সাধনাকে, হে নিত্য-চেতন,
তারপর আমাদের এই ঋজু-অভিযানকে প্রতিষ্ঠিত কর দেবতার তৃপ্তিতে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

অষ্টাদশ সূক্ত

১

ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ সখেব সখ্যে পিতরেব সাধুঃ।
পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জনানাং প্রতি প্রতীচী র্দহতাদরাতীঃ।।

সুমনস্— (সু) প্রসন্ন, কল্যাণভাবনাযুক্ত।

উপেতি— (ঙি) কাছে যাব যখন।

সাধু— (সু) সাধক (সা), অনুকূল।

'পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জনানাম্'—মানুষের মধ্যে নিরূঢ় সংস্কারগুলিই যত বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। 'ক্ষিতি' < √ ক্ষি **(বাসা বাঁধা, বাস করা)—বাসা বেঁধে আছে যারা। তুঃ 'ক্ষেত্র'।** কোথাও -কোথাও চিত্তের ভূমি। [(G.) tribes of men ; (সা) মনুষ্যাণাং মনুষ্যাঃ ; কিন্তু দুটি ব্যাখ্যাই পুনরুক্তিদুষ্ট। 'জনানাং' যদি 'জীবানাং' হয়, তাহলে 'ক্ষিতয়ঃ' , মনুষ্যাঃ। সমস্ত উক্তিটি তখন এই অর্থে : জীবজগতে মানুষই মারামারি করে মরে।]

প্রতীচী— (শস্) প্রতিকূল।

অরাতি— (শস্) [নঞ্ + √ রা (দেওয়া) + ক্তিন্] যে দেয় না, কৃপণ। কার্পণ্য, উৎসর্গভাবনার অভাব। এটাই দেবদ্রোহ। এ-শত্রু যে বাইরের নয়, তার প্রমাণ পরের ঋকেই আছে।

তোমার জ্বালা বহন করে' কাছে যাব যখন, হে তপোদেবতা, তোমার চিত্ত যেন প্রসন্ন হয় আমাদের প্রতি। বন্ধু যেমন বন্ধুর হিতৈষী হয়, পিতামাতা যেমন হিতৈষী হয় সন্তানের, তেমনি তুমি আমাদের অনুকূল হয়ো। জীবের মধ্যে যে-কার্পণ্য বাসা বেঁধে আছে, দেবতার বিরুদ্ধে প্রতিপদে বিদ্রোহ করে সে-ই। উৎসর্গভাবনাহীনের এই বদ্ধমুষ্টিই রচে পথের বাধা। অন্তরের এই কুণ্ঠাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিও তুমি, হে দেবতা :

প্রসন্ন হয়ো আমাদের প্রতি, হে তপোদেবতা, কাছে যখন যাব,—

সখা যেমন সখার প্রতি, সন্তানের প্রতি পিতামাতা যেমন, তেমনি হয়ো অনুকূল।

দ্রোহে ভরা যে মানুষের বদ্ধমূল সংস্কার যত ;

তুমি জ্বালিয়ে দিও পথের বাধা কার্পণ্য যত।।

২

তপো ষ্বগ্নে অন্তরাঁ অমিত্রান্ তপা শংসমররুষঃ পরস্য।

তপো বসো চিকিতানো অচিত্তান্বিতে তিষ্ঠন্তামজরা অযাসঃ।।

'অন্তরান্ অমিত্রান্'— [অন্তর = অন্ততর, অতি কাছে আছে যে, ভিতরের] অন্তরের শত্রু। শত্রুরা যে অধ্যাত্মজীবনের বাধা, এই উক্তিটি তার প্রমাণ। বাধা আমাদের ভিতরে ; অথচ সে-বাধা 'পর', কিনা আমার আত্মসত্তা হতে আলাদা-কিছু। আমার একটা মন দিতে চায়, আর-একটা মন চায় না ; যে দিতে চায়, সেই আসল আমি, যে কৃপণ, সে-আমি আমারই শত্রু।

শংস— [অভিলাষ (সা), Curse (G)] আত্মাদর, আত্মশ্লাঘা, Self-Conceit। সাধারণত 'শংস' স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা। এখানে শ্রদ্ধা দেবতার প্রতি নয়, নিজের প্রতি, —নিজেকে বড় মানা।

'অররুষঃ'— [নঞ্ + √রা (দান করা) + ক্বসু + ঙস্] কোনও দিন কিছু দেয়নি যে দেবতাকে, উৎসর্গভাবনাহীন।

চিকিতান— (সু) [√কিত্, (চেতন হওয়া) + কানচ্] নিত্যচেতন।

অচিত্ত— (শস্) অচেতন, মূঢ়। তুমি আধারে নিত্য জাগ্রত ; কিন্তু ওরই মাঝে ঘুমিয়ে আছে কত-যে।

'অয়াসঃ'— [< √অয় (সা, নি.) কিন্তু দ্র.ঋ. ১।১৫৪।৬ < নঞ্ + √যস্, যাস্ (শ্রান্ত হওয়া)] অশ্রান্ত।

হে দেবতা, তোমার তপের তাপে পুড়িয়ে মার আমাদের অন্তরে বাসা বেঁধে আছে দেবদ্রোহী চিত্তের যত বৃত্তি। ওরা দেবতাকে দিতে চায় না, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওরা আত্মাভিমানী, ওদের অহঙ্কারে আগুন ধরিয়ে দাও। আমাদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত তুমি ; কিন্তু এই আধারেই ঘুমিয়ে আছে দেববিমুখ চিত্তের কত-যে মূঢ়তা। তুমি আলো, তুমি জ্বালা—ওদের জ্বালিয়ে মার, হে দেবতা। অম্লান অশ্রান্ত তোমার শিখাদের ছড়িয়ে দাও আমাদের নাড়ীতে-নাড়ীতে :

জ্বালিয়ে দাও, হে তপোদেবতা, অন্তরের শত্রুদের,
জ্বালিয়ে দাও উৎসর্গবিমুখ শত্রুর আত্মাভিমানকে ;
জ্বালিয়ে দাও, ওগো আলো, অচেতনদের নিত্যচেতন হয়ে, —
দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ুক তোমার অজর অশ্রান্ত শিখারা।

৩

ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায়।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্।।

ইধ্ম— (টা) ইন্ধন, সমিধ্। ওষধী—আহুতির মধ্যে গণ্য অন্নময় সত্তা। 'ঘৃত' আত্মাহুতির মধ্যে গণ্য প্রাণময় সত্তা। আমার দেহ আর প্রাণ তোমাকে দিলাম।

ইচ্ছমান— (সু) আমার মধ্যে আছে অভীপ্সা, পরমার্থকে পাবার আকাঙ্ক্ষা।

'তরসে বলায়'— চাই সংবেগ আর বল। **দুইই** দৈবীসম্পদ।

'যাবদ্ ঈশে'— যতটুকু পারি, চেতনাকে বৃহৎ করে তোমার বন্দনা গাই।

'দেবীং ধিয়ং'— 'প্রভবামি' উহ্য। তোমার কাছে নিয়ে এসেছি আমার আলো ঝলমল একাগ্র ভাবনা।

শতসেয়— (ঙে) [শত + √ সন্ (ছিনিয়ে আনা, লাভ করা) + য়] ৯৯টি বাধা পার হয়ে 'শত' ; অতএব 'শত' সিদ্ধি। সিদ্ধি লাভের জন্য।

আমি ব্যাকুল, আমি পিয়াসী। আমাকে আহুতি দিলাম তোমার মাঝে—এই দেহকে ইন্ধন করে', এই প্রাণকে প্রতপ্ত করে সঁপে দিলাম তোমার লেলিহান শিখার মাঝে। তুমি আমায় দাও বল, দাও সব বাধা গুঁড়িয়ে যাবার তীব্র সংবেগ। আমার সাধ্য কতটুকু জানি না, —কিন্তু যতটুকু পারি, চেতনাকে প্রসারিত করে' তোমার বন্দনা গাই। এই-যে আমার আলো-ঝলমল একাগ্রভাবনার অর্ঘ্য এনেছি তোমার কাছে—আঁধারের সকল বাধা পেরিয়ে বজ্রসত্ত্বের নিত্যদীপ্তিকে পাব বলে :

আমার অভীপ্সা আছে। ইন্ধন দিয়ে, হে তপোদেবতা, 'ঘৃত' দিয়ে
আহুতি দিই তোমার মাঝে আমার হব্য—দুর্বার সংবেগ আর বল পাব বলে।
যতোটুকু পারি, বৃহৎচেতনা দিয়ে তোমার বন্দনা করি আমি ;
এই-যে আলো-ঝলমল ধ্যানচিত্তকে এনেছি—তমিস্রাপারের সিদ্ধির আশায়।।

৪

উচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র স্তুতো বৃহদ্বয়ঃ শশমানেষু ধেহি।
রেবদগ্নে বিশ্বামিত্রেষু শং যো মর্মৃজ্মা তে তন্বং ভূরি কৃত্বঃ।।

'বৃহদ্ বয়ঃ'— ['বয়ঃ' < √ বী (সম্ভোগ করা, আনন্দ করা)]
উচ্ছল তারুণ্য, যা জরা আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারে।

শশমান— (সুপ্) [√ শম্ (পরিশ্রম করা, খাটা) + শানচ্] অশ্রান্ত সাধক।

'রেবৎ শং যোঃ'—রয়ির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশান্তি আর সন্তুতি, নিঃশ্রেয়স্ আর অভ্যুদয়। **জীবভাবের মূলে থাকবে 'রয়ি' বা চিত্তের সংবেগ, অভীপ্সার খরস্রোত ; আর শিবভাবের মধ্যে থাকবে প্রশান্তির সঙ্গে সামরস্যে জড়িত শক্তির উল্লাস।**

'মর্মৃজ্ম'— [√ মৃজ (মার্জন করা, পরিশুদ্ধ করা)] আমরা মার্জিত করেছি বারেবারে (ভূরিকৃত্বঃ) তোমার তনুকে। অন্তরের আগুনকে অতন্দ্র তপস্যায় অধূমক রাখতে হবে।

আমরা বিশ্বামিত্রকুলের অশ্রান্ত অতন্দ্র সাধক, আমাদেরই দুঃসাহসের বীর্য হতে তোমার আবির্ভাব। আমাদের গানের সুরে লেলিহান হয়ে উঠুক তোমার শিখারা। এই আধারে তোমার জ্বালাকে বারবার মার্জিত করে আমরা রেখেছি অম্লান, অধূমক। আজ আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর উচ্ছল তারুণ্য, নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চারিত কর অভীপ্সার দুর্বার স্রোত, তুরীয়ের প্রশান্তির সাথে ফোটাও অবন্ধ্যা শক্তির উল্লাস :

হে দুঃসাহসের বীর্যজাত, তোমার বন্দনা গেয়েছি আমরা। উৎসর্পিণী শিখার দীপ্তিতে উচ্ছল তারুণ্য এই অশ্রান্ত সাধকদের মধ্যে কর প্রতিষ্ঠিত ;

হে তপোদেবতা, বিশ্বামিত্রদের মধ্যে 'রয়ির' সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কর শান্তি আর শক্তি।

মার্জিত করেছি যে, তোমার তনুকে আমরা বারে-বারে।

৫

কৃধি রত্নং সুসনিত র্ধনানাং স ধেদগ্নে ভবসি যৎসমিদ্ধঃ।

স্তোতু র্দুরোণে সুভগস্য রেবত্সৃপ্রা করস্না দধিষে বপূংষি।।

রত্ন— (অম্) [√ ঋ (চলা) + ত্ন] ঋতের দীপ্তি। তু. পতঞ্জলির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। অনৃতের সঙ্গে অন্ধকারের সম্পর্ক, ঋতের সঙ্গে আলোর। এলোমেলো চলন আচ্ছন্ন বুদ্ধির পরিচয় ; চলনে ছন্দ দেখা দিলে বুঝতে হবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়েছে। উপমা দেওয়া যেতে পারে সূর্যের; তার দীপ্তি আর ঋতচ্ছন্দকে আলাদা কল্পনা করা যায় না। আদিত্যের এই ঋতদীপ্তিই অন্তরে রত্ন।

'সুসনিতর্ধনানাম্'—অনায়াসে তুমি এনে দাও আমাদের যা-কিছু কাম্য।

দুরোণ— আধার।

সুভগ— (ঙস্) তোমার 'ভগ' বা আবেশে স্বচ্ছন্দ যার মধ্যে।

রেবৎ— [ক্রি. বিণ] প্রাণসংবেগের সঙ্গে।

'সৃপ্রা করস্না'— (টা) [√ সৃপ্ (এঁকে বেঁকে চলা) + র = 'সৃপ্র'।

'করস্ন' < √ কৃ + (অ) + স্ন তু. নি. ৬।১৭] চঞ্চল বাহু। কর্মতৎপরতার প্রতীক।

'বপূংষি'— (আলোর) ছটা। অন্তরের ঋতদীপ্তি বাইরে যেন বিকীর্ণ হয়ে পড়ে।

পিয়াসী চিত্ত আজীবন ছুটেছে যার পেছনে, তুমি তাকে অনায়াসে এনে দাও হাতের মুঠোয়। ঋতচ্ছন্দের রত্নদীপ্তি আজ ফোটাও অন্তরে। ওগো, তাইতো কর তুমি, যখন শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে পড়ে নতুন-জাগা তোমার শিখারা। তোমার সঙ্গীতে মুখর যে, তোমার আবেশ স্বচ্ছন্দ যার হৃদয়ে, তার উন্মুখ আধারে তোমার চঞ্চল করে প্রাণের উজানধারার সঙ্গে ফোটাও আলোর ছটা :

ফোটাও ঋতদীপ্তি, ওগো দেবতা, — কামনার ধনকে স্বচ্ছন্দে যে এনে দাও তুমি ;

তুমি যে তাই, হে তপোদেবতা, যখন হও সমিদ্ধ।

যে সুরশিল্পীর মাঝে অনায়াস আবেশ তোমার, তার আধারে উজানধারায়
তোমার চঞ্চল করে নিহিত কর তুমি আলোর ছটা।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

উনবিংশ সূক্ত

১

অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্।
স নো যক্ষৎ-দেবতাতা যজীয়ান্ রায়ে বাজায় বনতে মঘানি।।

মিয়েধ— (ঙি) ['মেধ' শব্দের সম্প্রসারণ ; মেধ < মনস্ + ধা] একাগ্রতার সাধনা, সমাধিভাবনা। তার ফলে তত্ত্বে অনুপ্রবেশ। তু. অশ্ব-মেধ, গো-মেধ, পুরুষ-মেধ। শেষেরটিই নিম্নোক্ত 'দেবতাতি'।

গৃৎস— (অম্) [√ গৃধ্ (লোলুপ বা ক্ষুধার্ত হওয়া) + স ; তু. greedy, gradus cp. Scrt. 'grdhyah' he seeks, desires, originally 'makes for' ; the sense 'steps out towards', is once found] ব্যাকুল, সন্ধানী। [wise, experienced (MVR)]। গৃৎসংকবিং, কবির্মনীষী (ঈ. উ.)।

অমূর— (অম্) [ন + √ মৃ, মূর্ (মরে যাওয়া, জমাট বাঁধা) + অ ; তু. 'মূর্তি'] অমরণ ধর্মা, অথবা সর্বব্যাপী, চিন্ময়।

স যক্ষৎ যজীয়ান্—সাধনার কৌশল জানেন তিনি, অতএব আমাদের সাধনাকে সিদ্ধ করুন।

"দেবতাতা = দেবতাতৌ" [< দেবতা, ভাববচন প্রত্যয়ের স্বার্থে দ্বিরুক্তি ; তু. সর্বতাতি, উপরতাৎ ১।১৫১।৫, গৃভীততাতি (বন্ধনদশা) ৫।৭৪।৪] দেবত্বের বা পরমদেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সাধনা।

বনতে— আহরণ করেন।

মঘ— দ্র. ৩।১৩।৩ । আধারে শক্তি সঞ্চার করেন যাতে আমরা পাই অভীপ্সার সংবেগ, বৃত্রঘাতী বজ্রতেজ।

আমার একাগ্রভাবনার অতন্দ্র সাধনায় এই আধারে বরণ করি সেই তপোদেবতাকে, যাঁর আহ্বান দেবতাকে নামিয়ে আনে এইখানে। অলখের ব্যাকুল সন্ধানী তিনি—দ্যুলোকের স্বপনপসারী ; জানেন বিশ্বের সকল রহস্য, অনির্বাণ দীপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েন সব ঠাঁই। উৎসর্গের সাধনাকে সিদ্ধ করেন তিনিই ; দেবতার সঙ্গে পরম সাযুজ্যের এই ব্যাকুলতাকে তিনিই সার্থক করুন আমাদের জীবনে। তিনিই অসীম হতে আহরণ করেন সেই দুর্বার শক্তি, যা চেতনায় সঞ্চার করে অভীপ্সার সংবেগ আর বজ্রের তেজ :

তপোদেবতা যিনি, দিব্যচেতনার হোতা, তাঁকে বরণ করি সমাধি-ভাবনার সাধনায়;
ব্যাকুল সন্ধানী তিনি, দ্যুলোকের কবি, বিশ্ববিজ্ঞানী, অমৃত-চিন্ময়।
তিনিই আমাদের সিদ্ধ করুন দেবত্বের সাধনাতে ; কেননা তিনিই সাধকোত্তম ;
উজানধারা আর বজ্রতেজের তরে তিনিই ছিনিয়ে আনেন শক্তি যত।।

২

প্র তে অগ্নে হবিষ্মতীমিয়র্ম্যচ্ছা সুদ্যুম্নাং রাতিনীং ঘৃতাচীম্।
প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণঃ সং রাতিভি র্বসুভি র্যজ্ঞমশ্রেৎ।।

প্র ইয়র্মি— আমি এগিয়ে দিই তোমার পানে (অচ্ছা)। কী এগিয়ে দিই ? 'ধী' উহ্য। তু. 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' ১।২।৭ । আমার ধ্যানচেতনা 'হবিষ্মতী', 'রাতিনী', 'সুদ্যুম্না' এবং 'ঘৃতাচী'।

হবিষ্মতী— (অম্) আহুতির উপচার আছে যার সমৃদ্ধ। সায়ণের মতে 'জুহূ'।

সুদ্যুম্না— (অম্) উজ্জ্বল মননে ছন্দোময়।

রাতিনী— (অম্) সব ঢেলে দেয় যে। ধ্যানচেতনা আনে চিত্তের রিক্ততা।

ঘৃতাচী— (অম্) জ্যোতিরভিমুখিনী। তিনটি 'গব্য' বা আধারের জ্যোতিঃ সঞ্চার—পয়ঃ, দধি, ঘৃত—যথাক্রমে বোঝায় চেতনার আপ্যায়ন, সংহনন ও প্রজ্বলন। মনুতে একটি চতুর্বর্গ আছে—'পয়ো দধি ঘৃতং মধু'—তার মধ্যে 'মধু' অমৃতচেতনা। এর সঙ্গে শর্করা যোগ করে' পঞ্চামৃতের কল্পনা স্মৃতিতে।

'প্রদক্ষিণিৎ'— ডান দিক থেকে, অনুকূল হয়ে (?)।

'দেবতাতিম্ উরাণঃ'—দেবতার সাযুজ্যকে লক্ষ্যরূপে বরণ করে নিয়ে।

'রাতিভি র্বসুভিঃ'— দেবতার দান আর আলোর পসরা নিয়ে। তুলনীয় সাধকের 'রাতি' আর দেবতার 'রাতি'। আমি দিলে তবে তিনি দেন। আমার দেওয়া নিজেকে রিক্ত করা। আর তাঁর দেওয়া পূর্ণতা। রাতির এই দুটি ব্যঞ্জনা।

আমার তন্ময়ভাবনাকে তুলে ধরেছি তোমার পানে : তার মাঝে আছে আমার যা-কিছু সঞ্চয়কে নিঃশেষে তোমার শিখায় সঁপে দেবার ব্যাকুলতা, আছে আলোঝলমল চেতনার উল্লাস, আর ভ্রূমধ্য-দীপ্তির পানে অনিরুদ্ধ অভিযান। এই-যে আমার উৎসর্গভাবনার পর্বে-পর্বে ঝলসে উঠল তাঁর দীপ্তি—নিয়ে এল দেবতার প্রসাদ আর আলোর পসরা। আর আমার ভয় নাই—তিনি প্রসন্ন হয়েছেন আমার প্রতি, দেবতার সাযুজ্য-পিপাসাকে আবার তিনিই নিয়েছেন বরণ করে :

এগিয়ে দিলাম তোমারই পানে হে তপোদেবতা, আহুতির উপচারে সমৃদ্ধ আমার ধ্যানচেতনাকে—

সহজ দীপ্তিতে যা ঝলমল, সব দেবার আকূতি যার মধ্যে, যে চলেছে ভ্রূমধ্য-দীপ্তির পানে,

অনুকূল হয়ে দেবতার সাযুজ্য-পিপাসাকে বরণ করে নিয়েছেন তিনি—

দেবতার দান আর আলোর পসরা নিয়ে উৎসর্গ-সাধনাকে করেছেন আশ্রয়।

৩

স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ।

অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ।।

তেজীয়সা মনসা—[উপলক্ষণে তৃতীয়া] সুতীক্ষ্ণ মনশ্চেতনার দ্বারা (উপলক্ষিত)। চেতনার তীক্ষ্ণতা বোঝাচ্ছে শরবৎ তন্ময়তা। আগুনের বেড়াজালে পড়েছে যে, তার আর অন্যভাবনা নাই। **'বৈদিক মন' শুধু ইন্দ্রিয় নয়, পরন্তু মনোময়ী চেতনা।**

শিক্ষ— [√ শক্ (সমর্থ হওয়া) + সন্ + লোট হি] শক্তিরূপে স্ফুরিত হও।

স্বপত্য— (ঙস্) যার ভাবনা ছন্দোময় এবং অবন্ধ্যা—একের পর এক করে চেতনায় ফুল ফুটিয়ে চলেছে।

শিক্ষু— শক্তিমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যার মধ্যে, শক্তিসাধক।

'রায়ো নৃতমস্য'—অতুলন বীর্য (নৃ) আছে যে তীব্র সংবেগের মধ্যে।

প্রভূতি— (ঙি)-উপচে পড়া, প্রাচুর্য।

সুষ্টুতি— (শস্) সঙ্গীতে ছন্দিত, গীতিমুখর।

বসু— (ঙস্) আলোর প্রাচুর্য।

তোমার দহনজ্বালা যার শিরায়-শিরায়, তার একাগ্র মনশ্চেতনা সূচীমুখ হয়ে ছুটেছে অলখের পানে। অতন্দ্র তার শক্তির সাধনা—প্রত্যয়ের একতানতায় ছন্দোময় তার চিত্ত ; মহাশক্তির বিস্ফোরণে স্ফুরিত হও তুমি তার আধারে।... হে তপোদেবতা, যে দুর্বার প্রাণস্রোত বাঁধ ভেঙে উজান ছোটে, তার উদ্দাম প্লাবন আনো আমাদের চেতনায়, আনো তোমার আলোর উচ্ছলতা ;— তোমার দীপক রাগ ঝঙ্কৃত হোক জীবনের তন্ত্রে-তন্ত্রে :

তার সুতীক্ষ্ণ মনশ্চেতনা, —তুমি আগলে আছ যারে ;

এবার তবে শক্তিরূপে ফোট তার মধ্যে—অনায়াস ও নিরন্তর যার শক্তির সাধনা।

হে তপোদেবতা, যে-সংবেগ পৌরুষে অনুপম, তার উচ্ছলতা—

আমাদের হোক, তোমার সঙ্গীতে ছন্দিত আমরা তোমারই আলোর উচ্ছলতা পাই যেন।।

৪

ভূরীণি হি ত্বে দধিরে অনীকাগ্নে দেবস্য যজ্যবো জনাসঃ।
স আ বহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ শর্ধো যদদ্য দিব্যং যজাসি।।

অনীক— (অনীকানি) [সেনারূপতয়া সর্বত্র প্রসৃতানি জ্বালারূপানি তেজাংসি (সা) ; aspects (G.)] শিখা, সংহত রশ্মি। 'তোমাতে শিখা আহিত করে' = তোমাকে উদ্দীপ্ত করে।

দেব— (ঙস্) পরম দেবতা। পরবর্তী চরণে আছে 'দেবতাতি' বা দেবতার সাযুজ্যের কথা।

যজ্যু— (জস্)-সাধক।

দেবতাতি— দেবতার সাযুজ্য বা 'পরম সাম্য'।

দিব্যং শর্ধঃ— দিব্য শক্তি। দেবতার সত্তা ও শক্তি দুইই চাই।

অতন্দ্র সাধনায় সেই পরমদেবতাকে এইখানে পেতে চায় যারা, হাজার শিখায় তারা তোমায় জ্বালিয়ে তোলে জীবনের এই যজ্ঞবেদিতে। তাদের চেতনায় তুমি চিরতরুণ, চির-অম্লান ; — দেবতার পরমসাযুজ্যকে সিদ্ধ কর এই আধারে,— দেবতার দুর্ধর্ষ চিদবীর্যকে আজ সন্দীপ্ত করে তুলছ যখন শিরায়-শিরায় :

অফুরন্ত জ্বালার সংহতিকে যখন তোমাতে নিহিত করল তারা,
হে তপোদেবতা, পরম দেবতার সাধক যারা,—
তখন তুমি নিয়ে এস দেবতার সাযুজ্যকে, হে তরুণতম ;
এই যে আজ দিব্য শক্তিকে জ্বালিয়ে তুলছ তুমি আধারে।

৫

যত্বা হোতারমনজন্মিয়েধে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ।
স ত্বং নো অগ্নেঽবিতেহ বোধ্যধি শ্রবাংসি ধেহি নস্তনূষু।।

অনজন্— [√ অঞ্জ্ + লঙ্ অন্] অভিব্যক্ত করলেন দেবতারা। চেতনায় আগুন ধরিয়ে দেন দেবতারাই ; সেই আলোতেই আবার তাঁদের দেখি। অতএব আমি কোথাও নাই, সব তিনি।

নিষাদয়ন্তে যজথায়— আমার জীবনে চলবে অগ্নির সাধনা, তাই দেবতারা তাঁকে নিহিত করলেন আমার মাঝে।

বোধি— হও, জেগে ওঠ, জ্বলে ওঠ।

শ্রবঃ— (শি) যা শোনা যায়, বাণী [যেমন, যা দেখা যায় তা চিদঃ বা জ্যোতিঃ] । 'আকাশের গুণ শব্দ'। চেতনা আকাশের মত ছড়িয়ে পড়ে যখন, তখন তাঁর আলো সুর হয়ে কাঁপতে থাকে তার মধ্যে। সেই আলোর সুরই শ্রবঃ। তার আর-এক নাম 'স্বর্'।

'তনূষু'— আমাদের সত্তায়, আধারে।

আমার একাগ্রভাবনার অতন্দ্র সাধনায় তোমাকেই বিশ্বদেবতা জ্বালিয়ে তুললেন চেতনার মর্ম্মমূলে, তোমাকেই আহিত করলেন এই আধারে—নীরন্ধ্র তপস্যায় দেবতাকে আমার মধ্যে তুমি নামিয়ে আনবে বলে।...হে তপোদেবতা, আজ জ্বলে ওঠ তুমি আমাদের মধ্যে, লেলিহান হোক তোমার তীব্র দহন আমাদের ঘিরে ; তারপর এই ব্যোমতনুর অণুতে-অণুতে ঝঙ্কৃত করে তোল পরাবাণীর অশ্রুত মূর্ছনা :

তোমায় যখন হোতারূপে ফুটিয়ে তুললেন সমাধিভাবনার সাধনায়,
গভীরে প্রতিষ্ঠিত করলেন তোমাকে বিশ্বদেবতা—সাধনা করে চলবে বলে,
তখন তুমিই, হে তপোদেবতা, আমাদের ঘিরে জ্বলে ওঠ :
পরব্যোমের বাণীকে নিহিত কর আমাদের সত্তাতে।

গায়ত্রী মণ্ডল, বিশ্বেদেবা ও অগ্নি

বিংশ সূক্ত

১

অগ্নিমুষসমশ্বিনা দধিক্রাং ব্যুষ্টিষু হবতে বহ্নিরুক্থৈঃ।
সুজ্যোতিষো নঃ শৃণ্বন্তু দেবাঃ সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ।।

দধিক্রা — (অম্) ['অশ্ব' নিঘ. ১।১৪ ; দধৎ ক্রামতি...ক্রন্দতি... আকারী ভবতীতি বা নি. ২।২৭ ; মাধ্যমিক দেবতা নি. ১০।৩০ । সম্প্রসারিত রূপ 'দধিক্রাবন্'। < দধি + √ কৃ (বিকীর্ণ করা)] দধি শাদা এবং ঘন, শীতের সকালের কুয়াসা, —তার আর এক নাম 'নীহার'। উত্তরায়ণের তরুণ সূর্যের সঙ্গে এই শাদা কুয়াশার যুদ্ধ পাহাড় অঞ্চলে বেশ দেখা যায়। শাদা কুয়াসা বৃত্রের শুভ্র মায়া, অবিদ্যার শেষ আবরণ। চণ্ডীতে তা 'শুম্ভ' এবং 'নিশুম্ভ', —'শুম্ভ' বাইরে, 'নিশুম্ভ' আরও গভীরে ; দুটি নামেরই মৌলিক অর্থ 'শুভ্র'। দেবীর সঙ্গে তাদের লড়াই হয়েছিল অমাচক্রে, —রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সময়। পতঞ্জলির ভাষায়, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও সবীজ, যেতে হবে তারও ওপারে। ঋগ্বেদে শুভ্র বৃত্রের কথাও আছে। দধিকে খুব সহজভাবে 'নীহার' অর্থে নিলে তাকে বলা যেতে পারে প্রাতিভাসিক জগতের প্রতীক। জগৎটা একেবারে অন্ধকার নয়—কুয়াসায় ঢাকা সকালবেলার মত আবছা-আলোয় ছাওয়া। এই তো মায়া। দধিক্রা চিৎ-সূর্য, তুরঙ্গবেগে এই কুয়াসার জাল ছিঁড়ে আপনাকে প্রকাশিত করেন। তাঁর বিস্তৃত বর্ণনা দ্র. ঋ. ৪।৩৮, ৩৯, ৪০ ; ৭।৪৪ ।

বহ্নি — (সু) আহুতিকে বহন ক'রে এনেছে যে, যজমান। 'বহ্নি' আবার 'অগ্নি'র সমনামা। যজমান অগ্নিস্বরূপ। তার হৃদয়ের আগুন-ই দেবতা।

'দেবাঃ' — চারটি দেবতা এখানে—অশ্বিদ্বয়কে এক ধরলে : অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, উষা আর দধিক্রা। অগ্নি অভীপ্সা বা সত্যসঙ্কল্প ; অশ্বীরা আঁধারের বুকে আলোর শিহরণ ; উষা প্রাতিভসংবিৎ ; দধিক্রা সবিতা বা তিমিরবিদার জ্যোতিঃসংবেগ। এঁরা সবাই 'সজোষসঃ' —পরস্পরের মধ্যে ছন্দ বজায় রেখে চলেন। গভীর অন্ধকারকে ভেদ করে চিৎসূর্যের প্রকাশের সুস্পষ্ট ছবি।

চেতনার দিগন্তে ফুটেছে নতুন উষার আলো। জীবনের পূর্ণপাত্রখানি দেবতার উদ্দেশে বহন করে এনেছে যজমান, তার কণ্ঠে ছন্দিত বাণীর ঝঙ্কার লহরে-লহরে কেঁপে চলেছে আকাশের পানে : 'এসো চেতনার মর্মমূলে দিব্য-অভীপ্সার অগ্নিশিখা, জাগো আঁধারের কুহরে অশ্বিদ্বয়ের জ্যোতিঃসায়ক, ফোটো সদ্যোজাগা প্রাতিভসংবিতের উষার আলো, মায়ার কুয়াসা ছিন্ন করে' ঝলসে ওঠ চিৎসূর্যের তুরঙ্গ-দীপ্তি।'... আলো-ঝলমল দেবতারা শুনুন আমাদের ব্যাকুল বাণী, অনৃতের সংঘর্ষে সঙ্কুল জগতে ছন্দের সুষমা তাঁরা—তাঁরা সংসারের কুটিল আবর্তে আমাদের ঋজু এষণার পিয়াসী :

অগ্নি, উষা, অশ্বিযুগল, আর দধিক্রাকে
উষায়-উষায় আবাহন করে উপচার-বাহী যজমান মন্ত্রবাণীতে।
কল্যাণজ্যোতিতে ঝলমল দেবতারা আমাদের আবাহন শুনুন—
সুষম হয়ে, আমাদের অকুটিল সাধনার তরে উতলা হয়ে।।

২

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বীঃ।
তিস্র উ তে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্।।

বাজিন— (বাজিনা = বাজিনানি) বজ্রশক্তি, দহনবীর্য, রূপান্তরের সামর্থ্য। সায়ণ বলেন, অন্ন—আজ্য, ওষধি আর সোমরূপে। ওষধি অন্নময়, আজ্য প্রাণময় বা তপোময়, সোম মনোময়। দেহ, প্রাণ ও মন আগুনের ছোঁয়ায় আগুন হয়ে ওঠা এক-একটি আহুতির তাৎপর্য। তাইতে অগ্নিবীর্যের প্রকাশ।

সধস্থ— সবাই এসে একত্র হয় যেখানে, চক্র, ব্যূহ, গ্রন্থি। তিনটি গ্রন্থি—দেহের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে চেতনার। দেহে অগ্নি প্রাণ, প্রাণে তিনি মন, মনে চিৎশিখা।

'পূর্বীঃ জিহ্বাঃ'— পূর্ণ শিখা, প্রধান শিখা। সায়ণের মতে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয় তিনটি অগ্নি। প্রথমটি জ্বলছে মানুষের চেতনায়, দ্বিতীয়টি পিতৃচৈতন্যে, তৃতীয়টি দিব্যচেতনায়।

ঋতজাত— জীবনে ছন্দ না এলে দেবতা জাগেন না।

'তন্বঃ'— তিনটি তনু সায়ণের মতে পবমান, পাবক ও শুচি। বস্তুত অগ্নি, সূর্য, সোম ; অথবা অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য, —সোম তখন লোকোত্তর।

দেব-বাত— (জস্) [দেব— √ বন্ (সম্ভোগ করা) + ক্ত] পরম দেবতার দ্বারা সম্ভুক্ত, দিব্য, চিন্ময়।

হে তপোদেবতা, জীবনে ছন্দ জাগে যখন, তখনই তোমার আবির্ভাব। তোমার ত্রিধা-প্রদীপ্ত বজ্রশক্তির দহনে দেহ, প্রাণ, মনকে কর তুমি চিন্ময়, আধারের তিনটি গ্রন্থিতে জ্বলে ওঠ, মনুষ্য, পৈত্র্য ও দিব্য-চেতনার দীপ্তি ফোটে তোমার শিখায়, ভূলোকে অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে তোমার তিনটি দিব্যতনুর প্রকাশ। হে সর্বময়, আমাদের উদ্বোধনী বাণীতে ঝলসে উঠুক তোমার শিখারা! আমাদের ভুলো না—ভুলো না ওগো দেবতা :

হে তপোদেবতা, তিনটি তোমার বজ্রশক্তি, তিনটি গ্রন্থি,

তিনটি তোমার শিখা, হে ঋতজাত—যারা পূর্ণ।

তিনটি আবার তোমার তনু—দেবতার আবেশ যাদের মাঝে ;

তাই দিয়ে ঘিরে থেকো আমাদের বোধনবাণীকে—ভুলো না কখনও।।

৩

অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোঽমৃতস্য নাম।

যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব ত্বে পূর্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো।।

স্বধাবস্— 'স্বধা' আত্মপ্রতিষ্ঠা, আপনাতে আপনি থাকা। 'স্বধাবঃ' স্বপ্রতিষ্ঠ। জন্মজন্মান্তরের সাক্ষী (জাতবেদঃ) অমৃতজ্যোতিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছ তুমি আধারে। 'জাতবেদা'র সঙ্গে 'স্বধাব'এর যোগ লক্ষণীয়।

নাম— [Lat. nomen, cog. w. √gno, gnå, cp sk. jānā > jñå ; অতএব 'নাম' জানবার উপায়, বস্তুর সম্পর্কে ভাবনা] অগ্নির বিচিত্র নামে পরিচিত তাঁর বিচিত্র বিভূতি। 'মায়া' তাঁর বিচিত্র রূপ।

মায়া— (শস্) [√ মা (নির্মাণে) + যা] বিচিত্র ও বিপরিণামী রূপ। তু. 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপম্ ঈয়তে'। এখানে 'মায়ী' দেবতারা। এজগৎ চিৎশক্তিরাজির বিচিত্র লীলা।

বিশ্বম্ ইন্ব— (সু) বিশ্বগত, বিশ্বাত্মক, বিশ্বরূপ। অগ্নি বিশ্বাত্মক হয়ে বিশ্বদেবতার রূপের মায়াকে ধরে আছেন। **প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে তিনি 'নাম', পরাক্‌দৃষ্টিতে 'রূপ'**। যেমন তিনি 'স্বধাবঃ', তেমনি আবার বিশ্বমিন্ব।

পৃষ্ঠবন্ধু— 'পৃষ্ঠ' [< √পৃশ্ ।। পৃচ্ ।। স্পৃশ্ (ছোঁয়া) ; তু. 'পৃশ-নি' মরুদ্‌গণের মাতা, বিশ্বমূল প্রাণশক্তি। প্রাণ স্পর্শাত্মক] ব্রহ্ম সংস্পর্শযুক্ত। অগ্নি তাঁর বন্ধু। অগ্নিই চেতনাকে বৃহৎ করেন—অন্তরে ভাবনার বৈচিত্র্যে তখন অনুভব করি অগ্নির নাম, বাইরে দেখি তাঁর রূপ।

হে তপোদেবতা, এই আধারের গভীরে অমৃতের অধূমক জ্যোতি-রূপে নিত্য বিরাজিত তুমি, —আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই তুমি জন্ম-জন্মান্তরের নির্নিমেষ সাক্ষী। আমার অন্তর্মুখ অনুভবে তাই ফোটে তোমার বিচিত্র নাম—তুমি 'অমৃত', তুমি 'দেব', তুমি 'জাতবেদাঃ', তুমি 'স্বধাবঃ'। আবার দেখি, তুমিই আবিষ্ট, পরিব্যাপ্ত বিশ্বময়—চিৎশক্তিরাজির মায়াময় বিচিত্ররূপায়ণের তুমিই আশ্রয়। এমনি করে অন্তরে বাইরে তোমাকে যে জেনেছে বৃহৎ করে, তার চিরসঙ্গী যে তুমিই :

হে তপোদেবতা, বিচিত্র তোমার নাম : হে জাতবেদা,

হে জ্যোতির্ময়, হে স্বধাবান্, তুমি অমৃত।

যে চিরন্তনী মায়া মায়ীদের, হে বিশ্বাত্মক,

তোমাতেই তাঁরা সংহিত করেছেন, তাও যে দেখেছি ; নিত্যযুক্তের তুমিই বন্ধু, হে দেবতা।।

৪

অগ্নি র্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দৈবীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা।
স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ পর্যদ্বিশ্বাতি দুরিতা গৃণন্তম্।।

ভগ— (সু) [√ ভজ্ (আবিষ্ট হওয়া) + অ] হৃদয়স্থ আনন্দের দেবতা, চিদাবেশ। হৃদয়ের সঙ্গে আদিত্যের যোগ রশ্মির মাধ্যমে—এটি

উপনিষদের ছবি। যোগাযোগের দুটি ধারা—অভীপ্সা আর শক্তিপাত। শক্তিপাত না হলে উপরের পথ খোলে না। তাই অগ্নি আর ভগ দুইই যোগভূমির দিশারী—অগ্নি উজান বইছেন, ভগ নেমে আসছেন। আসুরী চেতনার পক্ষে এই নেমে-আসাটা মর্মন্তুদ; 'ভগবতী'—দুর্গার শক্তিশেল অসুরবক্ষকে বিদীর্ণ করছে—তন্ত্রের এই ছবি।

'ক্ষিতীনাং দিব্যানাং'— দিব্যভূমি সমূহের, যোগভূমি সমূহের।

ঋতু-পা— (সু) 'ঋতু' ঋতচ্ছন্দা কালের চক্র ; তাকে আগলে আছেন যিনি, তিনি ঋতু-পা। অগ্নি কাল বয়ে যেতে দেন না, —যখন যেটির প্রয়োজন, সেইটিকে ঘটিয়ে তোলেন। সাধনা ক্রমে চলে। যদিও অক্রমের শাশ্বত অনুভবও আছে। 'ঋতাবা'তে তার ইঙ্গিত।

সনয়— (সু) সনাতন, চিরন্তন।

বিশ্ববেদস্— (সু) তু. 'জাতবেদাঃ' এবং 'বিশ্বমিন্ব'। অগ্নি জীবচেতনার সাক্ষী, বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বের সাক্ষী।

'পর্ষৎ'— [√ পৃ (পার করা) + লেট্ দ্] পার করে নিন্।

'দুরিতা'— (- ত + ২ব -তানি) ছন্দোহীন চলন, চলার ত্রুটি, কষ্টে চলা, চলার বাধা। উপনিষদে 'দুশ্চরিত'।

দেবতার চিদাবেশ আর মানুষের অভীপ্সা দুয়ে মিলে চলে উত্তরায়ণের অভিযান একে-একে দিব্যভূমির উত্তরণে। তপোদেবতাই তার দিশারী—শাশ্বত-কালের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে কালকলনার ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি। সত্তার গভীরে চিরন্তন অধূমক জ্যোতি তিনি, আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে ঝলসে ওঠেন বিশ্বপ্রজ্ঞার দীপ্তিতে। এই সঙ্গীতমুখর প্রবুদ্ধ চেতনাকে পার করে নিয়ে যান তিনি ছন্দোহীন অনৃতস্পন্দের ওপারে—অভয়জ্যোতির কূলে :

অগ্নিই দিশারী দিব্যভূমিসমূহের—ভগের মত ;

জ্যোতির্ময় তিনি—কালচ্ছন্দের নিয়ন্তা, ঋতে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি দূর করেন আঁধারের আবরণ, তিনি চিরন্তন, বিশ্বপ্রজ্ঞ,—
পার করে নিয়ে যান ছন্দোহীন চলনের ওপারে বৈতালিককে।।

৫

দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীং বৃহস্পতিং সবিতারং চ দেবম্।
অশ্বিনা মিত্রাবরুণা ভগং চ বসূন্ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ ইহ হুবে।।

এই ঋকে যে-দেবতাদের উল্লেখ, তাদের ক্রম হবে এই : অগ্নি (অভীপ্সার শিখা) ; অশ্বিদ্বয় (অন্ধকারের বুকে আলোকের অস্ফুট শিহরণ), উষা (প্রাতিভচেতনার স্ফুরণ), সবিতা (চিন্ময়ী দিব্য প্রেরণার অনুভব), দধিক্রা (চিৎসূর্যের কুহেলিবিদার দীপ্তি), ভগ (হৃদয়ে অবগাঢ় চিদাবেশের দীপ্তি), মিত্র (চিদাকাশে বিশ্বচেতনার ছটা), বৃহস্পতি (ভ্রূমধ্যে বৃহতের দেশনার বিদ্যুৎ),—সবার শেষে বরুণ বা ব্রাহ্মীচেতনা। বিশ্বদেবতাকে তিনটি গণে ভাগ করে উল্লেখ করা হচ্ছে—বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপে। নিরুক্তে আদিত্যচেতনার উদয়নের এই ক্রম : অশ্বিদ্বয়, উষা, সবিতা, ভগ, সূর্য, পূষা ও বিষ্ণু। এখানে সবিতা আর দধিক্রা একই চিৎশক্তির অন্তর্বৃত্ত আর বহির্বৃত্ত দুটি রূপ ; সূর্যের জায়গায় মিত্র, পূষার জায়গায় বৃহস্পতি, বিষ্ণুর জায়গায় বরুণ—এইমাত্র ভেদ।

আমার এই আধারে আজ আবাহন করি দিব্য অভীপ্সার অগ্নিশিখাকে—যার ব্যাকুলতায় অন্ধতমিস্রার কুহরে শিউরে ওঠে তীব্রসঞ্চারী আলোকের অব্যক্ত অভিযান, চেতনার কূলে ফোটে প্রাতিভসংবিতের অরুণ আলো, ছড়িয়ে পড়ে চিন্ময়ী দিব্য প্রেরণার কীর্ণ রশ্মি, কুহেলিকার আবরণ খান্‌খান্ হয়ে যায় চিৎসূর্যের দীপ্তিতে, হৃদয়ে কৌস্তুভদীপ্তির ছটায় নেমে আসে দেবতার চিদাবেশ, চিদাকাশে

ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বচেতনার ভাস্বর প্রভা, বৃহতের দেশনা ঝিলিক হানে ভ্রূমধ্যের বিদ্যুতে—তারপর পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকের বৈপুল্যকে আবৃত করে জাগে অলখের অমার আলো :

দধিক্রা, অগ্নি আর দেবী উষাকে,
বৃহস্পতি আর সবিতৃদেবকে,
অশ্বিযুগল, মিত্র বরুণ আর ভগকে,—
বসুগণ, রুদ্রগণ আর আদিত্যগণকে এই আধারে করি আমি আবাহন।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

একবিংশ সূক্ত

ভূমিকা

সূক্তটি পশুযাগের বপা-হোমে বিনিযুক্ত। পশু প্রাণের প্রতীক। যজমানের আত্মপ্রাণের উৎসর্গই পশুযাগের তাৎপর্য। পশুর রক্ত দেবতাকে দেওয়া হত না—রক্ত ছিল রাক্ষসের প্রাপ্য। রক্ত স্পষ্টতই রজোগুণ বা চাঞ্চল্যের প্রতীক। প্রাণের চাঞ্চল্য, অশুদ্ধ কামনা-বাসনার বিক্ষোভ দেবতাকে দেওয়া যায় না, দিতে হবে মাংস। আর দিতে হবে পশুদেহের সারভাগ 'বপা' বা মেদ, যাতে সহজেই আগুন ধরে ঘিয়ের মত। অর্থাৎ সংস্কৃত, উজ্জ্বল প্রাণবৃত্তিই হবে দেবতার নৈবেদ্য। তু. (৫)।

১

ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহীমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব।
স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য।।

স্তোক্— (২ ব) বিন্দু।

'মেদসো ঘৃতস্য'— মেদের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে ঘৃত। অথবা মেদই ঘিয়ের মত উজ্জ্বল, সহজদাহ্য। ঘৃতকে মেদের বিশেষণরূপে নেওয়া চলে—সর্বত্র।

হে দেবতা, আমাদের জন্মপরম্পরার সাক্ষী তুমি, —তুমিই চেতনার প্রথম উন্মেষ। এই আধারের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অমৃতচেতনার নিত্যলোকে নিয়ে চল আমাদের উৎসর্গভাবনাকে, অগ্নিরসে জারিত কর আমাদের আত্মনিবেদনকে। আমার চিন্ময় প্রাণ বিন্দু-বিন্দু ক্ষরিত হয়ে পড়ছে তোমার মধ্যে, তাকে জ্বালাময় কর তোমার ছোঁয়ায়, হে দেবতা :

এই-যে আমাদের উৎসর্গভাবনা, তাকে অমৃতলোকে নিহিত কর,
এই-যে আমাদের আহুতি, হে 'জাতবেদা', নন্দিত হও তাদের আস্বাদনে।
বিন্দু-বিন্দু ঝরছে হে তপোদেবতা, জ্যোতির্ময় প্রাণের-সার,—
হে হোতা, আত্মসাৎ কর তাদের এই আধারে নিষণ্ণ হয়ে। তুমিই যে প্রথম।।

২

ঘৃতবন্তঃ পাবক তে স্তোকাঃ শ্চোতন্তি মেদসঃ।
স্বধর্মন্দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যম্।।

স্বধর্মন্— (৭এ) যজ্ঞে। **যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। যজ্ঞ বিশ্বের প্রথম ধর্মও (১০।৯০।১৬)।**

দেব-বীতি— (৪এ) [বহুব্রীহি] দেবত্বের সম্ভোগ বা সাযুজ্য যার পরিণাম।

'শ্রেষ্ঠং বার্যম্'— সর্বোত্তম কামনা। তা সার্থক হবে উৎসর্গের দ্বারা দেবতার সাযুজ্য লাভে।

হে দেবতা, তোমার দহনে নির্মল করেছ আমাদের আধারকে। এই-যে আমাদের প্রাণের শুভ্রসার জ্যোতির্বিন্দুতে ঝরে পড়ছে তোমার মধ্যে। জীবনের সর্বোত্তম কামনাকে সার্থক কর, হে অগ্নিশিখা—উৎসর্গের স্বভাবধর্মকে উত্তীর্ণ কর দেবতার আনন্দময় সাযুজ্যে :

হে পাবক, তোমার মাঝে জ্যোতির্ময়

বিন্দুরা ঝরে পড়ছে অন্তঃপ্রাণের শুভ্রতা হতে।

স্বধর্মের অনুকূল এই সাধনায়, দেবতার সাযুজ্যের আনন্দে

শ্রেষ্ঠ কামনাকে আমাদের সার্থক কর।।

৩

তুভ্যং স্তোকা ঘৃতশ্চুতোঽগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য।

ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব।।

ঘৃতশ্চুৎ— দীপ্তিধারা।

সন্ত্য— [সৎ > সন্ত্ + য (স্বার্থে)] সত্যস্বরূপ।

প্রাবিতা— ঘিরে থাকেন যিনি, রক্ষক।

হে তপোদেবতা, হে সত্যস্বরূপ, তোমার লেলিহান চিন্ময় শিখায় এই-যে জ্যোতির বিন্দুতে গলে-গলে পড়ছে আমার প্রাণের শুভ্রতা। পরমসত্যের অনুত্তম দ্রষ্টারূপে এই-যে তোমায় জ্বালিয়ে তুলেছি ; হে দেবতা, আমার উৎসর্গের সাধনাকে ঘিরে থাকুক তোমার দহনজ্বালা :

তোমাকেই দিয়েছি শুভ্রপ্রাণের বিন্দু যত দীপ্তিধারা ;

হে তপোদেবতা, হে সত্যস্বরূপ, তুমি যে উতলা।

শ্রেষ্ঠ ঋষিরূপে তোমায় সমিদ্ধ করি ;

আমার উৎসর্গকে ঘিরে থাক তুমি।।

৪

তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীবঃ স্তোকাসো অগ্নে মেদসো ঘৃতস্য।
কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্যা জুষস্ব মেধির।।

অধ্রিগু— (সম্বো) ['অধ্রি' < ন + √ ধৃ, যাকে আটকানো যায় না ; এমন 'গো বা কিরণ যাঁর, তিনি অধ্রিগু। গো < Ar g^{w}ou :: Sk. gaus, Av. geus, Gk. bous, Lat bos, OHG Kuo, MG Kuh, Eng. Cow, OE Cu, O. Ir. bo. cp. O.Slav. govendo] অধৃষ্য শিখা যাঁর।

কবিশস্ত— (১এ) কবির হৃদয় স্বীকার করেছে যাঁকে।

মেধির— (সম্বো) [মেধা + (ই)র] গভীরে অনুপ্রবেশ করবার শক্তি আছে যাঁর মধ্যে।

হে তপোদেবতা, তুমি শক্তিধর, দুর্বার তোমার শিখার লেলিহা । আমার শুভ্রদীপ্ত প্রাণসার বিন্দু-বিন্দু গলে পড়ছে তোমারই মাঝে। কবির হৃদয়ে ঝলসে উঠে মুখর কর তার বাণীকে তুমি, —এই-যে এসেছ আলোর অরোরায় চেতনা ছেয়ে : এই আমার নৈবেদ্যের ডালি; তার আস্বাদনে নন্দিত হও তুমি, সমাধির গভীর হতে আন অলখের ব্যঞ্জনা :

তোমারই পানে গলে পড়ছে, হে দুর্বার, হে শক্তিধর,
বিন্দু-বিন্দু করে, হে তপোদেবতা, আমার প্রদীপ্ত প্রাণসার।
কবির ছন্দিত তুমি, বৃহতের দীপ্তি নিয়ে এই যে এসেছ ;
আমার আহুতিতে নন্দিত হও, হে গহনের ডুবুরি !

৫

ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং প্র তে বয়ং দদামহে।
শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা অধি ত্বচি প্রতি তান্দেবশো বিহি।।

'ওজিষ্ঠং মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতম্'— মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে যে-মেদ, তা সব চাইতে ওজস্বী। হৃদয়ের গভীরে যে প্রাণ-স্পন্দ, তাতে আছে বজ্রের শক্তি। দেবতাকে তাই দিতে হবে। তু. seviticus IV-9 'the fat that covereth the inwards, all the fat that is upon the inwards' (Wilson-quoted by G.)

'অধি ত্বচি'— তোমার গায়ের 'পরে।

দেবশঃ— দেবতাদের মধ্যে।

'প্রতি-বিহি'— ভাগ করে দাও।

হৃদয়ের গভীরে যে স্ফুরন্ত প্রাণের জ্যোতি, তার মধ্যে আছে অনুপম বজ্রের তেজ। আজ তাই তোমায় দিলাম, হে তপোদেবতা। আধার আলো করে জ্বলছ তুমি, বিন্দু-বিন্দু সে-প্রাণরস ঝরে পড়ছে তোমার 'পরে। চিৎশক্তিদের আপ্যায়িত কর আজ তাদের দিয়ে :

সব-চাইতে ওজস্বী যে-প্রাণসার, তোমার তরে মাঝখান থেকে তা তুলে আনা হয়েছে ;
তাই তোমাকে আমরা দিলাম।
গলে পড়ছে, হে জ্যোতির্ময়, বিন্দু-বিন্দু প্রাণসার তোমার গায়ের 'পরে ;
তাদের দেবতাদের মাঝে আজ বেঁটে দাও তুমি।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

দ্বাবিংশ সূক্ত

১

অয়ং সো অগ্নি র্যস্মিন্ত্ সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে জঠরে বাবশানঃ।
সহস্রিণং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্ত্ সন্ত্ স্তূয়সে জাতবেদঃ।।

ভূমিকা

ঋকের পূর্বার্ধে অগ্নি, ইন্দ্র আর সোম—তিনটি প্রধান চিৎশক্তির সম্পর্ক লক্ষণীয়। তন্ত্রে অগ্নি আর সোম পুরুষ আর প্রকৃতি। সোম আনন্দ ; লতারূপে সে কর্মমুদ্রা কিন্তু মহাশূন্যে সেই আবার মহামুদ্রা। পৃথিবীর সোমকে আকাশে তুলতে হবে, আধারকমলের আনন্দশক্তিকে তুলতে হবে সহস্রারে। এই ব্যাপারটি ঘটবে অগ্নির বীর্যে আর ইন্দ্রের ওজঃশক্তিতে। যোগাগ্নিময় দেহ আর বজ্রযোগিনী নাড়ীই সোমলতার রসকে উর্ধ্বস্রোতা করতে পারে। রসচেতনাকে আগে আহুতি দিতে হবে আগুনের মাঝে—দেহকে ইন্ধন করে' ; তারপর বজ্রযোগে তাকে আকর্ষণ করতে হবে উজানপানে। শেষেরটুকু ইন্দ্রের কাজ। সমগ্র সূক্তটির বিনিয়োগ অগ্নিচয়নে। [দ্র. সা.]

'জঠরে দধে'— সোম এল ইন্দ্রের জঠরে। ছিল কিন্তু পৃথিবীতে বা মূলাধারে। আনন্দচেতনা নাভিতে না আসা পর্যন্ত উজানধারা নির্বাধ হয় না। তন্ত্রমতে এইখানে 'আনন্দের' অনুভব ; তারপর হৃদয়ে 'পরমানন্দ', ভ্রূমধ্যে 'বিরমানন্দ', আর মহাশূন্যে 'সহজানন্দ'। রসচেতনার ভোগবতী ধারা বস্তুত আকাশ হতেই নামে। আকাশ হতে ভ্রূমধ্যে (শিব + সতী), তারপর হৃদয়ে (বিষ্ণু + শ্রী),—তারপর নাভিতে বা মণিপুরে (ব্রহ্মা + গায়ত্রী), —তারপর আর তাকে নামতে দিতে নাই। অন্তর্যাগের এই

কৌশল। কিন্তু বজ্রধর না হলে' সিদ্ধি আসে না। বেদে সোম কখনও ইন্দ্রের জঠরে, কখনও হৃদয়ে, কখনও-বা হনুতে ; এক জায়গায় আছে তালুতে। মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের ইশারা সুস্পষ্ট।

বাবশান— (১. এ) কামনায় উতল। ইন্দ্রের আনন্দ দিব্যসম্ভোগের আনন্দ। ইন্দ্র চিন্ময় প্রাণ, অগ্নি তপঃশুদ্ধ দৈহ্যচেতনা।

'সহস্রিণং বাজম্'— আনন্ত্যের বজ্রশক্তি। বজ্রের আঘাতে একটি করে আবরণ বিদীর্ণ হচ্ছে, আর রসের ধারা ঝরে পড়ছে। তন্ত্রে আছে সহস্রারচ্যুতামৃতের কথা। শারীরতত্ত্বের দিক দিয়ে মস্তিষ্ককোষকে চেতন করা যোগসিদ্ধির চরম। মস্তিষ্ক আমরণ উদাসীন থেকে চিন্তা করে যায়, তার ফল ভোগ করে নীচের কেন্দ্রগুলি। **মস্তিষ্কে খুশির ঢেউ তুলতে পারা সোমযাগের রহস্য। কোনও-কোনও মাদক বস্তু তার আভাস আনে।**

'অত্যং ন সপ্তিং'— ছুটে-চলা ঘোড়ার মত। সোমের আহুতি নিয়ে আগুন বিদ্যুতের বেগে উড়িয়ে চলেছে আকাশের পানে। সেইখানে অফুরাণ বজ্রশক্তি।

সসবান্— [√ সন্ (ছিনিয়ে আনা) + ক্বসু] ছিনিয়ে এনেছে যে।

জাতবেদস্— জন্মের সাক্ষী, চৈতসত্ত্ব। তু. Psychic Being.

আমার মধ্যে এই-তো সেই তপশ্চেতনার বহ্নিস্রোত, যার মাঝে আজ নিঙ্ড়ে দিয়েছি পৃথিবীর বুকে লতিয়ে-চলা রসচেতনার নিঃস্যন্দকে। দিব্য-সম্ভোগের কামনায় উতল বজ্রসত্ত্ব তাকে ধরে রাখলেন মণিপুরে—সৃষ্টির কুণ্ডলীতে। ...হে তপোদেবতা, তারপর তুরঙ্গের বেগে ছুটে চললে তুমি উজানপানে, — মহাব্যোমে আনন্ত্যের বুকে যে ওজস্বী আনন্দের নির্ঝর, তাকে ছিনিয়ে আনলে, বইয়ে দিলে শিরায়-শিরায়! হে চৈত্যসত্ত্ব, তাই তো তোমার স্তবে মুখর আমি :

এই সেই অগ্নি, —যার মধ্যে নিঙ্ড়ে-দেওয়া সোমকে
ইন্দ্র ধরে রাখলেন 'জঠরে'—কামনায় উতল হয়ে।
আনন্ত্যের মাঝে যে বজ্রের শক্তি, ছুটন্ত অশ্বের মত
তাকে ছিনিয়ে এনেছ তুমি ; তাইতো তোমার স্তুতি গাই, হে জাতবেদ।।

২

অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্বপ্স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ।।

বর্চস্— [< √ বৃচ্, ঋচ্ (দীপ্তি দেওয়া) : : √ বৃধ্, ঋধ্, √ বৃষ্ ঋষ্ (?)] আলোর ছটা। তু. যজ্ঞবল্ক্ < যজ্ঞবর্ক—সাধনজনিত দীপ্তি।

'পৃথিব্যাং...' — পৃথিবীতে ওষধি, আর অন্তরিক্ষে অপ্। অথবা, পৃথিবীর সার অপ্, অপ্-এর সার ওষধি (ছান্দোগ্য ১।১।২)। পৃথিবী অন্নময় (Material), অপ্ প্রাণময় (Vital), ওষধি তেজোময় অথবা তেজোরসোময়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে পৃথিবী দেহ, অপ্ সম্মুগ্ধ প্রাণশক্তি, এবং ওষধি নাড়ীশক্তি—যা প্রাণ ও মনের মাঝামাঝি। অগ্নির দীপ্তি সবার মধ্যে। পৃথিবীর ওপারে বিপুল অন্তরিক্ষ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়রূপ আকাশ। সে যেন জ্যোতির সমুদ্র ('ভানুর্ অর্ণবঃ')। তারও ওপারে দ্যুলোকে অগ্নির দীপ্তি—মূর্ধ জ্যোতিরূপে। তু. [শ. ব্রা. ৭।১।২৩]

'ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ'— দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে, মূর্ধায় হৃদয়ে নাভিতে আলোর সমুদ্র তরঙ্গে-তরঙ্গে দুলছে যেন। বীরসাধকের সাধনার সাক্ষী সে-আলো।

'ত্বেষ'— (১-এ) [দীপ্তিমান (s) < ত্বিষ্ < তবিষ্ < তূ (শক্তিশালী হওয়া)] জ্যোতিঃশক্তিসম্পন্ন।

হে দেবতা, আমার নিখিলছাওয়া আলোর প্লাবন তুমি, তুমি আমার সাধনার ধন। এই-যে তোমার আলো আমার মূর্ধন্যচেতনায়—ঐ দ্যুলোকে, এই-যে আলো আমার হৃদয়ের সাগরদোলায়—ঐ অন্তরিক্ষের মহাবৈপুল্যে, এই-যে আলো আমার দেহের নাড়ীতে-নাড়ীতে—ঐ পৃথিবীর বুকে, প্রাণের প্রবাহে, তরুলতার অন্তঃসঞ্চারিণী বিদ্যুতের বিলাসে। সে-আলোর ছটা শক্তির তরঙ্গে দুলছে ভুবনময়, চেয়ে আছে মানুষের তিমিরবিদার অভ্যুদয়ের পানে :

হে তপোদেবতা, তোমার যে আলোর ছটা দ্যুলোকে আর পৃথিবীতে—
এই-যে ওষধিতে-ওষধিতে, প্রাণের ধারায়, হে সাধনার ধন, —
যা দিয়ে বিপুল অন্তরিক্ষকে রয়েছ ছেয়ে,
সে-আলোকছটা শক্তিতে ঝলমল, তরঙ্গে দোদুল, চেয়ে আছে বীরের পানে।

৩

অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ ঊচিষে ধিষ্ণ্যা যে।
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ।।

'দিবো অর্ণম্'— আকাশে আলোর ঢেউ। 'আপো বা অস্য দিবো অর্ণঃ' (শ. ব্রা. ৭।১।২৪)। এই অপ্ চিন্ময় প্রাণসমুদ্র। তু. মূর্ধ জ্যোতি ঃ।

'ধিষ্ণ্যাঃ'— [√ ধী, ধিষ্ (ধ্যান করা) > ধিষণা (ধ্যানচেতনা) > ধিষণ্য (ধ্যানজাত) > ধিষ্ণ্য] দেবতারা মানুষের ধ্যানচেতনা হতে

আবির্ভূত। দেবতা আকাশে আছেন, আবার আছেন হৃদয়ে। চিত্তের একাগ্রতায় তাঁকে দেখি—যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। 'প্রাণা বৈ দেবা ধিষ্ণ্যাঃ, তেহি সর্বা ধিয় ইষ্ণন্তি' (শ. ব্রা. ৭।১।২৪)

উচিষে— ডাক দিয়েছ। আগুনের শিখা আকাশের পানে উঠতে গিয়ে প্রাণের গভীরে জাগিয়ে তোলে চিৎশক্তিদের।

রোচন— (৭-এ) আলোর জগৎ। 'রোচনো নামায়ং লোকো যত্র এষ এতত্তপতি' (শ. ব্রা. ৭।১।২৪)। সূর্যের ওপারে আলোর জগৎ। সূর্য যদি বিশুদ্ধচক্রস্থ চেতনা, তাহলে রোচন দিব্য অথবা তুরীয় চেতনা। সহস্রারে আগুন জ্বালার কথা তন্ত্রেও আছে।

'আপঃ'— অবশ্যই প্রাণ, কিন্তু চিন্ময়। সূর্যলোকের ওপারে অমৃতপ্রাণ, আর তার নীচে মর্ত্যপ্রাণ। সূর্যদ্বার ভেদ করে অমৃতলোকে যাবার কথা আছে মুণ্ডকোপনিষদে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই হল মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্রবিদারণ। ঋকটিতে ঋষি প্রাণকে দেখছেন সর্বত্র।

দ্যুলোকের উজানে টলমল করছে যে আলোর পারাবার, হে অভীপ্সার শিখা, তুমি ছুটে চলেছ তার পানে। আমার হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে আছেন যে-দেবতারা, তাদের ডেকে চলেছ আজ। সূর্যদ্বারের ওপারে আলো-ঝলমল তুরীয় চেতনায় আছে যে অমৃত প্রাণের সায়র, আর যে প্রাণের প্লাবন এপারে বয়ে চলেছে অন্তরিক্ষের কূলে-কূলে—তারা আজ এই-যে এসেছে আমার কাছে :

হে তপোদেবতা, দ্যুলোকের ঢেউ-এর পানে ছুটে চলেছ,

বিশ্বদেবের পানে আহ্বান পাঠিয়েছ—যাঁরা ধ্যানচেতনা হতে হন আবির্ভূত।

যে-প্রাণ-বন্যা আলোর জগতে আছে—সূর্যের ওপারে,

যে আছে এপারে—কাছে এসেছে সবাই তারা।।

৪

পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ প্রাবণেভিঃ সজোষসঃ।

জুষন্তাং যজ্ঞমদ্রুহোঽনমীবা ইষো মহীঃ।।

'পুরীষ্যাসঃ'— ['পুরীষ' হতে জাত। 'পুরীষ' জল (নিঘ.) Mist (G.)] পুরীষের সঙ্গে তুলনীয় 'পুরুষ'—সমস্ত-কিছুকে পূর্ণ করে আছেন যিনি। অতএব 'পুরীষ' পূর্ণচেতনা। 'কুৎসা' (কোথা হতে?) বা জলের উপমা তাতেও খাটে। দেবতাকে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'পুরীষী'। যদি 'প্রবণের' সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে 'পুরীষ' দিব্য বা মূর্ধন্য চেতনা। দ্যুলোকের প্রাণসমুদ্র হতে জাত অগ্নি 'পুরীষ'।

প্রবণ— (৩-ব) নীচের দিকে বয়ে চলেছেন যাঁরা। এ কি শক্তিপাত? পুরীষ্য অগ্নিরা অটল ; কিন্তু তাদের কোনও-কোনও শিখা নেমে আসছে নীচের দিকে।

'সজোষসঃ অদ্রুহঃ'— সুষম হয়ে, কোনও বিরোধ না ঘটিয়ে। একটি আগুন নয়, অনেক আগুন—চিৎশক্তির অনেক বিভূতি। কিন্তু সব সুসংহত।

অনমীবা— (২-ব) নিখুঁত, অটুট।

'ইষঃ'— এষণা, সংবেগ। 'প্রবহন্তাম' এই ক্রিয়াপদ উহ্য।

মহাশূন্যের স্তব্ধতাকে পূর্ণ করে আছে তপঃশক্তির যত শিখা, আর দেববীর্যবাহিনী যে-শিখারা নেমে আসছে এই আধারে, তারা বৃহৎ-সামের সৌষম্য নিয়ে আবিষ্ট হোক আমার উৎসর্গভাবনায়, আমার মধ্যে সঞ্চারিত করুক বিপুল এষণার অটুট সংবেগ :

দ্যুলোকের পূর্ণতা হতে জাত শিখারা,
আর যারা বয়ে চলেছে নীচের পানে, তারা সুষম হয়ে
আবিষ্ট হোক্ আমার উৎসর্গভাবনায়—দ্রোহহীন হয়ে ;
তারা দিক অটুট বিপুল এষণা।

৫

ইল.াম্ অগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ
শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্ নঃ সূনুস্ তনয়ো বিজাবা
হগ্নে সা তে সুমতির্ ভূত্বস্মে।।

ইল.াম্ — [রূপভেদ 'ইড়্'। তু. *ত্বমিল.া শতহিমাসি দক্ষসে ২।১।১১ ; ইল.া দেবৈ র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ৩।৪।৮, ৭।২।৮ ; ইল.া যেষাং (সিদ্ধানাং) গণ্যা ৩।৭।৫ ; ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেল.া ৩।৫৫।১৩ ; তস্মা ইল.া পিন্বতে বিশ্বদানীম্....যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি ৪।৫০।৮ ; *ইল.া যূথস্য মাতা ৫।৪১।১৯ ; যেষামিল.া ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ

অপি প্রাতা নিষীদতি ৭।১৬।৮ ; অস্য প্রজাবতী গৃহে হসশ্চন্তী দিবে-দিবে, ইল.া ধেনুমতী দুহে ৮।৩১।৪ ; ইল.া দেবী ঘৃতপদী ১০।৭০।৮ ; ইল.া মনুস্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী ১০।১১০।৮ ; হব্যা মানুষাণামিল.া কৃতানি ১।১২৮।৭ ; *অগ্ন ইল.া সমিধ্যসে ৩।২৪।২; *নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেল.া সহস্কৃত ৩।২৭।১০ ; যো রায়ামানেতা য ইল.নাম্ (সোমঃ) ৯।১০৮।১৩ ; সং নো মিমিক্ষা 'সমিল.াভিরা' ১।৪৮।১৬ ; আ ন ইল.াভির্বিদথে....সবিতা দেব এতু ১।১৮৬।১ ; *কস্মৈ সস্রুঃ....ইল.াভির্বৃষ্টয়ঃ সহ ৫।৫৩।২ ; অগ্নয়ে দাশেম পরীল.াভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ ৭।৩।৭ ; ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ (মিত্রাবরুণা) ইল.াভিঃ ৭।৬৫।৪ ; *ইল.াভিঃ সংরভেমহি ৮।৩২।৯ ; ইল.ামকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীম্ ১।৩১।১১; ইল.াং সুবীরাং সুপ্রতুর্তিমনেহসম্ ১।৪০।৪ ; বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েল.াং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ৬।১০।৭ ; *ইল.াং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিম্ অব দিব ইন্বতম্ ৭।৬৪।২ ; *ইল.াং সংযতম্ ৭।১০২।৩, ৯।৬২।৩ ; ইল.ায়স্পদে ৩/২৩/৪ *ইল.ায়াস্পুত্রো বয়ুনেহজনিষ্ট (অগ্নিঃ) ৩।২৯।৩ ; *ইল.ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি...নি ধীমহ্যগ্নে ৩।২৯।৪ ; অরুষে জাতঃ পদ ইল.ায়াঃ ১০।১।৬ ; *যোনিমৃত্বিয়মিল.ায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ (অগ্নি) ১০।৯১।৪ ; *অধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেল.াস্বন্তঃ ৫।৬২।৫ (৬) ; *বর্ধেথাং গীর্ভি'রিল.য়া মদন্তা' ৩।৫৩।১; ইল.য়া সজোষাঃ (অগ্নিঃ) ৫।৪।৪; ইল.াস্পদে ১।১২৮।১, ২।১০।১, ৬।১।২, ১০।১৯১।১ ; ইল.স্পতিং (রুদ্রম্) ৫।৪২।১৪ ;—(পূষা) ৬।৫৮।৪ ; *ইন্দ্রপানম্ ঊর্মিং....ইল.ঃ (অপাম্) ৭।৪৭।১ ; সহস্রার্ঘম্ ইলে.া অত্র ভাগং ....ধেহি ১০।১৭।৯। <*√ যজ্ (দ্), *ইষ্ (দ্) ; মৌলিক অর্থ হবে 'ভাবনা' বা 'আকূতি', মূর্ধন্য পরিণামে 'ড়', দ্র, 'ঈড়ে' (১৫), বর্ণলোপের পরিপূরণকল্পে দীর্ঘ স্বর প্রত্যাশিত; একজায়গায় শুধু

পাওয়া যাচ্ছে—'অগ্নিমস্তোষি....' ঈল.া যজধ্যৈ ৮।৩৯।১ ; নিরুক্তকার 'ঈল.' এবং ইল.া'কে একই ধাতু হতে ব্যুৎপাদন করে বলছেন, 'ঈট্টেঃ' স্তুতিকর্মণঃ, 'ইন্ধতের্বা' (৮।৮) ; 'ঈল.ঃ' নিঘন্টুতে অগ্নি (যদিও আপ্রীসূক্তগুলিতে ঠিক এইরূপটি পাওয়া যায় না) ; সুতরাং 'ইল.া' অথবা 'ঈল.া' অগ্নিশক্তি—এই সাম্যটুকু লক্ষণীয়। নিঘন্টুতে ইল.া 'পৃথিবী' (১।১), 'বাক্' (১।১১), অন্ন (২।৭), গো (২।১১)। আপ্রীসূক্তের 'তিস্রো দেব্যঃ'দের অন্যতমা 'ইল.া'। উদ্ধরণ হতে দেখতে পাচ্ছি, ইল.ার আধ্যাত্মিক এবং অধিদৈবত দুটি রূপ। আধ্যাত্মিক ইল.া 'এষণা, আকূতি, অভীপ্সা' (এই অর্থে বহুবচনে প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে ; নিঘন্টুর বাক্ অর্থও এরই মধ্যে আসছে)—তাতে আগুন জ্বলে, উৎসর্গ সম্ভবপর হয়, আধারে চেতনা স্ফুরিত হয়,—অগ্নি তার পুত্র, রুদ্র বা পূষা তার পতি। দেবী 'ইল.া' এই অভীপ্সারই সিদ্ধিরূপিণী—তিনি জ্যোতির্ময়ী (ঘৃতহস্তা, ঘৃতপদী), আলোকযূথের জননী, দ্যুলোক হতে নির্ঝরিতা, মানুষের প্রশাস্ত্রী। আধারে ইল.ার বিশিষ্ট স্থান যেখানে (ইল.া য়াস্পদে, ইল.স্পদে), সেইখানে অগ্নির জন্ম হয়, সুতরাং ইল.া আবার অগ্নিমাতা। এই ইল.ার গভীরেই গুহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—তাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্তের দেবতা। এই যে 'ইল.ায়াস্পদ', তাই আবার পৃথিবীর নাভি বা কেন্দ্র (তু. উপনিষদের 'জ্যোতিরিবাধূমক....মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি')। দু'জায়গায় 'ইল.া'র সংযমনের কথাও পাওয়া যাচ্ছে।....ইল.া প্রযাজ আর অনুযাজের মধ্যে প্রধান আহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ইল.া মনুকন্যা (১।৮।১।৮, ১১।৫।৩।৫), আবার মিত্রাবরুণেরও কন্যা (১।৮।১।২৭, ১৪।৯।৪।৭) ; অর্থাৎ ইল.া মানবী এবং দিব্যা দুই-ই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবীযজ্ঞানূকাশিনী'—মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা, উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত (১।১।৪।৪)। এই

হতেই সোমযাগের শেষে 'ইড়া'-ভক্ষণ দ্বারা দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের বিধান ; তাই গীতার 'যজ্ঞশিষ্ট' অমৃত, যার অশনে আমরা পাপমুক্ত হই (৩।১৩)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তন্ত্রে 'ইড়া' চন্দ্রনাড়ী বা অমৃতবাহিনী। আবার ইল.া পুরুরবার মাতা ; পুরুরবা আলোকপিয়াসী মানবাত্মার প্রতীক (১০।৯৫।১৮) তিনটি দেবীর মধ্যে ভারতী দ্যুলোকের, সরস্বতী অন্তরিক্ষের, অতএব ইল.া পৃথিবীর শক্তি (তু. ইল.া শতহিমা দক্ষসে ২।১।১১)।] মোটের উপর ইল.া পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর। তিনি মানবী এবং মৈত্রাবরুণী দুইই।

পুরুদংসম্ — [তু. অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ ১।৩।২, ৬।৬৩।১০, ৭।৭৩।১, ৮।৯।৫, ৮।৮৭।৬।

'দংস্' — (< √দম্, দম 'গৃহ' ; তু. Gk. domos, O. Bulg, domu 'a house', Gk. demein 'to build', Goth. timrjan 'to build' < Aryan base * dema 'to build') (নির্মাণশক্তি। নিঘ. 'কর্ম' (২।১) নিটোল অথবা বিচিত্র রূপকৃৎ শক্তি যাঁর। ইল.ার বিশেষণ।

গোঃ সনিম্—['গো'—(তু. Lat. bos ; Gk. bous, O. Slav. govendo, 'ox' < Ar. * gwous)। বহুবচনে কিরণবাচী। তা ছাড়া যাস্ক এই অর্থগুলি দিচ্ছেন: 'গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্....অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব....অথাপি এতস্যাং তাদ্ধিতেন কৃত্স্নবন্নিগমা ভবন্তি পয়সঃ....অধিষবণচর্মণ....অথাপি চর্ম চ শ্লেষ্মা চ....অথাপি স্নাব চ শ্লেষ্মা চ....জ্যাপি গৌরুচ্যতে....আদিত্যোহপি গৌরুচ্যতে অথাত্রাপি অস্য একো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে "সুষুম্ণো সূর্যরশ্মিঃ" ইত্যপি নিগমো ভবতি (বা. স. ১৮।৪০) সোহপি গৌরুচ্যতে....সর্বেহপি রশ্ময়ো গাব উচ্যন্তে' (২।৫-৬)। আবার 'গৌঃ' বাক্ (নিঘ. ১।১১), দ্যুলোক এবং আদিত্য (নি.

১।৪), স্তোতা (নিঘ. ৩।১৬)। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ অর্থে 'গৌঃ' পশু এবং সেই উপলক্ষে তার দুধ, চামড়া, স্নায়ু এবং আঁত। কিন্তু প্রতীকী অর্থে 'গৌঃ' আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি এবং পৃথিবী ; আবার মাধ্যমিকা বাক্ এবং স্তোতা—অর্থাৎ গৌঃ ত্রিভুবনরূপিণী এবং জীবাত্মা। এই হল গৌ-র শক্তিরূপ। শিবরূপে তিনি বৃষভ। বৃষভ আর ধেনু দুটি মিলে আদি মিথুন। গৌ যখন জীবাত্মা, তখন দেবতা 'গোপা'—পুরাণে 'গোপাল'। আবেস্তাতেও গৌঃ Soul of Earth (গাথা আহুনবৈতি)।....গোর সঙ্গে আলোর সম্পর্ক কি করে ঘটল ? এই ছবিটি মনে আসে। ভোর হয়েছে, আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘের 'পরে ভোরের আলো পড়ে বিচিত্র রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলছে। উষা আসছেন, তাঁর বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫)—অরুণবর্ণা গাভীরা। নীচে তাকাও, ভোর হতেই নানা রঙের গরু মাঠে চরতে বেরিয়েছে ; উপরের আকাশও ঠিক এই সময় হয়েছে একটা বিরাট গোচারণের মাঠ। এখানকার গাভীরা মৃন্ময়ী, ওখানকার জ্যোতির্ময়ী। তাই থেকে গো আলোর প্রতীক। গরুর দুধ শাদা, ও যেন আলোর ধারা। আদিত্য যদি গৌঃ, তাহলে তাঁর এক-একটি কিরণ জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদেরও করছে গৌঃ ; আদিত্য বা বিষ্ণু তখন 'গোঃ-পা' আর জীব গো। তার চিন্ময় শুভ্রসত্তাই গো। গোর শান্ত চলন আর অশ্বের ক্ষিপ্রগতি এই দুটি বৈশিষ্ট্য হতে আবার গো হল প্রজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য—আর অশ্ব হল ওজঃ (১০।৭০।১০), ক্ষাত্রশক্তি। সাম্য অনেক দূর টানা যায় ; যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার গরুর, আর যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়ের চাই ঘোড়া। কিন্তু যুদ্ধ ব্রাহ্মণকেও করতে হয়—বাইরে নয় অন্তরে। তখন তাঁরও ক্ষত্রশক্তির প্রয়োজন। দেবতার কাছে তাই তিনি শুধু গো চান না, চান অশ্বও। অঙ্গিরোগণ তপঃশক্তিতে এখানে গোর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, এমন কথাও আছে (দ্র. গোসূক্ত ১০।১৬৯)।

'সনি' — √সন্ 'ছিনিয়ে নেওয়া, অধিকার করা, পাওয়া' + ই; তু. সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ ৮।১২।১২ ; ১।১৮।৬, ১।২৭।৪, ২।৩৪।৭, ৫।২৭।৪, ৬।৬১।৬, ৬।৭০।৬, ৯।৩২।৬) যিনি ছিনিয়ে আনেন] আলোতে পৌঁছে দেবেন যিনি, আলোকে পাইয়ে দেবেন যিনি। ইল.ার বিশেষণ। সমস্ত রূপ 'গোসনঃ, গোসনিঃ, গোসাঃ।'

শশ্বত্তমম্ — [ক্রি. বিণ.] চিরকাল। নিজেকে আহুতি দিয়েছে যে, তার অমৃতের এষণা যেন হয় অফুরন্ত, অজস্র আলোকবিতানে সমুজ্জ্বল।

সূনুঃ তনয়ঃ—এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে। শুধু বংশ-বিস্তার তার লক্ষ্য নয় ; ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রৈষণার লক্ষ্য। 'আমাদের কুলে অব্রহ্মবিৎ যেন না হয়', এ-কামনা উপনিষদের ঋষির ছিল (দ্র. কৌষীতকী উপনিষদের 'পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদানম্')। এই ভাবধারা তন্ত্রেও আছে। এক পুরুষের সাধনার ধারা চলে আর-এক পুরুষে, অবশেষে সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে বংশলোপ হয়।

বিজাবা — [পদপাঠ : বিজা-বা। অনন্য প্রয়োগ] 'প্রজা' আর 'বিজা' দুইই সন্ততিকে বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রজা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, বিজা বোঝায় নিবৃত্তি। 'বিশিষ্ট প্রজা' এই অর্থেও 'বিজা' হতে পারে। মনে হয়, তন্ত্রের সেই সিদ্ধবংশলোপের ধ্বনি। এই ঋক্‌টি পরবর্তী কয়েকটি অগ্নিসূক্তেরই ধুয়া।

হে তপোদেবতা, নিঃশেষে তোমায় আমার সব দিয়েছি, এবার আমার মধ্যে প্রবাহিত কর সেই অমৃতবাহিনী চেতনার মুক্তধারা, যার কূলে-কূলে বিচিত্র চিন্ময় রূপায়ণের মেলা, দ্যুলোকদ্যুতির সাগরসঙ্গমে যার চলার অবসান।....আর তোমার কল্যাণভাবনা এই করুক—আমাদের সন্তান যেন এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলে যতক্ষণ না সিদ্ধজীবনের আবির্ভাব হয় আমাদের কুলে :

হে তপের শিখা, বিচিত্র-রূপকৃৎ জ্যোতিরবগাহিনী ইলাকে
শাশ্বতকাল ধরে সিদ্ধ কর তার মাঝে—তোমায় যে ডেকে চলেছে।
হয় যেন আমাদের সন্তান সাধনধারার বাহক, সিদ্ধপুত্রের পিতা—
হে তপোদেবতা, এই তোমার কল্যাণভাবনা থাকুক আমাদের মাঝে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

ত্রয়োবিংশ সূক্ত

১

নির্মথিতঃ সুধিত আ সধস্থে যুবা কবিরধ্বরস্য প্রণেতা।
জূর্যৎস্বগ্নিরজরো বনেষ্বত্রা দধে অমৃতং জাতবেদাঃ।।

নির্মথিত— (১-এ) আপন দেহকে অধরারণি আর প্রাণকে উত্তরারণি করে ধ্যান দ্বারা অগ্নিনির্মন্থনের কথা উপনিষদে আছে। প্রশান্ত আত্মসত্তায় উপর হতে শক্তিপাতকে গ্রহণ করা তার সঙ্কেত। শক্তি নামবে 'সীয়ানং নিদার্থ'—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে, যে-পথে আগে থেকেই সে আধারে নেমে এসেছিল।

সুধিত— (১-এ) সুনিহিত, নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত।

সধস্থ— (৭-এ) যে-কোনও চক্রে (৩।২০।২) এসে শক্তি স্থির হচ্ছে—ভ্রূমধ্যে, কণ্ঠে, হৃদয়ে বা নাভিতে।

'যুবা কবিঃ'— অভীপ্সার মাঝে আছে তারুণ্য আকৃতি আর বোধিদৃষ্টির স্বচ্ছতা, তাই অগ্নি যুবা এবং কবি। আগুন উপর থেকে নেমে আসছে যেমন, তেমনি নীচের থেকে উঠেও যাচ্ছে। বৃহৎকে ধারণ করতে হবে জীবচেতনাকে উন্মুখ করে'। অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা সহজপথের দিশারী (অধ্বরস্য প্রণেতা)।

'জূর্যৎসু বনেষু'— আগুন দিয়ে জারিত ইন্ধনের মাঝে। 'বন' কামনা, ইন্ধন। পৃথিবীর বুকে অপ্‌, মাটির গভীরে প্রাণ, দেহের মাঝে জীবনীশক্তি। সেই শক্তি মাটি ফুঁড়ে উপরপানে উঠছে ওষধি

হয়ে, তার মাঝে আগুন লুকানো আছে। জীবনের অপ্রবুদ্ধ আকূতিবাহী ওষধিই 'বন', তাকে আগুন করে তোলাই সাধনার উদ্দেশ্য। আগুনও কামনা ; কিন্তু সে দিব্যকামনা, মর্ত্যের কামনাকে পুড়িয়ে দিয়ে প্রাণের অন্তরিক্ষকে তাতিয়ে দ্যুলোকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অমৃত— (২-এ) [হিরণ্য (নিঘ. ১।২) , উদক (১।১২) ; হিরণ্য দিব্য চেতনা, উদক প্রাণশক্তি] মৃত্যুহীন চিন্ময় প্রাণ।

বারবার ধ্যাননির্মন্থনদ্বারা এই আধারের যজ্ঞবেদিতে নামিয়ে এনেছি চিদগ্নির শিখাকে, তাকে অচল প্রতিষ্ঠ করেছি অনাহতের কর্ণিকায়। আকূতিতে টলমল তারুণ্যের স্বচ্ছ শিখা সহজের ঋজুপথে দিশারী হয়েছে আমার উত্তরায়ণের অভিযানে। আগুন লেগেছে অপ্রবুদ্ধ কামনার বনে, শিথিল হয়ে পড়ছে তার কঠিন বন্ধন ; আমার জন্মবিবর্তনের সাক্ষী এই অভীপ্সার অজর শিখা মৃত্যুহীন চিন্ময় প্রাণকে আহিত করেছে এই আধারে :

নির্মন্থন দ্বারা সুনিহিত করা হয়েছে তাঁকে চক্রনাভিতে, —
তিনি যুবা এবং কবি, ঋজু অভিযানের দিশারী।
তাঁর তেজে জারিত কামনার বনে অজর অগ্নি
এই আধারে আহিত করলেন অমৃতচেতনাকে—জন্মবিবর্তনের সাক্ষী তিনি।।

২

অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষম্।
অগ্নে বি পশ্য বৃহতাভি রায়েষাং নো নেতা ভবতাদনু দ্যূন্।।

অমন্থিষ্টাম্— [√ মন্থ + লুঙ্ তাম] দুজনায় মন্থন করেছেন।

ভারত— (১-দ্বি) ভরতবংশীয়।

রেবৎ— (ক্রি. বিণ) মহাবেগে, জোরের সঙ্গে।

দেববাত— (১-এ) দেবতার দ্বারা সম্ভুক্ত, দেবাবিষ্ট (৩।২০।২)। 'দেববাত' আর 'দেবশ্রবাঃ' দুটি ঋষির নাম।

দেবশ্রবাঃ— (১-এ) পরমদেবতার 'শ্রবঃ' বা আন্তরপ্রত্যক্ষ আছে যাঁর।

'শ্রবঃ' শ্রুতি—হৃদয়ে তাঁর বাণী শুনি—মহাশূন্যের মাঝে প্রণবের ঝঙ্কাররূপে। এ-শোনা সমাধিতে—মেধার দ্বারা। তার চিন্ময় রেশ ব্যুত্থানেও থাকে, তাই 'স্মৃতি'। মনের এলাকায় নেমে এলে তা 'তর্ক'।

সুদক্ষ— (২-এ) অনায়াসে নবসৃষ্টির প্রবর্তক।

অভি বি পশ্য— ভাল করে তাকাও আমাদের দিকে। অন্যত্র অগ্নিকে বলা হয়েছে 'নৃচক্ষা' (৩।২২।২)।

'বৃহতা রায়া'— বৃহৎ সংবেগ নিয়ে। অভীপ্সার আগুনই চিত্তে বেগ সঞ্চার করে।

'ইষাং নেতা'— এষণার দিশারী।

'অনু দ্যুন্'— দিনের পর দিন। শুধু দিনের আলোয় তাঁর অভিযান।

দেববাত আর দেবশ্রবাঃ, ভরতবংশের দুটি সাধক, মহাবীর্যে মন্থন করে' চিদগ্নিকে জাগিয়ে তুলেছেন আধারে—নবসৃষ্টির অনায়াস প্রবর্তকরূপে।... হে তপোদেবতা, তোমার গভীর দৃষ্টি হানো আমাদের 'পরে, আনো অভীপ্সার দুর্বার প্লাবন, আমাদের অতন্দ্র এষণার দিশারী হয়ে চল দিনের আলোয় থরে-থরে :

মন্থন করলেন মহাবেগে চিদগ্নিকে ভরতবংশের
দেবশ্রবাঃ আর দেববাত—মন্থন করলেন 'সুদক্ষ'কে।

হে তপোদেবতা, ভাল করে চেয়ে দেখ আমাদের পানে বৃহৎ সংবেগ নিয়ে, — আমাদের এষণার দিশারী হও দিনের পর দিন।।

৩

দশ ক্ষিপঃ পূর্ব্যং সীমজীজনন্ত্‌ সুজাতং মাতৃষু প্রিয়ম্‌।
অগ্নিং স্তুহি দৈববাতং দেবশ্রবো যো জনানামসদ্বশী।।

'দশ ক্ষিপঃ'— 'ক্ষিপ্‌' আঙুল (নিঘ. ২।৫)। দু'হাত দিয়ে ধরে মন্থন করতে হয়, তাই দশটি আঙ্গুলের প্রসঙ্গ।

সীম্‌— (সর্বনাম) তাঁকে।

পূর্ব্য— (২-এ) প্রাক্তন, চিরন্তন। তাই তিনি 'মাতৃষু সুজাতম্‌'— অনায়াসে আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বপ্রাণের সমুদ্রে। অপ্‌-এরাই তাঁর মা।

'দৈববাতম্‌ অগ্নিম্‌'— চিন্ময় অগ্নি, অভীপ্সার দেবযানী শিখা। দ্র. ৩।২০।২ ।

'যো জনানাম্‌ অসৎ বশী'— বিশ্বজনের ঈশান হবেন যিনি। **একজনের মধ্যে আগুন জ্বললে আর দশজনকে সে টেনে আনে— অধ্যাত্মজগতের এই আইন।**

বিশ্বপ্রাণের সমুদ্রদোলায় অনায়াসে এই চিদগ্নির আবির্ভাব। জীবসত্ত্বরূপে তিনি চিরন্তন, তিনি আমাদের প্রিয়, আমাদের আত্মস্বরূপ। সাধনবীর্যে তাঁকে প্রদীপ্ত করা হল এই আধারে।... দেবশ্রবাঃ, পরমদেবতার আবেশবাহী তোমার অন্তর্নিহিত এই অগ্নিশিখা ; তাঁর ভাবনায় গানে-গানে উচ্ছ্বসিত হোক তোমার কবিহৃদয়। তোমার মাঝে থেকেই বিশ্বজনের নিয়ন্তা হবেন তিনি :

দশটি আঙ্গুল সেই চিরন্তনকে জন্ম দিল—

অনায়াসে আবির্ভূত যিনি মায়েদের মাঝে, আমাদের যিনি প্রিয়।

এই অগ্নি দেবাবিষ্ট ; তাঁর স্তুতি গাও, দেবশ্রবাঃ,—

যিনি বিশ্বজনের হবেন নিয়ন্তা।।

৪

নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইল.ায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।

দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি।।

'বরে আ পৃথিব্যাঃ ইল.ায়াস্পদে'— 'পৃথিবী' পার্থিব চেতনার বাহন এই আধার। 'ইল.া' দ্যুলোকাভিমুখী আকৃতি, 'ইষ্' বা এষণার সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধও আছে (দ্র. ৩।১।২৩)। 'ইল.ায়াস্পদ' হৃদয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশ। 'বর' বা শ্রেষ্ঠ ইল.াপদ হল মূর্ধা, তন্ত্রের সহস্রার, যাজ্ঞিকের উত্তরবেদি। অগ্নিকে সেখানে নিহিত করার আর-এক নাম **শিরোব্রত**—যার উল্লেখ মুণ্ডক উপনিষদে আছে।

সুদিনত্ব— (৭-এ) [দিন < √ দী (ঝলমল করা)] আলোর ঝলমলানি। আগুন যখন সহস্রারে উঠবে, তখন আর মেঘ থাকবে না কোথাও, সব চিন্ময় হয়ে যাবে।

'মানুষে'— মানুষের মাঝে।

'দৃষদ্বত্যাং আপয়ায়াং সরস্বত্যাম্'— তিনটি নদীর নাম। পুরাবিদদের মতে থানেশ্বরের পাশ দিয়ে এরা বয়ে যেত। আপয়ার উল্লেখ আর কোথাও নাই, অনুমান হয় দৃষদ্বতী আর সরস্বতীর মাঝামাঝি

ছোট্ট একটি নদীর নাম ছিল আপয়া। এইখানে বৈদিক ত্রিবেণীর সন্ধান পাচ্ছি। পৃথিবীতে যা নদী, দেহে তা নাড়ী। নদী জলের ধারা, বয়ে নিয়ে চলে সমুদ্রের পানে, নাড়ী বয়ে নেয় প্রাণের স্রোত। দৃষদ্বতী আর সরস্বতী মনুর মতে দুটি দেবনদী। 'দৃষদ্' [< √ দৃ (ষ) 'বিদীর্ণ করা'] অর্থে পথের। ইন্দ্রের বজ্র আঁধারকে বিদীর্ণ করে, কাজেই বজ্র ও দৃষদ্ দৃষদ্বতীর তান্ত্রিক অনুপদ তাহলে 'বজ্রানী'—আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশক্তি। সরস্বতী যে চিত্রাণী—আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি, তার উল্লেখ বেদেই আছে ('চিত্রং কন্যা..... ')। তন্ত্রের মতে সরস্বতী মধ্য নাড়ী। বজ্রানীর মাঝে চিত্রাণী—এই অর্থে তা সঙ্গত। কিন্তু নাড়ী-সংস্থানের সাধারণ বর্ণনায় মধ্যনাড়ী সুষুম্না। পিঙ্গলার সূক্ষ্মরূপ বজ্রানী, আর ইড়ার সূক্ষ্মরূপ চিত্রাণী—এ-ভাবনা সঙ্গত। 'আপয়া' তাহলে কী? ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার ত্রিবেণী ধরলে আপয়া সুষুম্না ; আর বজ্রানী-চিত্রাণী-ব্রহ্মনাড়ীর ত্রিবেণী ধরলে আপয়া ব্রহ্মনাড়ী বা আকাশগঙ্গা—মহাশূন্যে চেতনার উজানধারা। 'আপয়া'—শব্দের অর্থ মনে হয় প্লাবন।

রেবৎ— বিপুল বেগে।

এই পার্থিব আধারে, দ্যুলোকাভিসারিণী এষণার পরম অধিষ্ঠান যেখানে, সেই মূর্ধন্য-মহাকাশে নিহিত করেছি তোমায় আমি, —মেঘ কেটে যাক, আলো ঝলমল হোক্ আমার দিনগুলি। হে তপোদেবতা, তীব্র সংবেগে জ্বলে ওঠ তুমি মানুষের মাঝে—তার বজ্রানী চিত্রাণী আর ব্রহ্মনাড়ীর কুহরে-কুহরে বইয়ে দাও জরামৃত্যুদহন তোমার জ্বালা :

গভীরে তোমায় নিহিত করেছি এই পৃথিবীতে নিগূঢ় এষণার পরম পদে :

আলোর ঝলমলানি আসুক আমার দিনগুলিতে।

মানুষের মাঝে, তার 'দৃষদ্বতী' 'আপয়া'

আর চিত্রাণীতে, হে শিখা, বিপুল বেগে জ্বলে ওঠ।।

৫

ইল.াম্ অগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ

শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।

স্যান্ নঃ সূনুস্ তনয়ো বিজাবা

হগ্নে সা তে সুমতির্ ভূত্বস্মে।।

ইল.াম্ — [রূপভেদ 'ইড়্'। তু. *ত্বমিল.া শতহিমাসি দক্ষসে ২।১।১১ ; ইল.া দেবৈ র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ৩।৪।৮, ৭।২।৮ ; ইল.া যেষাং (সিদ্ধানাং) গণ্যা ৩।৭।৫ ; ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেল.া ৩।৫৫।১৩ ; তস্মা ইল.া পিন্বতে বিশ্বদানীম্....যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি ৪।৫০।৮ ; *ইল.া যূথস্য মাতা ৫।৪১।১৯ ; যেষামিল.া ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ অপি প্রাতা নিষীদতি ৭।১৬।৮ ; অস্য প্রজাবতী গৃহে হসশ্চন্তী দিবে-দিবে, ইল.া ধেনুমতী দুহে ৮।৩১।৪ ; ইল.া দেবী ঘৃতপদী ১০।৭০।৮ ; ইল.া মনুস্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী ১০।১১০।৮ ; হব্যা মানুষাণামিল.া কৃতানি ১।১২৮।৭ ; *অগ্ন ইল.া সমিধ্যসে ৩।২৪।২; *নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেল.া সহস্কৃত ৩।২৭।১০ ; যো রায়ামানেতা য ইল.ানাম্ (সোমঃ) ৯।১০৮।১৩ ; সং নো মিমিক্ষা 'সমিল.াভিরা' ১।৪৮।১৬ ; আ ন ইল.াভির্বিদথে....সবিতা দেব এতু ১।১৮৬।১ ; *কস্মৈ সস্রুঃ....ইল.াভির্বৃষ্টয়ঃ সহ ৫।৫৩।২ ; অগ্নয়ে দাশেম পরীল.াভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ ৭।৩।৭ ; ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্

(মিত্রাবরুণা) ইল.াভিঃ ৭।৬৫।৪ ; *ইল.াভিঃ সংরভেমহি ৮।৩২।৯ ; ইল.ামকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীম্ ১।৩১।১১; ইল.াং সুবীরাং সুপ্রতুর্তিমনেহসম্ ১।৪০।৪ ; বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েল.াং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ৬।১০।৭ ; *ইল.াং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিম্ অব দিব ইন্বতম্ ৭।৬৪।২ ; *ইল.াং সংযতম্ ৭।১০২।৩, ৯।৬২।৩ ; ইল.ায়ষ্পদে ৩/২৩/৪ *ইল.ায়াস্পুত্রো বয়ুনেহজনিষ্ট (অগ্নিঃ) ৩।২৯।৩ ; *ইল.ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি...নি ধীমহ্যগ্নে ৩।২৯।৪ ; অরুষে জাতঃ পদ ইল.ায়াঃ ১০।১।৬ ; *যোনিমৃত্বিয়মিল.ায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ (অগ্নি) ১০।৯১।৪ ; *অধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেল.াস্বন্তঃ ৫।৬২।৫ (৬) ; *বর্ধেথাং গীর্ভি'রিল.য়া মদন্তা' ৩।৫৩।১; ইল.য়া সজোষাঃ (অগ্নিঃ) ৫।৪।৪; ইল.াস্পদে ১।১২৮।১, ২।১০।১, ৬।১।২, ১০।১৯১।১ ; ইল.স্পতিং (রুদ্রম্) ৫।৪২।১৪ ;—(পূষা) ৬।৫৮।৪ ; *ইন্দ্রপানম্ ঊর্মিং....ইল.ঃ (অপাম্) ৭।৪৭।১ ; সহস্রার্ঘম্ ইলে.া অত্র ভাগং ....ধেহি ১০।১৭।৯। <*√ যজ্ (দ্), *ইষ্ (দ্) ; মৌলিক অর্থ হবে 'ভাবনা' বা 'আকূতি', মূর্ধন্য পরিণামে 'ড়', দ্র, 'ঈড়ে' (১৫), বর্ণলোপের পরিপূরণকল্পে দীর্ঘ স্বর প্রত্যাশিত; একজায়গায় শুধু পাওয়া যাচ্ছে—'অগ্নিমস্তোষি....' ঈল.া যজধ্যৈ ৮।৩৯।১ ; নিরুক্তকার 'ঈল.' এবং ইল.া'কে একই ধাতু হতে ব্যুৎপাদন করে বলছেন, 'ঈট্টেঃ' স্তুতিকর্মণঃ, 'ইন্ধতের্বা' (৮।৮) ; 'ঈল.ঃ' নিঘন্টুতে অগ্নি (যদিও আপ্রীসূক্তগুলিতে ঠিক এইরূপটি পাওয়া যায় না) ; সুতরাং 'ইল.া' অথবা 'ঈল.া' অগ্নিশক্তি—এই সাম্যটুকু লক্ষণীয়। নিঘন্টুতে ইল.া 'পৃথিবী' (১।১), 'বাক্' (১।১১), অন্ন (২।৭), গো (২।১১)। আপ্রীসূক্তের 'তিস্রো দেব্যঃ'দের অন্যতমা 'ইল.া'। উদ্ধরণ হতে দেখতে পাচ্ছি, ইল.ার আধ্যাত্মিক এবং অধিদৈবত দুটি রূপ। আধ্যাত্মিক ইল.া 'এষণা, আকূতি, অভীপ্সা' (এই অর্থে বহুবচনে

প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে ; নিঘন্টুর বাক্ অর্থও এরই মধ্যে আসছে)—তাতে আগুন জ্বলে, উৎসর্গ সম্ভবপর হয়, আধারে চেতনা স্ফুরিত হয়,—অগ্নি তার পুত্র, রুদ্র বা পূষা তার পতি। দেবী 'ইল.া' এই অভীপ্সারই সিদ্ধিরূপিণী—তিনি জ্যোতির্ময়ী (ঘৃতহস্তা, ঘৃতপদী), আলোকযূথের জননী, দ্যুলোক হতে নির্ঝরিতা, মানুষের প্রশাস্ত্রী। আধারে ইল.ার বিশিষ্ট স্থান যেখানে (ইল.া য়াস্পদে, ইল.স্পদে), সেইখানে অগ্নির জন্ম হয়, সুতরাং ইল.া আবার অগ্নিমাতা। এই ইল.ার গভীরেই গুহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—তাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্তের দেবতা। এই যে 'ইল.ায়াস্পদ', তাই আবার পৃথিবীর নাভি বা কেন্দ্র (তু. উপনিষদের 'জ্যোতিরিবাধূমক....মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি')। দু'জায়গায় 'ইল.া'র সংযমনের কথাও পাওয়া যাচ্ছে।....ইল.া প্রযাজ আর অনুযাজের মধ্যে প্রধান আহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ইল.া মনুকন্যা (১।৮।১।৮, ১১।৫।৩।৫), আবার মিত্রাবরুণেরও কন্যা (১।৮।১।২৭, ১৪।৯।৪।৭) ; অর্থাৎ ইল.া মানবী এবং দিব্যা দুইই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবীযজ্ঞানুকাশিনী'—মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা, উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত (১।১।৪।৪)। এই হতেই সোমযাগের শেষে 'ইড়া'-ভক্ষণ দ্বারা দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের বিধান ; তাই গীতার 'যজ্ঞশিষ্ট' অমৃত, যার অশনে আমরা পাপমুক্ত হই (৩।১৩)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তন্ত্রে 'ইড়া' চন্দ্রনাড়ী বা অমৃতবাহিনী। আবার ইল.া পুরুরবার মাতা ; পুরুরবা আলোকপিয়াসী মানবাত্মার প্রতীক (১০।৯৫।১৮) তিনটি দেবীর মধ্যে ভারতী দ্যুলোকের, সরস্বতী অন্তরিক্ষের, অতএব ইল.া পৃথিবীর শক্তি (তু. ইল.া শতহিমা দক্ষসে ২।১।১১)।] মোটের উপর ইল.া পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর। তিনি মানবী এবং মৈত্রাবরুণী দুইই।

পুরুদংসম্ — [তু. অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ ১।৩।২, ৬।৬৩।১০, ৭।৭৩।১, ৮।৯।৫, ৮।৮৭।৬।

'দংস্' — (< √দম্, দম 'গৃহ' ; তু. Gk domos, O. Bulg, domu 'a house', Gk. demein 'to build', Goth. timrjan 'to build' < Aryan base * dema 'to build') (নির্মাণশক্তি। নিঘ. 'কর্ম' (২।১) নিটোল অথবা বিচিত্র রূপকৃৎ শক্তি যাঁর। ইল.র বিশেষণ।

গোঃ সনিম্—['গো'—(তুং. Lat. bos ; Gk. bous, O. Slav. govendo, 'ox' < Ar. * gwous)। বহুবচনে কিরণবাচী। তা ছাড়া যাস্ক এই অর্থগুলি দিচ্ছেন ঃ 'গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্....অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব....অথাপি এতস্যাং তাদ্ধিতেন কৃত্স্নবন্নিগমা ভবন্তি পয়সঃ....অধিষবণচর্মণ....অথাপি চর্ম চ শ্লেষ্মা চ....অথাপি স্নাব চ শ্লেষ্মা চ....জ্যাপি গৌরুচ্যতে....আদিত্যোহপি গৌরুচ্যতে অথাত্রাপি অস্য একো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে "সুষুম্ণো সূর্যরশ্মিঃ" ইত্যপি নিগমো ভবতি (বা. স. ১৮।৪০) সোহপি গৌরুচ্যতে....সর্বেহপি রশ্ময়ো গাব উচ্যন্তে' (২।৫-৬)। আবার 'গৌঃ' বাক্ (নিঘ. ১।১১), দ্যুলোক এবং আদিত্য (নি. ১।৪), স্তোতা (নিঘ. ৩।১৬)। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ অর্থে 'গৌঃ' পশু এবং সেই উপলক্ষে তার দুধ, চামড়া, স্নায়ু এবং আঁত। কিন্তু প্রতীকী অর্থে 'গৌঃ' আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি এবং পৃথিবী ; আবার মাধ্যমিকা বাক্ এবং স্তোতা—অর্থাৎ গৌঃ ত্রিভুবনরূপিণী এবং জীবাত্মা। এই হল গৌ-র শক্তিরূপ। শিবরূপে তিনি বৃষভ। বৃষভ আর ধেনু দুটি মিলে আদি মিথুন। গৌ যখন জীবাত্মা, তখন দেবতা 'গোপা'—পুরাণে 'গোপাল'। আবেস্তাতেও গৌঃ Soul of Earth (গাথা আহুনবৈতি)।....গোর সঙ্গে আলোর সম্পর্ক কি করে ঘটল ? এই ছবিটি মনে আসে। ভোর হয়েছে, আকাশে টুকরো-

টুকরো মেঘের 'পরে ভোরের আলো পড়ে বিচিত্র রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলছে। উষা আসছেন, তাঁর বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫)—অরুণবর্ণা গাভীরা। নীচে তাকাও, ভোর হতেই নানা রঙের গরু মাঠে চরতে বেরিয়েছে; উপরের আকাশও ঠিক এই সময় হয়েছে একটা বিরাট গোচারণের মাঠ। এখানকার গাভীরা মৃন্ময়ী, ওখানকার জ্যোতির্ময়ী। তাই থেকে গো আলোর প্রতীক। গরুর দুধ শাদা, ও যেন আলোর ধারা। আদিত্য যদি গৌঃ, তাহলে তাঁর এক-একটি কিরণ জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদেরও করছে গৌঃ; আদিত্য বা বিষ্ণু তখন 'গোঃ-পা' আর জীব গো। তার চিন্ময় শুভ্রসত্তাই গো। গোর শান্ত চলন আর অশ্বের ক্ষিপ্রগতি এই দুটি বৈশিষ্ট্য হতে আবার গো হল প্রজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য—আর অশ্ব হল ওজঃ (১০।৭০।১০), ক্ষাত্রশক্তি। সাম্য অনেক দূর টানা যায়; যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার গরুর, আর যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়ের চাই ঘোড়া। কিন্তু যুদ্ধ ব্রাহ্মণকেও করতে হয়—বাইরে নয় অন্তরে। তখন তাঁরও ক্ষত্রশক্তির প্রয়োজন। দেবতার কাছে তাই তিনি শুধু গো চান না, চান অশ্বও। অঙ্গিরোগণ তপঃশক্তিতে এখানে গোর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, এমন কথাও আছে (দ্র. গোসূক্ত ১০।১৬৯)।

'সনি' — √সন্ 'ছিনিয়ে নেওয়া, অধিকার করা, পাওয়া' + ই; তু. সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ ৮।১২।১২; ১।১৮।৬, ১।২৭।৪, ২।৩৪।৭, ৫।২৭।৪, ৬।৬১।৬, ৬।৭০।৬, ৯।৩২।৬) যিনি ছিনিয়ে আনেন] আলোতে পৌঁছে দেবেন যিনি, আলোকে পাইয়ে দেবেন যিনি। ইল.ার বিশেষণ। সমস্ত রূপ 'গোসনঃ, গোসনিঃ, গোসাঃ।'

শশ্বত্তমম্ — [ক্রি. বিণ.] চিরকাল। নিজেকে আহুতি দিয়েছে যে, তার অমৃতের এষণা যেন হয় অফুরন্ত, অজস্র আলোকবিতানে সমুজ্জ্বল।

সূনুঃ তনয়ঃ—এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে। শুধু বংশ-বিস্তার

তার লক্ষ্য নয় ; ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রৈষণার লক্ষ্য। 'আমাদের কুলে অব্রহ্মবিৎ যেন না হয়', এ-কামনা উপনিষদের ঋষির ছিল (দ্র. কৌষীতকী উপনিষদের 'পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদানম্')। এই ভাবধারা তন্ত্রেও আছে। এক পুরুষেৰ সাধনার ধারা চলে আর-এক পুরুষে, অবশেষে সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে বংশলোপ হয়।

বিজাবা — [পদপাঠ : বিজা-বা। অনন্য প্রয়োগ] 'প্রজা' আর 'বিজা' দুইই সন্ততিকে বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রজা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, বিজা বোঝায় নিবৃত্তি। 'বিশিষ্ট প্রজা' এই অর্থেও 'বিজা' হতে পারে। মনে হয়, তন্ত্রের সেই সিদ্ধবংশলোপের ধ্বনি। এই ঋক্‌টি পরবর্তী কয়েকটি অগ্নিসূক্তেরই ধুয়া।

হে তপোদেবতা, নিঃশেষে তোমায় আমার সব দিয়েছি, এবার আমার মধ্যে প্রবাহিত কর সেই অমৃতবাহিনী চেতনার মুক্তধারা, যার কূলে-কূলে বিচিত্র চিন্ময় রূপায়ণের মেলা, দ্যুলোকদ্যুতির সাগরসঙ্গমে যার চলার অবসান।....আর তোমার কল্যাণভাবনা এই করুক—আমাদের সন্তান যেন এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলে যতক্ষণ না সিদ্ধজীবনের আবির্ভাব হয় আমাদের কুলে :

হে তপের শিখা, বিচিত্র-রূপকৃৎ জ্যোতিরবগাহিনী ইলাকে
শাশ্বতকাল ধরে সিদ্ধ কর তার মাঝে—তোমায় যে ডেকে চলেছে।
হয় যেন আমাদের সন্তান সাধনধারার বাহক, সিদ্ধপুত্রের পিতা—
হে তপোদেবতা, এই তোমার কল্যাণভাবনা থাকুক আমাদের মাঝে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

চতুর্বিংশ সূক্ত

১

অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিমাতীরপাস্য।

দুষ্টরস্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে।।

পৃতনা— (২-ব) [√ স্পৃ, স্পৃৎ, পৃৎ (লড়াই করা, জয় করা) + অন + আ] বিরোধ, বাধা।

অভি-মাতি— (২-ব) [অভি + √ মা (মাপা) + তি] চারদিকে ছেয়ে আছে যা, বেড়াজাল। [মাতি = মায়া]

দুষ্টর— (১-এ) [দুস্ + √ তৃ (অভিভূত করা) + অ] দুর্ধর্ষ।

অ-রাতি— (২-ব) [অ + √ রা (দেওয়া) + তি] যে দিতে চায় না, কার্পণ্য।

যজ্ঞবাহস্— (৪-এ) উৎসর্গের ভাবনাকে নিত্য বহন করে চলেছে যে।

হে তপোদেবতা, উৎসর্গের ভাবনাকে নিত্য বহন করে চলেছি জীবনে—আমার 'পরে ঝরে পড়ুক তোমার আলোর প্লাবন, তার বীর্য সুপ্রতিষ্ঠ হোক এই আধারে। আমার পথের যত বাধা গুঁড়িয়ে দাও। ছিন্ন কর আমায় ঘিরে অনৃতের মায়াজাল, শিথিল কর দেববিমুখ কার্পণ্যের বদ্ধমুষ্টি। দুর্ধর্ষ হয়ে জ্বলে ওঠ আমার মাঝে :

হে তপোদেবতা, গুঁড়িয়ে দাও যত বাধা,
চারদিকের মায়াজাল ছিন্ন কর, —
দুর্ধর্ষ তুমি, অভিভূত ক'রে কার্পণ্যকে
আলোর ছটা নিহিত কর উৎসর্গের অতন্দ্র সাধকের মাঝে।।

২

অগ্ন ইল.া সমিধ্যসে বীতিহোত্রো অমর্ত্যঃ।
জুষস্ব সূ নো অধ্বরম্।।

ইল.া— (৩-এ) দ্যুলোকাভিসারিণী এষণার দ্বারা। অমৃতের এষণায় আগুন জ্বলে উঠছে আধারে।

বীতিহোত্র— (১-এ) [বহুব্রীহি] 'বীতি' সম্ভোগের আনন্দ, রসচেতনা, সোম। সোমের আহুতি যাঁর মধ্যে। জীবনের সমস্ত আনন্দকে নিঙ্ড়ে ঢেলে দিতে হবে ঐ লেলিহান শিখার মধ্যে। [তু. শুনহোত্র]।

হে তপোদেবতা, অমৃতের উৎসর্পিণী শিখা তুমি, আমার জীবনের সমস্ত রস নিঙ্ড়ে আহুতি দিয়েছি আজ তোমার মাঝে, আমার লোকোত্তরের এষণা দিয়ে জ্বালিয়ে তুলেছি তোমাকে আজ জীবনবেদিতে। ...এই যে সম্মুখে প্রসারিত দেবযানের ঋজুপথ ; সে-পথ বেয়ে চলাকে মাতাল কর তোমার অগ্নিরসে, হে দেবতা :

হে তপোদেবতা, এষণার দ্বারা জ্বালিয়ে তুলেছি তোমাকে, —
তোমাতে আহুতি দিয়েছি আমাদের আনন্দকে, তুমি মৃত্যুর অতীত।
তৃপ্ত ও নন্দিত হও তুমি আমাদের এই ঋজু-অভিযানের সাধনায়।।

৩

অগ্নে দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনবাহুত।
এদং বর্হিঃ সদো মম।।

দ্যুম্ন— (৩-এ) [< √ দিব্ + √ মন্ > ম্ন] জ্যোতির্ভাবনা। তাই নিয়ে এস, আমার মধ্যে আলোর ভাবনা জাগিয়ে তোল।

হে তপোদেবতা, আলোর পসরা নিয়ে জেগে আছ তুমি আমার মধ্যে, আমার দুঃসাহসের বীর্য হতে তোমার আবির্ভাব, তোমার মধ্যে আহুতি দিয়েছি আমার সব-কিছু। এসো, এই-যে আমার উতলা প্রাণের তীক্ষ্ণ এষণায় আসন পেতেছি তোমার তরে—এইখানে এসে বসো :

হে তপোদেবতা, আলোর পসরা নিয়ে জাগ্রত তুমি,
দুঃসাহসের পুত্র তুমি, তোমাতেই আহুত সব-কিছু;
এই-যে আমার উদগ্র প্রাণের আসন—তারই ’পরে আসন নাও।

৪

অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভি র্দেবেভির্মহয়া গিরঃ।
যজ্ঞেষু য উ চায়বঃ।।

'বিশ্বেভিরগ্নিভিঃ দেবেভিঃ'— প্রতি আধারে-ই আগুন আছে। আজ সবাই জ্বলে উঠুক। বিশ্বদেবতার আবির্ভাব হোক্ আমার উদ্বোধিনী বাণীতে। 'বিশ্বেভিঃ' 'দেবেভিঃ'রও বিশেষণ।

'মহয়'— বিপুল কর, উজ্জ্বল কর।

'চায়বঃ'— পদপাঠে একটি শব্দ ধরা হয়েছে ; কিন্তু বস্তুত 'চ + আয়বঃ'। 'আয়ু' যে চলছে, পথিক, সাধক। তারাও উজ্জ্বল হোক্, বিপুল হোক্।

আমার উদ্বোধনমন্ত্রে আজ আবির্ভূত হও, হে তপোদেবতা—তাকে উজানে তোল, বিপুল কর আধারে-আধারে আগুন জ্বালিয়ে, বিশ্বদেবতাকে সবার মাঝে নামিয়ে এনে! উৎসর্গের সাধনায় অতন্দ্র যারা, তাদেরও মাঝে আনো আলোর প্লাবন :

হে তপোদেবতা, যত আগুন-শিখা
আর বিশ্বদেবতাকে নিয়ে প্রভাস্বর কর আমার বোধন-বাণীকে—
প্রভাস্বর কর তাদের উৎসর্গভাবনার যারা অতন্দ্রসাধক।।

৫

অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্।
শিশীহি নঃ সূনুমতঃ।।

পরীণস— (২-এ) [পরি + √ নস্ (যুক্ত করা, একত্র করা), √ নহ্ (বাঁধা) + অ ; তু. 'উপানহ', 'পরিণাহ' ; প্রভৃত (সা)] চারদিক থেকে গুটিয়ে আনা হয়েছে যাকে, গ্রন্থিবদ্ধ, একাগ্র। সংবেগের মাঝে থাকা চাই বীর্য এবং সমাধি।

শিশীহি— [√ শা (শান দেওয়া) + লোট্ হি] শাণিত কর, তীক্ষ্ণ কর, শরবৎ তন্ময় কর।

সূনুমৎ— (২-ব) সন্ততি সম্পন্ন, প্রত্যয়ের একতানতাযুক্ত। তু. 'প্রজাবতীরিষঃ', 'তোকং তনয়ম্'। সাধারণ ব্যাখ্যা 'পুত্রপৌত্রাদিসহিত' (সা)। বৈদিক রূপকের ভাষায় যজমান অন্নকাম, পশুকাম অথবা প্রজাকাম এবং পরিশেষে স্বর্গকাম। বৈদিক যজ্ঞ সকাম—এই ধারণার মূলে ঐ বৈদিক উক্তি। অন্ন এবং পশুকে বিত্তের মধ্যে ধরে নিয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে কামনাগুলিকে তিনটি এষণায় বিভক্ত করা হয়েছে—বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা এবং লোকৈষণা। তিনটি এষণা হতে মুক্তিই যেখানে মানুষের পুরুষার্থ। এই থেকে চতুর্বর্গের ছক, —অর্থ, কাম সাধারণ মানুষের চাহিদা, ধর্ম আর মোক্ষ উদ্বুদ্ধের। যজ্ঞ বা কর্ম = ধর্ম, এটি মীমাংসকের মত। বস্তুত স্বর্গ আর মোক্ষে কোনও ভেদ না থাকলেও পরবর্তী যুগে একটা ভেদ খাড়া করা হয়েছিল ক্রিয়াবাহুল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষই থাকে—বহিরাবৃত্ত আর অন্তরাবৃত্ত। একদল চায় অনুষ্ঠান, আর-এক দল ভাবনা। কিন্তু অনুষ্ঠানের লক্ষ্য সেই ভাবনাই। বাহ্যপূজা স্বভাবের নিয়মেই পরিণত হয় মানসপূজাতে। তখন বাহ্য ব্যাপার হয় প্রতীকী। বৈদিক অনুষ্ঠান বস্তুতই প্রতীকী। সে-দৃষ্টিতে কাম্য 'অন্ন' অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি—যার বৈদান্তিক নাম—

সাধনসম্পত্তি। অন্নবাচী এবং ধনবাচী সব শব্দগুলিই তাই। আর একটু উঁচুতে উঠলে কাম্য হয় 'পশু'। পশু প্রাণশক্তির প্রতীক একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। দুটি পশু কাম্য—গো আর অশ্ব। একটি আলো, আর-একটি তেজ। তার পরের কাম্য 'প্রজা'। পাণিনি যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশের কথা বলেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার ধারা বজায় থাকুক—এ আকূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। 'কুলে যেন অব্রহ্মবিৎ না জন্মায়।' উপযুক্ত এবং ধারক পুত্র চাই, শিষ্য চাই। বীর ছেলে চাই অনার্যদের ঠেকাবার জন্য—এটা গালগল্পের শামিল। [তু. বিদ্যাসম্প্রদায়—কৌষীতকী উপনিষদ...] অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও সন্ততি চাই। অধিগত বিদ্যার ধারা বজায় থাকা চাই, অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রবোধ চাই ; তার আর এক নাম ধ্রুবা স্মৃতি (ছান্দোগ্য...)। এই ধ্রুবা-স্মৃতিই প্রজা বা সূনু বা তোক-তনয়। প্রথম 'সূনু' বা প্রজা যে আগুন, যার জন্য তাঁর নাম 'সহসঃ সূনুঃ', তার উল্লেখ অনেক জায়গায়।

হে তপোদেবতা, তোমাকে যে সব দিয়েছে, তাকে দাও উত্তরায়ণের তীব্র সংবেগ, আর তার সঙ্গে দাও সমস্ত বাধাকে পরাভূত করবার বীর্য, লক্ষ্যাভিসারিণী শরবৎ তন্ময়তা। ধ্রুবা-স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর আমাদের—অগ্র্যাবুদ্ধির শাণিত ফলক ঝিলিক হানুক তার সূচীমুখে :

হে তপোদেবতা, তোমাকে যে সব দিয়েছে, তাকে দাও তীব্রসংবেগ—
বীর্যের সঙ্গে আর তন্ময়তার সঙ্গে
তীক্ষ্ণ কর ধ্যান-সন্ততির বাহন আমাদের চেতনাকে।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র ও অগ্নি
পঞ্চবিংশ সূক্ত

১

অগ্নে দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা উত বিশ্ববেদাঃ।
ঋধগেদবাঁ ইহ যজা চিকিত্বঃ।।

'দিবঃসূনুঃ'— দ্যুলোকের পুত্র, আলোর কুমার। মানুষের অভীপ্সা দেবতারই বিভূতি।

প্রচেতাস্— (১-এ) ক্রমপ্রসারিত হয়ে চলেছে যাঁর চেতনা ; বিজ্ঞানী। সর্বব্যাপী চেতনা যাঁর, বরুণ। তুরীয়ের আকাশজোড়া আলোই প্রচেতনা।

তনা— [(অব্যয়) তন্ (অনুবৃত্তি) + ৩-এ] নিত্যকাল ধরে।

বিশ্ববেদস্— (১-এ) বিশ্বপ্রজ্ঞ। প্রচেতার আলো বিজ্ঞানময়, বিশ্ববেদার আলো প্রজ্ঞান। একটি দ্যুলোকের—উপর থেকে দেখে সমষ্টিদৃষ্টিতে। আর-একটি পৃথিবীর—এখানে থেকে দেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। অগ্নি যেমন দিব্যচেতনার প্রভাস, তেমনি পার্থিব চেতনার বিকাশও। তাই তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র।

ঋধক্— [< √ ঋধ্ (সমৃদ্ধ হওয়া) ; 'ঋধগিতি পৃথগ্‌ভাবা প্রবচনং ভবতি, অথাপি ঋধ্নোত্যর্থে দৃশ্যতে' (নি. ৪।২৫) ; পৃথকক্রমেণ (সা) ; specially (G.)] সিদ্ধরূপে, ষোলকলায়।

যজ— ফুটিয়ে তোল।

চিকিত্বস্— (সম্বো) [√ চিৎ, কিৎ (চেতন হওয়া কোনও কিছুর সম্পর্কে) + ক্বসু] নিত্যচেতন। অভীপ্সা অনির্বাণ।

হে অভীপ্সার শিখা, দ্যুলোকের জ্যোতিঃপারাবার হতে প্রজাত তুমি, তুমি বিশ্বপ্লাবন চেতনার দীপ্তি ; আবার নিত্যকাল ধরে এই পার্থিব চেতনার বুকে উত্তরজ্যোতির অভীপ্সা, —এখানকার যা-কিছু সবই খুঁটিয়ে জান তুমি। তুমি নিত্যচেতন এষণার আলো, ষোড়শকল মহিমায় বিশ্বদেবতাকে ফুটিয়ে তোল এই আধারে :

হে তপোদেবতা, দ্যুলোকের তনয় তুমি, তুমি 'প্রচেতাঃ',—
আবার নিত্যকাল ধরে পৃথিবীর তনয় তুমি, তুমি বিশ্বপ্রজ্ঞ।

ষোলকলায় বিশ্বদেবতাকে এই আধারে ফুটিয়ে তোল, হে নিত্যচেতন।।

২

অগ্নিঃ সনোতি বীর্যাণি বিদ্বান্ত্ সনোতি বাজমমৃতায় ভূষন্।
স নো দেবাঁ এহ বহা পুরুক্ষো।।

'সনোতি'— (দদাতি (সা) ; bestows (G.)] ছিনিয়ে আনেন জড়ত্বের বুক থেকে বীর্য আর বজ্রশক্তি। অগ্নি বিদ্বান্ রূপে বীর্যাধান করেন। বিদ্যা হতেই বীর্য। তু. 'Wisdom is Power'.

'অমৃতায় ভূষন্'— অমৃতত্বের ভূমিকারূপে। 'ভূষন্' < √ ভূ + সন্ + শতৃ, একটা-কিছু হবার বা করবার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে।

পুরুক্ষু— (সম্বো.) ['পুরে' সব-কিছু 'ক্ষু' অন্ন (< √ খস্, ক্ষ) যাঁর] সর্বভুক, সব আগুন করে তোলেন তিনি।

বিদ্যার শক্তি আছে এই তপোদেবতার মাঝে, —তিনি জানেন কী আমাদের ধ্রুব নিয়তি। তাই অবসাদের বুক থেকে আমাদের তরে তিনি ছিনিয়ে আনেন বীর্য, আনেন বজ্রের তেজ, তিলে-তিলে আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ করেন অমৃতের অধিকার। ... হে দেবতা, তুমি সর্বভুক, আমাদের সব-কিছু আগুন করে তোল, বিশ্বদেবতার দীপ্তি আর শক্তিকে বয়ে আন এই আধারে :

এই তপোদেবতাই ছিনিয়ে আনেন বীর্য যত বিদ্বান হয়ে,

ছিনিয়ে আনেন বজ্রতেজ—অমৃতচেতনার উদ্যাপকরূপে।

সেই তুমি আমাদের এই আধারে বিশ্বদেবতাকে বয়ে আন, হে সর্বভুক।।

৩

অগ্নি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে আ ভাতি দেবী অমৃতে অমূরঃ ।

ক্ষয়ন্ বাজৈঃ পুরুশ্চন্দ্রো নমোভিঃ।।

বিশ্বজন্য— (২-দ্বি) [বিশ্বজন + হিতার্থে য। সায়ণের মতে বহুব্রীহি, 'তৎপুরুষে তু. ক্ষরশ্চিন্তনীয়'। বিশ্বজন = সর্বভূত] বিশ্বভূতের আধার। দ্যুলোক-ভূলোক জীবের পিতামাতা। অমেয় দ্যুলোক, বিপুলা পৃথ্বী ; দুয়ের মাঝে জীবচেতনার খদ্যোতিকা। জীবের অণুত্ব আর বিরাটের মহত্ত্বকে এইভাবে চেতনায় জাগিয়ে রাখতে হবে। তবে অহংকার যাবে, অণু-জীব বৃহৎ হবে।

'দেবী-অমৃতে'— আকাশ আর মাটি দুইই অমৃতের আলোয় ঝলমল। সাধকের দৃষ্টিতে সব চিন্ময়।

অমূর— (১-এ) অমরণধর্মা ; সর্বব্যাপী (৩।১৯।১)।

'ক্ষয়ন্'— [√ ক্ষি (শাসন করা, প্রভুত্ব করা) + শতৃ + ১-এ] সর্বনিয়ন্তা। অথবা < √ ক্ষি (বাস করা), সবার অন্তরে অধিষ্ঠিত। 'বাজৈঃ'র সঙ্গে অন্বিত।

পুরুশ্চন্দ্র— (১-এ) [চন্দ্র 'হিরণ্য' (নিঘ. ১।২)। < √ চন্দ্, ছন্দ্ (প্রকাশিত হওয়া, দীপ্তি দেওয়া)। জ্যোতি] পূর্ণজ্যোতি। আমার প্রণতিতে (নমোভিঃ) অন্তরে ফোটে তাঁর আলো। নিজেকে যতখানি নুইয়ে দিতে পারা যায়, ততই দেবতার প্রকাশ সহজ হয়।

বিশ্বজনের আশ্রয়, নিখিল-জনক-জননী এই দ্যুলোক-ভূলোক আমার দৃষ্টিতে অমৃতের আশ্বাসে আজ ঝলমল। তারই মাঝে এই অভীপ্সার বৈদ্যুতী তার অনির্বাণ দ্যুতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সবার পরে'। আমারই মাঝে এই তপোদেবতা ঝলসে উঠছেন বজ্রের তেজে, পূর্ণিমার আলোয় গলে পড়ছেন আমার প্রণতিতে :

দ্যুলোক-ভূলোক বিশ্বজনের আশ্রয়। এই তপোদেবতা তাঁর আভা

ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই অমৃত-জ্যোতিদের 'পরে অনির্বাণ হয়ে।

এই আধারে তাঁর অধিষ্ঠান বজ্রের শক্তিরূপে, তাঁর আনন্দদীপ্তির পূর্ণতা আমার

প্রণতিতে।।

৪

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্।

অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা।।

'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ'— ['অগ্ন' সম্বোধনে, কিন্তু ইন্দ্র সম্বোধিত হয়েও প্রথমান্ত।] অগ্নি অভীপ্সা, ইন্দ্র দেবতার বজ্রশক্তি। মানুষের পুরুষকার খানিকটা এগিয়ে গেলে তবে দেবতার শক্তির জোগান আসে। পুরুষকার আর দৈব দুয়ে মিলে তখন অন্ধশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে।

দুরোণ— (৭-এ) ['গৃহ' (নি. ৪।৫)। সোম রাখবার তিনটি পাত্রের মধ্যে মাঝেরটিকেও বলে 'দ্রোণ'। < দ্রু 'কাঠ'?] আধার।

সুতবৎ— (৬-এ) সোমলতা নিঙ্ড়ে দিয়েছে যে। অগ্নি পৌরুষ, সোম রসচেতনা। এই চেতনাকে গুটিয়ে আনতে হবে। আনন্দ বাইরে নয়, অন্তরে। 'আমার সকল রসের ধারা। তোমাতে আজ হোক্ না হারা।' কামনার প্রত্যাহারে রসের ধারাকে উজান বইয়ে দিতে হবে। রামকৃষ্ণের বীরাচারের সাধনায় তার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। আর-একটা উদাহরণ কালিদাসের : চাঁদ উঠেছে ; সমুদ্রের বুক দুলে উঠছে মাত্র, অমনি টান পড়ছে ভিতরমুখে। এই নিগ্রহে বাহিরটা মরে যায়, কিন্তু ভিতরটা মাতাল হয়ে ওঠে। তাই দেবতার আনন্দ, তাঁর সুধাপান ('সোম পেয়')।

অমর্ধৎ— (১-দ্বি) [ভা. অমর্ধন্তৌ। < √ মৃধ (অবহেলা করা)] অবহেলা না করে।

হে তপের শিখা, হে বজ্রের দীপ্তি, আমার যা-কিছু সবই তোমাদের দিয়েছি, জীবনের সমস্ত রস নিঙ্ড়ে পূর্ণ করেছি তোমাদের পাত্র। শুধু উৎসর্গের ব্যাকুলতা জ্বলছে এই আধারে। এসো, এসো হে দেবতা, বিমুখ হয়ে ফিরে যেও না দুয়ার হতে—তোমাদের তৃষ্ণা মিটুক্ আমার রিক্ত হৃদয়ের আসব পানে :

হে তপোদেবতা, হে বজ্রসত্ত্ব, সব দিয়েছে যে, তার ঘরে,
নিজেকে নিঙ্ড়ে দিয়েছে যে তার এই উৎসর্গের সাধনায় এসো তোমরা।
হেলা করো না, এসো অমৃত-আসব পানের তরে, হে জ্যোতির্ময়।।

৫

অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ।
সধস্থানি মহয়মান ঊতী।।

'অপাং দুরোণে'— প্রাণপ্রবাহের আধারে। প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলে নাড়ীর ভিতর দিয়ে। সমস্ত নাড়ী একত্র হয়েছে হৃদয়ে—একথা উপনিষদে আছে। নাড়ীর পার্থিব প্রতীক নদী। সব নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। 'হৃদ্য সমুদ্রে'র কথা অন্যত্র আছে, নাড়ীর খাত বেয়ে প্রাণের সমস্ত ধারা এসে মিলেছে সেইখানে। হৃদয়কে চেতনার অন্তরিক্ষ লোক বলা চলে। সোমরস ঢালবার তিনটি পাত্র, আধবনীয় দ্রোণকলস আর পূতভৃৎ। স্পষ্ট এই তিনটি চক্র ; মাঝেরটি হৃদয়, এখানে যাকে বলা হয়েছে 'অপাং দুরোণঃ'। এইখানে আগুন জ্বালাতে হবে।

'সধস্থানি মহয়মানঃ'— প্রত্যেকটি চক্রকে উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত করে। সধস্থ্ নাড়ী-গ্রন্থি—এই ছবিটি এখানে স্পষ্ট।

হে তপোদেবতা, সত্তার গভীরে তুমি চিরন্তন দীপ্তি, আমার জন্ম-বিবর্তনের সাক্ষী তুমি। দুঃসাহসের বীর্য হতে আবির্ভূত হয়েছ, —তোমায় আজ জ্বালিয়ে তুলি আমার হৃদয়-সমুদ্রে, যেখানে এসে মিলেছে প্রাণের সকল ধারা। তোমার অবন্তী শিখায় উদ্ভাসিত কর, বিশাল কর ঊর্ধ্ববাহিনী চেতনার গ্রন্থি যত :

হে তপোদেবতা, প্রাণ-প্রবাহের আধারে তোমায় জ্বালিয়ে তুলি,—

তুমি গহনশায়ী চিরন্তন, হে দুঃসাহসের তনয়, হে জন্মবিবর্তনের সাক্ষী।

চেতনার গ্রন্থি যত উজলে চলেছ শিখার রাখীতে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, মরুৎগণ ও বৈশ্বানর অগ্নি
ষড়্‌বিংশ সূক্ত

১

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্যা হবিষ্মন্তো অনুষত্যং স্বর্বিদম।

সুদানুং দেবং রথিরং বসূয়বো গীর্ভী রণ্বং কুশিকাসো হবামহে।।

বৈশ্বানর— (২-এ) প্রত্যেক মানুষের আধারে নিহিত, সর্বান্তর্যামী।

'মনসা নিচায্য'— ['নিচায্য' < নি + √ চায়্ (লক্ষ্য করা, দেখা, note) : : বাংলা চাহ্ > চাওয়া] মন দিয়ে নিজের গভীরে অনুভব করে। **এই অনুভবের লক্ষ্য সাযুজ্য। দেবতা বাইরে নন, অন্তরে। অন্তরে তাঁর অস্পষ্ট অনুভবকে সুস্পষ্ট করবার জন্যই সাধনা। বেদে দেবতার সঙ্গে সাধকের *communion* নাই, একথা অশ্রদ্ধেয়।**

'অনুষত্যং'— [অনুগতং সত্যেন (সা)] সত্য যাঁর অনুগামী। আধারে আগুন জ্বললে যা সত্য বা ধ্রুব তার প্রকাশ হয়। এই সত্য যে 'স্বর্' বা জ্যোতিঃ, তার ইঙ্গিত পরবর্তী বিশেষণে আছে।

সুদানু— (২-এ) দানে মুক্তহস্ত। দেন আলো আর আনন্দ, কেননা তিনি 'স্বর্বিদ্' এবং 'রণ্ব' (আনন্দময়)। আমরাও 'বসূয়বঃ'-আলোর কাঙাল।

কুশিকের গোত্রে জন্মেছি আমরা অতর্পণ আলোর পিপাসা নিয়ে, —উৎসর্গের তরে তিলে-তিলে প্রস্তুত করেছি নিজেদের, অন্তরের গভীরে বোধির ঝলকে

পেয়েছি তাঁর আভাস। আজ তাই উদ্বোধনমন্ত্রের ঝঙ্কার তুলি চেতনার তন্ত্রে-তন্ত্রে তাঁরই বরে—বিশ্বভূতের যিনি অন্তর্যামী, যাঁর প্রতিস্পন্দে সত্যের ছন্দ, যিনি জোতির্ময় ও আনন্দময়, নিত্যস্ফূর্ত যাঁর দাক্ষিণ্য, অপ্রতিহত যাঁর রথ ছুটে চলেছে দ্যুলোকপানে লোকোত্তরের দীপ্তিকে এই আধারে নামিয়ে আনবে বলে :

বৈশ্বানর সেই তপোদেবতাকে মনের আলোয় দেখেছি আমাদের গভীরে, —

আহুতির উপচার নিয়ে প্রস্তুত আমরা ; সত্য যাঁর অনুগামী, ওপারের আলোকে খুঁজে আনেন যিনি,

দাক্ষিণ্যের নির্ঝর, জ্যোতির্ময়, রথসঞ্চারী, —আলোর কাঙাল কুশিক আমরা বোধনমন্ত্রে সেই আনন্দময়কে করি আবাহন।।

২

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্‌থ্যম্।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্।।

'মাতরিশ্বানং...বৃহস্পতিম্'— মাতরিশ্বা বিশ্বমূল প্রাণস্পন্দ, আর বৃহস্পতি বৃহৎ-চেতনার দিশারী। অগ্নিকে এখানে এই দুই রূপে দেখা হয়েছে। Max Müller এই দৃষ্টিভঙ্গীর নাম দিয়েছেন *Henotheism ;* এযে অব্যবস্থিতচিত্ততার লক্ষণ, এ-খোঁচাটুকু তার মধ্যে আছে। আসলে দেবতা ব্যক্তি নন, ভাবমাত্র। একভাব হতে আর-এক ভাবে সংক্রমণ অধ্যাত্মজগতে একটা সহজ এবং সাধারণ ব্যাপার। এক দেবতায় আর এক দেবতার রূপান্তরের মূলে এই রহস্য।

উক্থ্য— (২-এ) বাকের সাধনা যাঁকে উদ্দেশ করে, মন্ত্রসাধ্য। তু. 'সূক্তভাক্'।

'মনুষো দেবতাতয়ে'— মনস্বী, দেবতার সাযুজ্য পাবে বলে। 'দেবতাতি' বা পরম দেবতার সাযুজ্য-ই আমাদের চরম পুরুষার্থ।

বিপ্র— (২-এ) (আকূতিতে)টলমল। দেবতার জন্যে আমার যে-আকূতি, তা তাঁরই বিভূতি।

অতিথি— (২-এ) যিনি ঘুরে বেড়ান, পথিক। **অগ্নি জাতবেদা এবং অতিথি, —এই দুটি বিশেষণেই জন্মান্তরের ইঙ্গিত।**

রঘুস্যদ্— (২-এ) লঘুগামী, ক্ষিপ্রসঞ্চারী। মনের আগুন ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে দপ্ করে জ্বলে ওঠে শেষকালে।

প্রতি আধারের গহনে জ্বলছে শুভ্র একটি শিখা—উত্তর জ্যোতির আকূতিতে টলমল। কত পথ পেরিয়ে সে এসেছে আজ : নিঃশব্দে শুনেছে কামনার গোপন মর্মর, বিদ্যুতের ঝিলিকে ফুঁসে উঠেছে উপরপানে ; তার লেলিহা অব্যক্তের গভীরে জাগিয়েছে আদিম প্রাণের উদ্বেলন, বৃহতের অভিসারিণী চেতনার হয়েছে দিশারী। অগ্নিমন্ত্রে সেই তপোদেবতাকে আজ করি আবাহন : আমাদের ঘিরে থাকুক তাঁর আলোর ছটামণ্ডল, মানুষকে নিয়ে যাক পরমদেবতার সাযুজ্যের পানে :

সেই শুভ্র শিখাকে আবাহন করি—আমাদের ঘিরে থাকবেন বলে।

বৈশ্বানর তিনি, তিনি মাতরিশ্বা—অগ্নি-মন্ত্রে তাঁর সাধনা।

বৃহস্পতি তিনি—মানুষকে নিয়ে যান দেবতার সাযুজ্যের পানে ;

টলমল, পথিক তিনি—ক্ষিপ্রসঞ্চারী, —শোনেন সব।।

৩

অশ্বো ন ক্রন্দঞ্জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ।।

'ক্রন্দন'— হ্রেষাধ্বনি করে'। যে-কোনও পশুর ডাককে 'ক্রন্দন' বলা হয়। ক্রন্দনের মূল অর্থ চীৎকার করা, 'রোদনেরও' তাই। অগ্নির সঙ্গে এখানে অশ্বের উপমা তাঁর বীর্যকে বোঝাবার জন্যে। এর পরেই 'সুবীর্যং স্বশ্ব্যং'—এই দুটি বিশেষণ লক্ষণীয়।

জনি— (৩-ব) যারা জন্ম দেয়, জননী। দুহাতে অগ্নিমন্থন করতে হয়, তাই দু'হাতের দশটি আঙুল অগ্নির জননী। আগুনের শিখার সঙ্গে আঙুলের সাদৃশ্য আছে; তাই কোথাও শুনি 'আগুন দিয়ে আগুন জ্বালাবার' কথা।

'যুগে-যুগে'— ['প্রতিদিনম্' (সা), *age after age* (G.)] জ্যোতিষে নানারকম যুগের কথা আছে। তার মধ্যে পঞ্চবার্ষিক যুগের বিশেষত্ব আছে। পাঁচবছর পরে একটি মলমাস বাদ দিয়ে চান্দ্র বৎসর আর সৌরবৎসরের সমতা রাখা হয়। আসলে যুগ জ্যোতিষ্কদের যোগাযোগ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম আর সূর্যের যোগকালই যুগ। তন্ত্রে তাকে বলে ইড়া-পিঙ্গলার যোগ। যুগের আর-এক নাম সন্ধি। চন্দ্র-সূর্যের বা অহোরাত্রের নিত্যযোগকাল ভোরে আর সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা নামও এসেছে ঐ থেকে। এই সময় আগুন জ্বালাতে হয়। ধ্যান করতে হয়। বায়ু সুষুম্ণায় বয় যখন, তখন ইড়ার সঙ্গে পিঙ্গলার যোগ ; চিত্ত তখন নির্দ্বন্দ্ব। এই সময় জপ করার বিধি।

'সুবীর্যং স্বশ্ব্যং রত্নম্'— 'রত্ন' ঋতচেতনার দীপ্তি। তু. পতঞ্জলির 'ঋতম্ভরা

প্রজ্ঞা', যা শ্রতপ্রজ্ঞা বা অনুপ্রজ্ঞা হতে পৃথক সাক্ষাৎদর্শনের আলোক। এই আলোকই 'রত্ন'। তার মধ্যে থাকবে বীর্য এবং সংবেগ। অশ্ব এবং রয়ি—দুইই সংবেগ।

'অমৃতেষু জাগৃবিঃ'— দেবতারা অমৃত। **বিষয়ের প্রলয় বা বিপর্যাস ঘটে ; কিন্তু ভাব চিরন্তন। ভাবের স্ফুরণ রূপে ; রূপ মায়া, ভাব অমায়িক। Plato-র *Idea*-র জগৎ আর উপনিষদের বিজ্ঞানের জগতে সাম্য আছে। বিজ্ঞানই দেবলোক। ভাব বা বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে সুপ্ত অর্থাৎ নিত্য অথচ সম্ভাবিত। একমাত্র জেগে আছে অভীপ্সার আগুন—সে-ই আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে স্বোত্তরণের পথে।**

সূর্য-সোমের সন্ধিমুহূর্তে বারবার কুশিকেরা এই বৈশ্বানরকে আধারে জ্বালিয়েছেন আপন জোরে, —তাঁর লেলিহান শিখা গর্জে উঠেছে উপরপানে। আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে নিত্যভাবের শক্তি, জেগে আছে শুধু অভীপ্সার জ্বালা। সেই অনির্বাণ জ্বালাই চেতনায় ফুটিয়ে তুলুক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দীপ্তি—অক্ষুণ্ণ বীর্য আর দুর্বার সংবেগের সুষম ছন্দে :

অশ্বের হ্রেষায় যেন জননীদের দিয়ে জ্বালিয়ে তুলছে

বৈশ্বানরকে কুশিকেরা 'যুগে-যুগে'।

সেই অগ্নি আমাদের মাঝে স্বচ্ছন্দ বীর্য আর সংবেগের সাথে

নিহিত করুন ঋতের দীপ্তি। অমৃতদের মাঝে জেগে আছেন তিনিই।।

৪

প্র যন্তু বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ শুভে সংমিশ্লাঃ পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ববেদসঃ প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যাঃ।।

অগ্নি অভীপ্সার শিখা, আর মরুদ্‌গণ জ্যোতিঃশক্তির ঝড়।
অভীপ্সা উৎশিখ হয়ে যোগযুক্ত হয়েছে বিশ্বশক্তির সঙ্গে,
আর তাইতে আঁধারের পাহাড় টলছে।

'বাজাঃ অগ্নয়ঃ'— বজ্রের শক্তিতে আঁধারকে বিদীর্ণ করতে পারে যে-শিখারা। এক অভীপ্সা তীব্র সংবেগে বহুগুণিত হয়েছে যেন ; তাই বহুবচন।

তবিষী— (৩-ব) জ্যোতিঃশক্তি। মরুদ্‌গণের আভাস এইখানেই পাওয়া যাচ্ছে, —যখন আগুনের বজ্রতেজ আলোর ঝলকে ঝলসে উঠছে।

'শুভে'— [< √ শুভ্ (ঝলমল করা) + (৪-এ)] 'শুভ্' শুভ্রতা, তমসার পরপারে আদিত্যের দীপ্তি। অপর নাম, 'স্বর্', 'জ্যোতিঃ'। এই 'শুভ'-ই পরম দেবতা। এখানে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অধ্যাত্মচেতনার শুভ্রতারূপে। এই ভূমিতে-ও যে-মায়া আছে, তাই পুরাণের 'শুম্ভ-নিশুম্ভ'।

'সংমিশ্লাঃ'— একসঙ্গে মিলে-মিশে। মরুতেরা জ্যোতির্ময় প্রাণশক্তি, — সংখ্যায় ৪৯ ; তাঁদের নানা কাজ। কিন্তু উত্তরায়ণের পথিকের চেতনায় তাঁরা হবেন একতান।

পৃষতী— (২-ব) মরুতের বাহন (নিঘ. ১।১৫)। সায়ণ বলেন এরা 'চিত্রবর্ণা বড়বা' ; Indologist-রা তাই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু

যাস্ক বলেন, মূল ধাতু 'প্রুষ্' (ছিটানো) (নি. ২।২)। সম্প্রসারণের আরও উদাহরণ : মৃদু, বৃথু [তু. বৃক্ষ > পাঞ্জাবী 'রুখ্' ; √ বৃপ্ > রূপ] [√ প্রুষ, প্লুষ, প্লু (ষ) ভাসা, ভাসিয়ে দেওয়া : : Aryan *plów*—, Gk. *pléem* < *plewin* 'to swim, sail', Gk.–*plóos* 'sailing', plohós 'floating' Lat *pluere* 'to rain', *plorare* 'to weep, to stream in the eyes' O.Slav. *plova* 'I swim' O.E. *flowan*, O.N. *floa*] অতএব 'পৃষতী' যারা প্লাবন আনে। বন্যা বহায়। নিসর্গদৃষ্টিতে ঝড়ের মেঘ। এরা মরুদ্‌গণের শক্তি, তাই প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ, যদিও 'পৃষদশ্ব' (দ্র) বিশেষণও আছে। এক জায়গায় আছে, 'বাতান্ হ্যশ্বান ধুরি + আয়ুযুদ্ধ্বে (৫।৫৮।৭)।' মরুদগণের বাহন বা শক্তি তাহলে জলভরা মেঘ বা বাতাস। শেষেরটিতে বাহনের নাম 'নিযুৎ'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষের (হৃদয়ে অনুভূত) প্রাণপ্লাবন হল 'জলভরা মেঘ', আর নাড়ীসঞ্চারী বায়ুস্রোত 'বাতাস'। হৃদয় থেকে বা হৃদয়ে নাড়ী-স্রোতের প্রবহনের কথা উপনিষদে আছে। মরুতেরা ইন্দ্রের সহায়—বৃত্রের শেষ বাধা বজ্রশক্তিতে বিদীর্ণ করবার সময়। সরস্বতী 'মরুত্বৃধা'। মোটের উপর আধারে মরুতের আবেশ অর্থে ব্যষ্টি প্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগ।

'বৃহদুক্ষঃ'— [-ক্ষ্ + ১-ব] বৃহৎকে সেচন করেন যাঁরা, আধারে বৃহতের প্লাবন আনেন যাঁরা। **এই প্লাবনই বৃত্রঘাতের পর পর্জন্যের ধারাবর্ষণ। উপনিষদের ভাষায় 'বৃহৎ' বা 'ব্রহ্ম' তখন সামনে পেছনে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র।**

বিশ্ববেদসঃ— [-স্ + ১ ব] যাঁরা বিশ্বপ্রজ্ঞ। অগ্নি জাতবেদাঃ —ব্যক্তিকে জানেন ; মরুতেরা জানেন বিশ্বকে। বিশ্বচেতনা হতেই উত্তম জ্যোতির শুভ্রতায় উত্তরণ।

পর্বতান্— [-৩ + ২ ব] যাদের 'পর্ব' বা পাব্ বা থাক্ আছে। অন্তরিক্ষে মেঘের থাক, আর পৃথিবীতে পাহাড়ের থাক, দুইই পর্বত। পৃথিবীতে জড়ের বুকে ঢেউ, অন্তরিক্ষে কুয়াসার ('মিহ্' >মেঘ) বুকে ঢেউ ; তেমনি দ্যুলোকে আলোর বুকে ঢেউ। সবই প্রাণের লীলা। তাই পর্বত প্রাণের প্রতীক। পৃথিবীতে আর অন্তরিক্ষে প্রাণ বন্দী করে রেখেছে আলোকে। বজ্রের আঘাতে প্রাণের আড়ষ্টতাকে শিথিল করে মুক্তি দিতে হবে তাকে। মরুতেরা তাই করছেন।

অদাভ্যাঃ— [-ভ্য + ১ ব] অধৃষ্য। আলোর ঝড়কে কেউ ঠেকাতে পারে না।

আমার সহস্রশিখা অভীপ্সার আগুন বজ্রের তেজে ছুটে যাক সমুখপানে—বিশ্বপ্রাণের জ্যোতিঃশক্তি তার সহায় হোক। ...এই-যে বিশ্বপ্রাণের সুষম সংহতিকে অনুভব করছি আধারে—আলোর সমুদ্র টলমল করছে মেঘের আড়ালে, তার আভাস পাচ্ছি। ...এইবার মহাকাশে ঝলসে উঠবে চিরশুভ্রতার অরোরা। ...বিশ্বচেতনার ভাণ্ডারী এই মরুদ্‌গণ, বৃহৎ জ্যোতির প্লাবন আনেন আধারে। আড়ষ্ট প্রাণের অনড় বাধা টলতে থাকে তাঁদের রুদ্র অভিঘাতে ; কে ঠেকাবে তাঁদের দুর্বার বেগ :

এগিয়ে যাক্ বজ্রতেজা অগ্নিশিখারা জ্যোতিঃশক্তিদের সাথে।

শুভ্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে একত্র হয়েছেন মরুতেরা, —আলোক নির্ঝরিণীদের
যুক্ত করেছেন ঐ।

বৃহতের জ্যোতি ঃ ঝরান মরুতেরা—বিশ্বের সংবিৎ তাঁদের মাঝে ;

কাঁপিয়ে চলেছেন 'পর্বতদের'। তাঁরা অধৃষ্য।।

৫

অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষক্রতবঃ সুদানবঃ।।

অগ্নিশ্রিয়ঃ— (-শ্রী + ১ব) [তৎপুরুষ স্বর। বৈদ্যুতমগ্নিং শ্রয়ন্তঃ (সা.) ; glorious as the fire (G.)] চিদগ্নির আশ্রিত। অভীপ্সার আগুন আর আলোর ঝড় একসঙ্গে চলছে।

বিশ্বকৃষ্টয়ঃ— (-ষ্টি + ১ব) [তু. বিশ্বনর > বৈশ্বানর, বিশ্বচর্ষণি। 'কৃষ্টি' নিঘণ্টুতে মনুষ্যবাচী ; সাধনা, সাধনশক্তি। 'বিশ্বস্য বৃক্ষাদেঃ কৃষ্টিরাকর্ষণং নমনোৎগমনাদি লক্ষণং কর্ম যেভ্যো ভবতি' (সা.); friends of men (G.)] বিশ্বজনের সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণ শক্তির কাজ উদ্ধরণ বা উপরদিকে টেনে তোলা।

ত্বেষম্— (-ষ + ২এ) জ্যোতিঃ শক্তি আছে যার মাঝে।

উগ্রম্— (-গ্র + ২এ) [√ বজ্ + র] বজ্রশক্তি আছে যার মাঝে।

অবঃ— আলোর পরিবেষ, আলোর কবচ, প্রসাদ।

স্বানিনঃ— (-ইন্ + ১ ব) গর্জনশীল।

রুদ্রিয়াঃ— (-য় + ১ব) রুদ্রের তনয়। রুদ্র প্রাণশক্তি, অন্তরিক্ষের দেবতা। মরুদ্গণ এই প্রাণেরই জ্যোতির্ময় শুদ্ধরূপ। যার পরে যে আসে, সে তার সন্তান।

বর্ষ-নির্ণিজঃ— (-জ্ + ১ব) বর্ষণ আলোর বা অমৃতের। তন্ত্রে তার নাম শক্তিপাত। 'নির্ণিজ্' [< √ নিজ্ (ধোয়া, পরিষ্কার করা, শুভ্র করা)] এতটুকুও ময়লা নাই এমন শুভ্র আস্তরণ। আলোর ঝড়

আর আলোর ধারাবর্ষণ একসঙ্গে। আলোর ধারাসার যেন দেবতার শুভ্রবাস।

হেষক্রতবঃ— (-তু + ১ব) 'হেষ' গর্জন [তু. 'হ্রেষা'] 'ক্রতু' কর্ম যাঁদের। সিংহের মত গর্জন করছেন তাঁরা। সবটা মিলে ঝড়ের ছবি। কিন্তু ঝড় যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। 'অগ্নিশ্রিয়ঃ' —এই বিশেষণে তা স্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য সায়ণের মতে অগ্নি এখানে বিদ্যুৎ—নিসর্গদৃষ্টি অনুসারে। কিন্তু ভিতরের আগুন হতেও কোনও বাধা নাই। 'বিশ্বকৃষ্টয়ঃ' তার আর-এক প্রমাণ।

অন্তরের অগ্নিশিখাই ফুঁসে উঠল আলোর ঝড় হয়ে। সে-ঝড়ের মাতন সবাইকে টানে উজানপানে। দেবতার শুভ্রপ্রাণ জ্যোতির পরিবেষ হয়ে নেমে এল মর্ত্যের 'পরে ; তার বজ্রদীপ্তিকে আমরা চাই নিত্যসঙ্গীরূপে। ...চেতনার অন্তরিক্ষে বইছে প্রাণের ঝড়, —আধার টলমল করছে তার গর্জনে, অমৃতের ধারাসার নেমে আসছে দেবতার কিরণ-বসনের মত। শুভ্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশ্বপ্রাণ : উচ্ছল তার দাক্ষিণ্য :

অগ্নিই আশ্রয় সে-মরুদ্‌গণের, —তাঁরা বিশ্বকে আকর্ষণ করেন উজানপানে ;

জ্যোতিঃশক্তিতে ঝলমল বজ্রসত্ত্ব তাঁদের প্রসাদকে চাই যে আমরা।

সন্‌-সন্‌ বয়ে চলেছেন সে রুদ্রতনয়েরা ; আলোর বর্ষণ তাঁদের শুভ্রবাস ;

সিংহের গর্জন তাঁদের কণ্ঠে ; উচ্ছল তাঁদের দাক্ষিণ্য।।

৬

ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।

পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ।।

ব্রাতংব্রাতং— ঝাঁকে ঝাঁকে।

গণংগণং— দলে দলে। দুটি বিশেষণে কিচ্ছু তফাৎ নাই। মরুতেরা গণদেবতা। প্রাণ বহুরূপী। দেবতা আকাশ, তাঁর বহু হওয়ার শক্তিই প্রাণ। একের বহুধা-বিসৃষ্টিই এই জগৎ ; জগৎ প্রাণময়। লৌকিক সাহিত্যে প্রাণ নিত্যবহুতানান্ত ; তার প্রতীক অপ্-ও তাই, এমন-কি বেদেও।

সুশস্তিভিঃ— (-স্তি + ৩ব) প্রশস্তি দিয়ে, স্বীকৃতির মন্ত্র দিয়ে।

ভামম্— (-ম + ২এ) [√ ভা (আলো দেওয়া) + ম] দীপ্তি। অভীপ্সার সংবেগে ফোটে যে বোধির আলো, তাই অগ্নির 'ভাম'।

পৃষদশ্বাসঃ— [দ্র. 'পৃষতী' (৪)] আলোর বন্যা আনছে যাঁদের অশ্বেরা। বাহন দেবতার শক্তির প্রতীক। সগুণভাবে দেবতার গতির আরোপ। দেবতা সর্বত্র, দেবতা অন্তরে-বাইরে—এ-অনুভব সিদ্ধের। সাধক দেখে, দেবতা ছিলেন না, এলেন। কোথা হতে এলেন? আকাশ হতে, শূন্য হতে। যখন আসেন, যেন সব কাঁপিয়ে আসেন—ঘোড়ায়-চড়া বীরের মত। দেবতার এই আসাটাই আবেশ, —প্রাচীন নাম 'ভর' এখনও চলছে [তু. *afflatus*]।

অনবভ্র-রাধসঃ— (-স্ + ১ব) [ন + অব + √ ভৃ (বয়ে আনা) + অ = অনবভ্র, যাকে নীচে নামিয়ে আনা যায় না] 'রাধঃ' ঋদ্ধি। যাঁদের ঋদ্ধি উৎসর্পিণী, তাঁরা 'অনবভ্ররাধসঃ'। মরুদ্‌গণ মুখ্যত সঙ্কর্ষণশক্তি—সব-কিছুকে উজানপানে টেনে নেওয়া তাঁদের ধর্ম। পুরাণে এই শক্তিই 'বলরাম' বা যোগবলের আনন্দ। তার আর এক প্রতীক অনন্ত বা শেষনাগ। সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েও শক্তির যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, তাই 'শেষ'—আধারে গুহাহিত চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ। এই শেষই একদিন ফুঁসে ওঠে উপরপানে,

—তখন তার হাজার ফণা, সে অনন্ত। [নাগ = বায়ু, নাড়ী, প্রাণ। শিবের গায়ে সাপ এইজন্যই—যেন আকাশের কোলে প্রাণের বিদ্যুৎ।]

বিদথেষু ধীরাঃ— আমাদের বিদ্যার সাধনায় তাঁরাই ধ্যানচেতনার অতন্দ্র শিখা।

অভীপ্সা ফোটাক বোধির আলো, অন্তরিক্ষ ছেয়ে যাক প্রাণের বজ্রতেজে, ঝলকে-ঝলকে উৎসারিত হোক্ বিশ্বপ্রাণের দীপনী—জাগ্রত চেতনার বরণমন্ত্রে এই আকূতিই জানাই আজ দেবতার কাছে। বিশ্বপ্রাণের বাহনেরা আধারের 'পরে নিয়ে এল আলোর বন্যা। দেবতা নেমে এলেন আমাদের উৎসর্গের গভীরে, আমাদের পাওয়ার আকুলতায় জ্বলে উঠলেন তাঁরা ধ্যানচেতনার অতন্দ্র শিখা হয়ে, তাঁদের সিদ্ধবীর্যের সঙ্কর্ষণে উজান বইল শক্তির ধারা :

ঝাঁকে-ঝাঁকে দলে-দলে বরণমন্ত্র দিয়ে তাঁদের করি আবাহন, —
অগ্নির প্রভা আর মরুদ্গণের বজ্রশক্তিকে যে চাই আমরা ;
আলোর বন্যা আনে তাঁদের অশ্বেরা, ঋদ্ধি তাঁদের উৎসর্পিণী, —
আসবেন তাঁরা আমাদের উৎসর্গভাবনায় :
আমাদের সত্যের এষণায় তাঁরা ধ্যানগম্ভীর।।

৭

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম।।

শেষ তৃচটির বিনিয়োগ অগ্নিচয়নের সময় সঞ্চিত অগ্নির প্রশস্তিতে (আশ্ব. শ্রৌ. ৪।৮)—অগ্নিচয়ন পুরুষসূক্তের

উল্লিখিত দেবযজ্ঞের অনুকৃতি—আমার আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি। অগ্নিবেদি বিশ্বের প্রতিরূপ, তার গভীরে আমিই আছি হিরণ্ময় পুরুষরূপে। **এই দৃষ্টিতে 'অগ্নিরস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রটিকে ব্রহ্মসাযুজ্যের বীজরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।** যাজ্ঞিকদের মতে অবশ্য অগ্নি এই ঋকের দেবতা। সায়ণ বলেন, 'সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বরূপ অগ্নির্দৃচেম স্বাত্মণঃ সর্বাত্মকত্বানুভবম্ আবিষ্টরোতি।' এই মন্তব্যের লক্ষ্য অগ্নি স্বয়ং যজমান হলেও ভাবের কোনও বিরোধ হয় না। তৃচটিকে দেবীসূক্তের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুটিই অদ্বৈতভাবনার সূচক। [সর্বমপ্যহমস্মি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ (সা.)]

জন্মনাজাতবেদাঃ— জন্ম হতেই জীবচেতনার বেত্তা বা সাক্ষী। আধারে অগ্নিবীজের নিগূঢ় আবেশ হতেই জীবের জন্ম। [জাতবেদা জাতপ্রজ্ঞঃ...সর্বজ্ঞ, অথবা জাতং সর্বং স্বাত্মতয়া বেত্তীতি (সা)]

ঘৃতং— (-৩ + ১ব) [ইদানীম্ অত্যন্তং দীপ্তম্ (সা.)] প্রদীপ্ত। অগ্নির চক্ষু বা দৃষ্টি প্রদীপ্ত, তিনি সব দেখছেন।

অমৃতং মে আসন্— অমৃত আমার আস্যে। অগ্নি যেমন সর্বদ্রষ্টা তেমনি সর্বভোক্তাও। উপনিষদের ভাষায় তিনি 'মধবদ' বা 'পিপ্পলাদ', অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনও অনুভবেই 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' পান অমৃতের আস্বাদন।

অর্কঃ— (- র্ক + ১ব) [সায়ণের মতে 'প্রাণ' ; প্রমাণ, 'সোঽর্চন্নচরৎ তস্যার্চত আপোহজায়ন্ত, অর্চতে বৈ সে কম্ অভূৎ ইতি, তদেবার্কস্যার্কত্বম্' (শ. ব্রা. ১০।৬।৫)। < √ ঋচ্ (জ্বলে ওঠা)] শিখা। এই শিখা 'ত্রিধাতু'—জ্বলছে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে ও দ্যুলোকে, এই তিনটি ভূমিতে।

রজসো বিমানঃ— অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোককে ব্যাপ্ত করে'। এই ব্যাপ্তি বৈদ্যুতাগ্নিরূপে **অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূর্ধা বা মস্তিষ্ক একটা জ্যোতিঃ পিণ্ড-সূর্যের মত। তা থেকে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুন্ময় নাড়ীজাল, আধারের সর্বত্র জড়িয়ে পড়েছে। আধার তখন 'উর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের' মত। বিদ্যুতের ডালপালা ছড়িয়ে অগ্নিই অন্তরাকাশকে ছেয়ে আছেন।** [রজঃ = অন্তরিক্ষ = হৃদয়। বায়ু হৃদয় পর্য্যন্তই যায় বলে মনে হয়। তাছাড়া হৃদয় রক্তস্থালী। রজঃ আর রক্ত এক ধাতু থেকে]

অজস্রো ঘর্মঃ— অনির্বাণ দীপ্তি। অন্যত্র 'জ্যোতিরথাশ্রম্'। এই জ্যোতি ত্রিধাতু অর্ককে ছাপিয়ে—মহাশূন্যের জ্যোতিরুত্তমম্। উপনিষদে 'তুরীয় ব্রহ্ম'। ['ঘর্মঃপ্রকাশাক্ষা' (সা)]

হবিঃ— আমিই অগ্নি, আমিই হবিঃ। [সায়ণ বলেন, 'ভোক্তৃভোগ্য ভাবেন দ্বিবিধং হীদথ্ সর্বং জগৎ'। 'এতাবদ্‌বা ইদম্ অন্নং চৈবান্নাদশ্চ, সোম এবান্নম্, অগ্নিরন্নাদঃ (বৃ. উ. ১।৪।৬)' ইতি শ্রুতেঃ] হবির পরম রূপ সোম বা আনন্দময় অমৃতচেতনা। অন্নাদ আর অন্ন একই ; আমিই আমাকে ভোগ করছি। অনুভবের বাইরে বিষয়ের সত্তা নাই। অতএব, বিষয় অনুভবিতারই চিন্ময় উল্লাস—তাই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' —সব চিন্ময়। অগ্নিচয়নের এই চরম পরিণাম। **সর্বাত্মভাবের সূচনা এইখানে।**

আমি অগ্নি, জীবজন্মের আদিমুহূর্ত হতেই আধারের গভীরে অন্তশ্চেতন সাক্ষী আমি। সর্বদর্শী আমার দৃষ্টি—কিছুই তাকে এড়িয়ে যায় না। আমি সর্বভুক— সব-কিছুতেই আস্বাদন করি পিপ্পলের স্বাদু রস। দিব্য অভীপ্সার উৎসর্পিণী শিখা

আমি—আছি নাভিতে হৃদয়ে আর ভ্রূমধ্যে। সহস্র বিদ্যুৎ-তন্তুর বিশোকা দীপ্তিতে আমিই ছেয়ে থাকি হৃদয়ের আকাশকে। মূর্ধন্যচেতনায় আমিই অতন্দ্র হয়ে জ্বলি প্রভাস্বর আদিত্যের পুঞ্জদ্যুতি হয়ে। আবার আমিই জীবের হৃদয়ে আত্মাহুতির আকূতি, তার সব গোছানো নৈবেদ্যের উপচার : আমিই অন্নাদ, আমিই অন্ন—আমিই সব :

অগ্নি যে আমি—জন্ম হতেই প্রজাত জীবচেতনার সাক্ষী ;
প্রদীপ্ত আমার দৃষ্টি—অমৃতের আস্বাদ আমার আস্যে।
অভীপ্সার শিখা আমি—তিনটি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণলোক ছেয়ে আছি :
অতন্দ্র দীপ্তি—আমিই আবার হবি ঃ ।।

৮

ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ।।

আধারস্থ চিদগ্নি কী করে বিশ্বের সাক্ষী হয় এইখানে তার বর্ণনা। **অগ্নি এখানে স্পষ্টতই সাধক ; তাঁর সাধনা আত্মশুদ্ধি ও প্রজ্ঞান।**

'ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্ অপুপোৎ'— তিনটি 'পবিত্র' দিয়ে পুণ্য করলেন [ধাত্বর্থক স্বনের প্রয়োগ লক্ষণীয়]। 'পবিত্র' = যা দিয়ে পূত করা যায়, পাবক, শুদ্ধির সাধন। এই পবিত্র অগ্নিরই তিনটি রূপ—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ (সায়ণের মতে বায়ু) এবং দ্যুলোকে সূর্য। **অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি যথাক্রমে যোগের**

তিনটি সাধন : তপস্যার দ্বারা কায়েন্দ্রিয়ের শুদ্ধি, প্রাণায়াম দ্বারা প্রকাশাবরণের ক্ষয়, আর প্রত্যাহার দ্বারা চিত্তকে ধ্যানের অনুকূল করা। একটি খুব সহজ উপায় অজপাজপ সহকারে ভ্রূমধ্যজ্যোতির মনন। এমনি করে দেহ হবে অগ্নিষ্বাত্ত, প্রাণ বিদ্যুন্ময় আর মন জ্যোতির্ময়। এই শেষের সাধনাকে একটু পরেই বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে।

অর্কম্— (-র্ক + ২এ) আধারে চিদগ্নির শিখা। [পূর্বঋকের সঙ্গে তুলনীয়] । অর্ককে পবিত্র করা আধুনিক ভাষায় আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি। তার সঙ্গে-সঙ্গে চলবে প্রজ্ঞানের সাধনা—নীচেই তার বর্ণনা।

হৃদামতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্— হৃদয় দিয়ে মনকে (বা মন্ত্রকে) জ্যোতির ছন্দে জেনে। সাধারণ জানা ইন্দ্রিয় দিয়ে, অবর-মন দিয়ে ; আসল জানা হৃদয় দিয়ে, বোধ দিয়ে, তারই নাম প্রজ্ঞান (প্রজানন্)। এই প্রজ্ঞান হতেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয়। হৃদয় মনের গভীরে, মনীষার ওপারে। হৃদয় দিয়ে জানা মানে 'হয়ে জানা'। [তাকেই বলে সমাধি] এমনি করে জানতে হবে 'মতিকে' —মন্ত্রচেতনাকে। দেবতার অভিমুখে মনের একাগ্রতাই 'মতি' —তার আর-এক নাম 'অরমতি', অর্থাৎ চক্রনাভিতে অরের মত একত্র সংহত চিত্তবৃত্তি। মতির আধুনিক নাম 'মনন'। মতি হতে 'জ্যোতির অনু'—জ্যোতিকে লক্ষ্য করে। মননকে প্রতিমুহূর্তে বোধিজাত প্রজ্ঞার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে জ্যোতির পানে—এই হল মোদ্দা কথা। মনন চলছে ; কিন্তু তার পেছনে আছে হৃদয়স্থ প্রজ্ঞার উদ্দীপনা। তাতে মননের প্রত্যেকটি স্পন্দনে আলো ঝলসে উঠছে। এই প্রজ্ঞান সাধনার একটি রূপ আছে উপনিষদে—'দুশ্চরিত হতে

বিরত হয়ে, শান্ত সমাহিত ও শান্তমানস হতে হবে ; তবে প্রজ্ঞান দ্বারা এঁকে পাওয়া যাবে' (কঠ)।

বর্ষিষ্ঠং রত্নম্— (২ব)—ঋতচেতনার যে-দীপ্তি অজস্র নির্ঝরে ঝরে' পড়ে ['বর্ষিষ্ঠ' উত্তম (সা.), highest (G.)] । আকাশের মেঘ হতে পৃথিবীর 'পরে বৃষ্টি ঝরে ; এই থেকে উচ্চতা আর বর্ষণ দুটি ভাবই পাওয়া যায়।] এই ধারাসারকে তন্ত্রে বলা হয়েছে 'সহস্রারচ্যুতামৃত'। তুলনীয়, যোগীর 'সম্প্রজ্ঞাত' ['প্রজ্ঞা' লক্ষণীয়] বা 'ধর্মমেঘ' সমাধি (যো. সূ. ৪।২৯)। ধর্ম তখন স্বভাবসিদ্ধ হয়, আপনা থেকে ঝরে পড়ে—তাই 'ধর্মমেঘ'। 'রত্নমকৃত', জ্যোতিরকৃত।

স্বধা-ভিঃ— স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্য দিয়ে। আপনাতে আপনি থাকা 'স্বধা', যোগী যাকে বলেন 'স্থিতি'। চিত্ত একাগ্র বা নিরুদ্ধ হলে তা সম্ভব। ক্ষিপ্ত চিত্ত নিজের মাঝে থাকে না, বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। [পিতৃপুরুষেরা এই 'স্বধার' দ্বারা অমৃত লাভ করেছিলেন, তাই তাঁদের আহুতি দিতে হয় 'পিতৃভ্যঃ স্বধা' এই মন্ত্রে।]

দ্যাবা পৃথিবীং পর্যপশ্যৎ— তারপরেই অগ্নি হলেন দ্যুলোকভূলোকের সাক্ষী। এই সাক্ষীই 'পুরুষ' বা 'জেতা' বা 'জিন্'। তু. 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'।

উষার আলোয় জেগে উঠলেন যিনি, গুহাশায়ী চিদগ্নির শিখাকে তিনিই উদ্বুদ্ধ করলেন, তপস্যা প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সাধনায় অধূমক নির্মল জ্যোতিতে তাকে করলেন রূপান্তরিত। হার্দজ্যোতি হতে বিচ্ছুরিত প্রজ্ঞার দীপ্তিতে তাঁর প্রত্যেকটি মনন-স্পন্দ হল জ্যোতির্মুখ। তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মপ্রতিষ্ঠ বীর্য তাঁকে উত্তীর্ণ করল আনন্ত্যের সেই পরম ব্যোমে, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দীপ্তি হতে যেখানে ধারাসারে ঝরে পড়ছে শক্তির নির্ঝর। সেই লোকোত্তর ভূমি হতে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন দ্যুলোক-ভূলোক-বলয়িত এই বিশ্বভুবনের পানে :

তিনটি পাবক জ্যোতিঃশক্তি দিয়ে পূত করলেন যখন তিনি অন্তর্গূঢ় শিখাকে,
হৃদয় দিয়ে মন্ত্রচেতনাকে জ্যোতির ছন্দে প্রজ্ঞাত হলেন যখন,—
অজস্র নির্ঝরিত ঋতদীপ্তিকে আবিষ্কার করলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার বীর্য দিয়ে :
তারপরেই দ্যাবাপৃথিবীর পানে চাইলেন তিনি।।

৯

শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্ত্বানাম্।
মেলি.ং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্।।

জীবন্মুক্তের বর্ণনা। সায়ণ বলেন 'যস্মাদুপাধ্যায়াৎ বিশ্বামিত্রো বৈশ্বানরাখ্যং পরং ব্রহ্মাজ্ঞাসীৎ, তমিমম্ উপাধ্যায়ম্ অনয়া ঋচা স্তৌতি।' অতএব সম্প্রদায়-অনুসারে এ-ঋকটি উপাধ্যায়স্তুতি বলে পরিচিত। এখানেও অগ্নিকে দেবতা বলা চলে। "অগ্নিরস্মি" বলে যে-সাধক দিব্যচেতনার ব্রাহ্মমুহূর্তে আত্মঘোষণা করেছিলেন, তিনিই এমন সিদ্ধপুরুষরূপে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছেন। উপাধ্যায়স্তুতিরূপে বর্ণিত এই ঋকটিতে ব্রহ্মসাযুজ্যের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। মানুষ দেবতা হয়, এ সংস্কার বলবান না হলে এই আগ্নেয়ী ঋকটিতে উপাধ্যায়ে আরোপ করার কল্পনা জাগত না।

শতধারম্ উৎসম্ অক্ষীয়মাণম্— শতধারায় নির্ঝরিত ক্ষয়হীন উৎস। এই হল ব্রাহ্মীচেতনা, অনন্ত বিশ্ববিসৃষ্টির মূল প্রস্রবণ। মানুষের চেতনা তার সঙ্গে যুক্তা হতে পারে, ব্রহ্মকে জেনে মানুষ ব্রহ্ম হতে পারে। তখন সেও হয় চিৎশক্তির ক্ষয়হীন নির্ঝর। যোগদৃষ্টিতে এই নির্ঝরের বর্ণনা—সহস্রার হতে চ্যুত সোম্যধারায়। মস্তিষ্ককোষগুলি প্রাকৃতদৃষ্টিতেও ক্ষয়হীন এবং তটস্থ সংবিতের

আধার। এই তাটস্থ্যের মাঝে আনন্দের ঢেউ তোলাই শিব-শক্তির সামরস্য—একথার ইঙ্গিত আগে করেছি। এই আনন্দই আবার হয় বিশ্বমূল সুপ্ত শক্তির উদ্বোধক।

বিপশ্চিতম্— (ৎ + ২এ) 'বিপ্' [< √ বিপ্, বেপ্ (কাঁপা)] হৃদ্য-সমুদ্রের দোলা, চিত্তের সাত্ত্বিক প্রক্ষোভ (spiritual emotion) ; তার চেতনা বা অনুভব আছে যাঁর তিনি বিপশ্চিৎ। তাঁর একটা সাধারণ বর্ণনা, 'ভাবে ডগমগ'।

'পিতরং বক্তানাম্'—'বক্তা' [√ বচ্ (কথা বলা) + ত্ব] যা বলতে হবে, বক্তব্য। আগুন চাপা থাকে না। সত্যের অনুভব বাণীর বিদ্যুতে ঠিকরে পড়ে। সিদ্ধপুরুষ সে-বাণীর পিতা বা প্রবর্তক।

মেলি.ম্— (২এ) [মন্স্ + ধি > মন্স্ + টি > মেটি > মেলি. : : 'মেধা' মনঃসমাধানের শক্তি, সমাধিশক্তি] নিত্যসমাহিত। সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট।

'মদন্তং পিত্রোরুপস্থে'— বাপ-মায়ের কোলে আনন্দ করছেন যিনি। এই বাবা এবং মা বরুণ ও অদিতি, প্রতীক দৃষ্টিতে দ্যুলোক ও পৃথিবী।

রোদসী— অন্তরিক্ষের দুটি উপান্ত, —একটি পৃথিবীর সঙ্গে, আর-একটি দ্যুলোকের সঙ্গে যুক্ত। রোদসী বা অন্তরিক্ষস্থ রুদ্রভূমি এপারে-ওপারে সেতুর মত।

পিপৃতম্— তোমরা তাঁকে পূর্ণ কর, উপচে তোল। সিদ্ধ পুরুষের প্রাণ আলোতে উপচে উঠুক।

নিত্যসমাহিত পুরুষের চিন্ময়ী-ভাবনার অগ্নি-নাগিনী ফুঁসে উঠেছে আকাশপানে। মহাব্যোমের উত্তরবিন্দুতে এক কৌস্তুভচেতনার দ্যুতি সৌম্যধারার শত নির্ঝরে ঝরে পড়ছে পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করে।

অনির্বাণ সংবিতের ক্ষয়হীন উৎস ঐ মূর্ধন্যলোকে, আর এই 'মধ্য আত্মনি' হৃদ্যসমুদ্রে তরঙ্গদোলা, কণ্ঠে অনিরুদ্ধ অবন্ধ্য সত্যবাণীর বৈদ্যুতী। অথচ আপ্তকাম পুরুষের পরিতৃপ্ত চেতনা শিশুর আনন্দে দ্যুলছে বরুণ আর অদিতির মমতার আবেষ্টনে। ক্ষয়হীন প্রাণের উৎস তিনি : তবু বলি অন্তরিক্ষের বিপুল প্রাণ মহাসিন্ধুর আনন্দদোলায় দুলে উঠুক তাঁর মাঝে দ্যুলোক-ভূলোকের দুটি কূল বেয়ে :

> শতধারায় নির্ঝরিত উৎস তিনি ক্ষয়হীন, —
>
> জানেন হৃদয়ের দোলাকে। পিতা তিনি অনিরুদ্ধ বাণীর,
>
> নিত্য সমাহিত। আনন্দে মাতাল হয়ে আছেন পিতা আর মাতার কোলে :
>
> তাঁকে দুটি রুদ্রভূমি উপচে তুলুক। তিনি যে সত্যের প্রবক্তা।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
সপ্তবিংশ সূক্ত

ভূমিকা

সূক্তটির কোনও-কোনও ঋক্ 'সামিধেনী' বা অগ্নিসমিন্ধনের ঋক্ (দ্র. সায়ণ)। প্রথম ঋকটির দেবতা ঋতু—বিকল্পে। ঋতু কালচক্র। সংবৎসর তার বৃহত্তম মান। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৫।৭।৪) এই ঋকের যে-ব্যাখ্যা আছে, তা যাজ্ঞিকের ভাবনার প্রয়োজনে ; ঋকটির আসল অর্থের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ক্ষীণ। ঋতুদেবতার কল্পনা সেইখান থেকেই। বস্তুত ঋকটি সাধকের উদ্দেশে উচ্চারিত উদ্দীপনী।

১

প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা।
দেবাঞ্জিগাতি সুম্নযুঃ।।

প্র— [= প্র জিগন্তু] এগিয়ে চলুক।

বঃ— তোমাদের, অর্থাৎ যজমান বা সাধকদের।

বাজাঃ— (- জ + ১ব) বজ্রতেজ, প্রাণের উদ্দীপনা।

অভিদ্যবঃ— (- দ্যু + ১ব) দ্যুলোকের অভিমুখী, আলোর সন্ধানী।

ঘৃতাচ্যা— (- চী + ৩এ) 'ঘৃত' বা তপোদীপ্তির অভিমুখে চলেছে যে-চেতনা। 'ধী' এই স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ উহ্য [তু. ধিয়ং ঘৃতাচীং]

'বাজ' এবং 'ধী' দুইয়েরই অর্থ এগিয়ে যাওয়া। 'বাজ' প্রাণ, 'ধী' প্রজ্ঞা ; প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রাণের মিতালি চাই।

জিগাতি— [√ গা (চলা) + লট্ তি] এগিয়ে চলে বিশ্বদেবের পানে।

সুম্নয়ুঃ— ['সুম্ন' (√ সু + ম্ন) নিঘ. সুখ, সোম। তু. 'সুষুম্ণ'] আনন্দধারার তরে উতলা। এ-ধারা আগুন হয়ে উঠে যায় নাড়ীর খাত বেয়ে, আবার সোম হয়ে নেমে আসে।

হে যজমান, উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত তোমরা, তোমাদের দুর্ধর্ষ বজ্রতেজ অক্লান্ত অভিযানে ছুটে যাক দ্যুলোকের পানে, জ্যোতিরগ্রা প্রজ্ঞা হোক তার দিশারিণী। অমৃতধারার সন্ধানী যে, বিশ্বদেবকে সেইতো পায় :

এগিয়ে চলুক তোমাদের বজ্রতেজ দ্যুলোকের অভিমুখে,—

উৎসর্গের প্রস্তুতি তাদের আছে ; এগিয়ে যাক তারা জ্যোতিরভিসারিণী প্রজ্ঞার সঙ্গে।

বিশ্বদেবের মাঝে সেই পৌঁছয়, যে সৌম্য-মধু-র সন্ধানী।।

২

ঈলে. অগ্নিং বিপশ্চিতং গিরা যজ্ঞস্য সাধনম্।
শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানম্।।

বিপশ্চিতম্— (৯ + ২এ) হৃদয়ের দোলাকে যিনি জানেন, অন্তরের আকূতিকে চেনেন যিনি।

গিরা যজ্ঞস্য সাধন— জাগরণের মন্ত্রে উৎসর্গের সাধনাকে সিদ্ধ করেন যিনি। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে অভীপ্সার আগুন, বলে, 'ওঠ, ওঠ'। এই বোধনমন্ত্রই 'গীঃ'। সিদ্ধির তাই সাধন।

শ্রুষ্টীবানম্— (-বন্ + ২এ) ['শ্রুষ্টি' < √ শ্রু (শোনা) + স (আগ্রহে) + তি ; তৃতীয়ার একবচনে 'শ্রুষ্ট্যা' > 'শ্রুষ্টী' ক্ষিপ্রতা (নি. ৬।১৩) ; অতএব শোনবার ইচ্ছা] তৎপরতা আছে যাঁর, ডাকলেই যিনি শোনেন।

ধিতবানম্— 'ধিত' নিধি। অগ্নির গভীরে নিহিত আছে সত্যের সম্পদ।

এই আধারে জ্বালিয়ে তুলি সেই তপোদেবতাকে, আমার উতলা হৃদয়কে জানেন যিনি, আমাকে জাগিয়ে দিয়ে উৎসর্গ সাধনার সিদ্ধিতে নিয়ে যান যিনি, —যিনি ডাকলে শোনেন, ঋতদীপ্তির যিনি গোপন ভাণ্ডার :

চেতিয়ে তুলি সেই অগ্নিকে, —হৃদয়ের দোলাকে চেনেন যিনি ;

উদ্বোধনমন্ত্রে তিনি উৎসর্গভাবনার সাধন।

তাঁর মাঝে আছে তৎপরতা, আছে গোপন ধন।।

৩

অগ্নে শকেম তে বয়ং যমং দেবস্য বাজিনঃ।

অতি দ্বেষাংসি তরেম।।

শকেম— [√ শক্ + লিঙ্ ঈম্] যদি পারি।

যমম্— [√ যম্ (সংযত করা) + অ] সংযম, ধরে রাখা, জ্বলন্ত আগুনকে আর নিভতে না দেওয়া। পতঞ্জলির যম-নিয়মের সূত্রপাত এইখানে।

বাজিনঃ— (-ন্ + ১ব বা ৬এ) আমরা যদি হই বজ্রতেজা, অথবা তুমি হও। এই বজ্রতেজ—'ওজঃ'। ওজঃকে রক্ষা করবার জন্য ব্রহ্মচর্য। সংযমসাধনার তাই মূল।

হে তপোদেবতা, একবার তুমি জ্বলে ওঠ এই আধারে, —তারপর ওজের সংযমে আর তোমায় আমরা নিভতে দেব না। তাহলেই বৃত্রের বিরুদ্ধতাকে অনায়াসে আমরা পেরিয়ে যাব :

হে অগ্নি, পারি যদি তোমায় আমরা

ধরে রাখতে, হে দেবতা, ওজস্বী হয়ে, —

তাহলে আলোর বিদ্বেষীদের আমরা উৎরে যাব।

৪

সমিধ্যমানো অধ্বরেঽগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ।

শোচিষ্কেশস্তমীমহে।

শোচিষ্কেশঃ— যাঁর 'শোচি' বা তীক্ষ্ম জ্বালা জটার মত ছড়িয়ে পড়ছে। নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নির সূক্ষ্ম শিখার সঞ্চরণ, আধার তাইতে নির্মল হয়।

সেই তপোদেবতাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে এই আধারে। কলুষদহনে একে নির্মল করবেন তিনিই, — তাঁর তীক্ষ্ণ শিখার সূক্ষ্ম তন্তু ছড়িয়ে পড়বে আমাদের নাড়ীতে-নাড়ীতে। উত্তরায়ণের ঋজুপথের উপান্তে এই-যে সমিদ্ধ করছি আমরা তাঁকে। ... তাঁকে চাই—আকুল হয়ে চাই :

সমিদ্ধ করছি ঋজুপথের উপান্তে

তপোদেবতাকে। তিনি নির্মল করেন আধারকে, তাঁকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে যে।

তীক্ষ্ণ শিখা তাঁর কেশজাল ; তাঁকে আমরা চাই।।

৫

পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্ স্বাহুতঃ।

অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট।।

পৃথু পাজাঃ— (-জস্ +১এ) দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যাঁর 'পাজঃ' বা তেজ। আধারময় ব্যাপ্ত অগ্নির দহন।

ঘৃত-নির্ণিক্— তপোদীপ্তি যাঁর শুভ্রবসন। এই শুভ্রদীপ্তিকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয় 'ব্রহ্মবর্চঃ'।

মৃত্যুলাঞ্ছিত এই আধারে অমৃতের শিখা তিনি, আমার সব যে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি তাঁর মাঝে। তপোবীর্যের কিরণবসনে আবৃত তাঁর অঙ্গ, তাঁর তেজ ছড়িয়ে পড়েছে আধারের সব ঠাঁই। এই উৎসর্গের সাধনায় আমার আহুতিকে তিনিই যে নিয়ে যাবেন পরমদেবতার কাছে:

ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর তেজ। অমর্ত্য তিনি, —

তপোদীপ্তিতে শুভ্রবাসাঃ। নিঃশেষে সব ঢেলেছি তাঁর মাঝে।

অগ্নি আমার উৎসর্গ সাধনায় হব্যবাহন।।

৬

তং সবাধো যতস্রুচ ইত্থা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ।

আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে।।

সবাধঃ— (-ধ্ + ১ব) বাধা বা ক্লিষ্টতা আছে যাদের মধ্যে। এর বিপরীত হল "উরু অনিবাধ" বা বাধাহীন বৈপুল্য। বন্ধনের বেদনা হতে মুক্তি চাই, তাই অন্তরে আগুন জ্বালি।

যতস্রুচঃ— (-চ + ১ব) 'স্রুক্' বা হাতা বাকের প্রতীক, 'স্রুব' প্রাণের। অগ্নিহোত্রী বা যাজ্ঞিকের মৃত্যুর পর বিধান আছে—'স্রুচং মুখে স্থাপয়েৎ। স্রুবং নাসিকায়াম্' (কর্মপ্রদীপ quoted by Fainohyhon ন্যায়দর্শন IV 301)। অতএব 'যতস্রুক্' সংযতবাক্।

ইত্থা ধিয়া— এই বাক্যাংশটির সাধারণ অর্থ 'অপরোক্ষ সত্যের একাগ্রভাবনা নিয়ে।' [অক্ষরার্থ 'এমনিতর ধ্যানচেতনা নিয়ে।']

যজ্ঞবন্তঃ— (-বৎ + ১ব) উৎসর্গের সাধনা চলছে, কিন্তু তার মূলে আছে সত্যের ভাবনা। 'ধী' ধ্যান, 'যজ্ঞ' কর্ম। কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে ভাবনা।

অন্ধশক্তির পীড়নে ক্লিষ্ট যারা, অচিতির অভিঘাত হতে আপনাকে বাঁচাতে অন্তরে অগ্নিমন্থন করে তারাই। বাককে তারা করে সংযত, উৎসর্গের সাধনাকে করে সত্যের একাগ্রভাবনায় প্রদীপ্ত :

বাধা আছে যাদের মধ্যে, তারাই 'স্রুক্'কে সংযত করে'

সত্যের ধ্যানে দীপ্ত, যজ্ঞের সাধনায়

এই আধারে জ্বালাল সেই অগ্নিকে—কবচরূপে।।

৭

হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া।
বিদথানি প্রচোদয়ন্।।

পুরস্তাদ্ এতি— অগ্নি উত্তরায়ণের দিশারী, আমাদের সামনে চলেছেন তিনি পথ দেখিয়ে। অভীপ্সাই গুরু, ব্যাকুলতায় পথের 'পরে আলো ফেলে। 'পুরএতা' বিশেষণটি অন্যত্রও আছে।

মায়য়া— (-য়া + ৩এ) মায়া তাঁর অচিন্তনীয় নির্মাণশক্তি। কী দিয়ে কী হচ্ছে, আমরা কিছুই বুঝি না ; শুধু জানি, তিনি সত্য, তাঁর কর্ম সত্য।

বিদথানি— (-থ + ২ব) আমাদের বিদ্যার সাধনাকে। [G. বলছেন 'urging *the great* assembly' on ;] কিন্তু অর্থ কী বোঝা গেল না। অথচ গায়ত্রীমন্ত্রে আছে ধীকে প্রচোদিত করবার কথা।

জ্যোতির্ময় সে-দেবতা, এই মর্ত্য আধারে অমৃতের শিখা—উত্তরায়ণের পথে তিনিই আমাদের আগে-আগে চলেছেন দিশারী হয়ে। অনির্বচনীয় তাঁর মায়া জ্যোতিঃসরণির পর্বে-পর্বে আবাহনমন্ত্রে কত রহস্যের গুণ্ঠন মোচন করে চলেছে, তার ইয়ত্তা নাই। তাঁর দেশনাই আমাদের বিদ্যার সাধনায় সঞ্চার করে অতন্দ্র প্রবেগ :

আবাহন করে চলেছেন জ্যোতির্ময় অমর্ত্য দেবতা—
আগে-আগে চলেছেন আপন মায়ায়, —
চলেছেন বিদ্যার সাধনাকে প্র-চোদিত ক'রে।

৮

বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্রণীয়তে।
বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ।।

বাজেষু— (-জ + ৭ব) বৃত্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে। সেখানে চাই বজ্রের তেজ ও দীপ্তি। অগ্নিকেই তখন বজ্রশক্তিরূপে আধারে প্রতিষ্ঠিত করি।

প্রণীয়তে— আগে-আগে নিয়ে চলা হয়। অগ্নি 'পুরএতা'।

আমার অন্তরে অভীপ্সার ব্যাকুল শিখা তিনি, আমার উৎসর্গ ভাবনার তিনিই সাধন। আঁধারের সঙ্গে সংগ্রামে বজ্রসত্ত্বরূপে তাঁকেই নিহিত করি আধারের গভীরে, উত্তরায়ণের অপ্রমত্ত সরণিতে অভীপ্সার জ্বালাকেই করি দিশারী :

বজ্রসত্ত্বকে বজ্রশক্তির সাধনায় করি নিহিত,
সহজের ঋজুপথে তাঁকেই নিয়ে চলি আগে-আগে।
কম্প্রশিখা তিনি আকূতির, —উৎসর্গভাব যার সাধন।।

৯

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা।

ধিয়াচক্রে— ধ্যান দিয়ে জ্বালিয়েছি তাঁকে। এ-আগুন জ্ঞানের আগুন।

'ভূতানাং গর্ভম্'— প্রত্যেক আধারে অগ্নি আছেন ভ্রূণরূপে। তিনিই জীবসত্ত্ব। তাঁকে আমার মধ্যে নিহিত করেছি 'দক্ষপিতা' রূপে।

দক্ষস্য পিতরম্— 'দক্ষ' সৃষ্টিশক্তি, অতীতের সব-কিছু পুড়িয়ে দিয়ে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলবার সামর্থ্য। অগ্নি সবার শিশু (গর্ভ), কিন্তু সৃষ্টিবীর্যের পিতা। চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গই আধারে আনে রূপান্তর।

তনা— (তন্ + ৩এ) [অব্যয়] নিরন্তর। একবার অন্তরে আগুন জ্বলেছে যখন, আর তাকে নিভতে দেব না।

ধ্যাননির্মন্থনের অভ্যাস দিয়ে তাঁকেই জ্বালিয়ে তুলেছি, জীবনে তাঁকেই নিয়েছি বরণ করে। ভূতে-ভূতে চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ যিনি, তাঁকেই নিহিত করেছি সত্তার গভীরে নতুন সৃষ্টির প্রবর্তকরূপে, জেনেছি তাঁকে অনির্বাণ বলে :

ধ্যান দিয়ে জ্বালিয়েছি বরেণ্যকে,
সর্বভূতের ভ্রূণকে আধারে নিহিত করেছি
নতুন সৃষ্টির জনকরূপে—নিরন্তর।

১০

নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেল.া সহস্কৃত।
অগ্নে সুদীতিমুশিজম্।।

দক্ষস্য ইল.া— [ইল.া < ইড় + ৩এ] 'ইড় < ইষ্' = এষণা।

আমাদের মধ্যে আছে প্রজাপতির যে 'দক্ষ' বা সৃষ্টিবীর্য, তার এষণা বা লক্ষ্য

আমাদের জীবনের জ্যোতির্ময় রূপান্তর। প্রজাপতির এই নিগূঢ় আকূতি প্রকাশ পাচ্ছে অগ্নির উর্ধ্বশিখা অভীপ্সাতে। তাঁর আকূতি আর আমাদের অভীপ্সা একই শক্তির দ্বিদল রূপ। অগ্নিকে আধারে নিহিত করছি যখন, তার সঙ্গে প্রজাপতির আকূতিকেও করছি।

সহস্কৃত— সমস্ত বাধাকে গুঁড়িয়ে দেবার বীর্য বা 'সহঃ' হতেই জীবনে আগুন জ্বলে। তাই অগ্নি আবার 'সহসঃ সূনুঃ'ও।

উশিজম্— (-জ্ + ২এ) [√ বশ্ (চাওয়া) + ইজ্] কামনায় উতল। তিনি চান আমাদের নিঃশেষ সমর্পণ, তবেই তাঁর শিখা অধূমক জ্যোতি হয়ে জ্বলতে পারে।

হে দেবতা, জীবনের বেদিতে তোমাকে জ্বালিয়েছি আমার দুঃসাহসের বীর্য দিয়ে। প্রজাপতির নিগূঢ় এষণা, আমাকে গড়বেন তিনি নতুন করে'। সেই আকূতির সঙ্গে তোমার দাহকেও আজ বরণ করে নিলাম—তাঁর প্রকাশবেদনা আর তোমার জ্বালাকে নিহিত করলাম আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে।...এই-যে তোমার ব্যাকুল শিখা অধূমক জ্যোতি হয়ে জ্বলছে আমার গভীরে :

গভীরে তোমায় রেখেছি আমি—বরেণ্য তুমি—

রেখেছি 'দক্ষের' এষণার সাথে, আমার দুঃসাহস হতে আবির্ভূত, হে তপের শিখা!

হে অগ্নি, সুমঙ্গল দীপ্তি তোমার, কামনায় উতল তুমি।।

১১

অগ্নিং যন্তুরমপ্তুরমৃতস্য যোগে বনুষঃ।
বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে।।

'যন্তুরম্ অপতুরম্'— অগ্নি যেমন প্রাণসংবেগের প্রবর্তক (অপ্‌তুর), তেমনি তার নিয়ন্তাও বটে। প্রাণের প্লাবন যেমন চাই, তেমনি তাকে আবার খাতবাদী করতে জানা চাই। গীতার ভাষায় উৎসাহ এবং ধৃতি দুইই চাই।

ঋতস্য যোগে— [যোগ. cog. w. Lat. *jugum.* GK *Zugo´n* Goth. *juk* 'yoke'] লক্ষ্যার্থে ৭মী। ঋতের সঙ্গে যুক্তা হবার জন্য। **এইখানে যোগের সমাধি অর্থের আভাস আসে।**

বনুষঃ— (ষ্ + ১ব) [√ বন্ (চাওয়া, কামনা করা) + উষ্ : : 'বনঃ' কামনা < √ বন্ wishes, fights for, wins. cog. w. Lat. *Venus* 'love' < ***wen.*** 'to wish' OHG *'winnan'* to strive after, *wunsc* 'wish'] উতলা।

মহাব্যোমে ঋতের দীপ্তি ; তারই তরে হৃদয় উতলা, অন্তশ্চেতনা থরথর। তাঁকে পেতে অভীপ্সার আগুন জ্বালাতে হবে এই আধারে, বজ্রের বীর্যে ভাঙতে হবে আঁধারের বাধা। তাই প্রবুদ্ধ সাধকের অগ্নিসমিন্ধন নতুন জীবনের প্রভাতে। সেই তপোদেবতাই নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দেবেন প্রাণের প্লাবন, আবার রাশ টেনে সংহত করবেন তার সুষুম্ণ-সঞ্চার :

অগ্নিই নিয়ন্তা, প্রাণপ্রবাহের প্রবর্তক।
ঋতের সঙ্গে যুক্ত হতে উতলা সাধকেরা
টলমল হৃদয়ে বজ্রের বীর্যে সমিদ্ধ করেন তাঁকে।।

১২

উর্জো নপাতমধ্বরে দীদিবাংসমুপ দ্যবি।
অগ্নিমীলে. কবিক্রতুম্।।

উর্জো নপাতম্— ['উর্জ্' (অন্ন নিঘ. ২।৭) < √ বৃজ্ (মোচড়ানো, বাঁকানো) : : √ বৃধ > উর্ধ্ব, √ বৃ > উর্বী, উর্ণা ; Sct. *åvarjati* 'bends', Lat. *vergere* 'to bend', to turn, to incline; Lith. *verzin* 'to snare' < *wereg* to bend, *wer*—'to twist'. Cp. Lat. *urgere* < *wrg* 'to drive', Cog.w. Gk. ei´rgein < *wergj* to repress, Eng. *urge* ± ; ইষ্-এর সঙ্গে প্রায় সর্বদা যুক্ত। 'নপাৎ' (নপাদ ইতি অননন্তরায়া প্রজায়া : নামধেয়ম্, নির্ণততমা ভবতি নি. ৮।৫) নাতি, সন্তান ; 'ন-পিতৃ' *having no father* = 'nephew', 'grandson' (M) ; Lat. *nepo´s* 'nephew'. Lith *neputis* 'grandson' OE *nefa* 'grandson', Eng. nephew] 'উর্জ' রূপান্তর—সাধকের বীর্য যা চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শুধু 'ইষ' বা এষণা থাকলেই হবে না, চাই সমস্ত বাধাকে নির্জিত করে নতুন হবার উদ্যম। এই উর্জকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'সহঃ'। অগ্নি উর্জের নাতি, 'সহস্'-এর পুত্র। **অধ্বরে বা সুষুম্ণ নাড়ীর ঋজুপথে তিনি ছোটেন বায়ুকে জোর করে উপরের দিকে টানেন। সমস্ত ঋকটিতে কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির বিবৃতি।**

আমার মেরুতন্তুতে বিদ্যুন্ময় যে-ঋজুপথ, তাই বেয়ে তিনি চলেন উর্ধ্বাকর্ষণের বেগে সন্দীপিত হয়ে, ঝলমল হয়ে জ্বলে ওঠেন আমার মূর্ধন্য চেতনার দ্যুলোকে। সেই শিখাকে-ই আজ জ্বালিয়ে তুলি যাঁর কবিদৃষ্টিতে আছে সৃষ্টির বীর্য :

প্রবল সঙ্কর্ষণের সন্তান তিনি সুষুম্ণার ঋজুপথে,

ঝলমলিয়ে উঠেছেন ঐ যে দ্যুলোকের উপান্তে ;

সেই তপের শিখাকে জ্বালাই আমি যাঁর মাঝে আছে কবির সৃষ্টিবীর্য।

১৩

ঈলে.ন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।

সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা।।

ঈলে.ন্যঃ— [√ ঈড়্, (জ্বালানো, জাগানো, উদ্বুদ্ধ করা) + এন্য] তাঁকে জাগাতে হবে।

তিরস্তমাংসি দর্শতঃ— তু. 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' [তমঃ <u>temes</u> 'dark', Lat. *tenebrae* 'darkness' OHG <u>dinstar</u> 'dark'. Lith. *tamsa*_'darkness', O.S. *Thima* 'dark']

বৃষা— যাঁর সৌম্য বীর্য আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়।

তাঁকে জ্বালাতে হবে এই আধারে, নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে তাঁর মাঝে, ঐ যে জ্বলছেন তিনি জীবনের পুঞ্জিত তমিস্রার ওপারে। দেহকে ইন্ধন করে জ্বালিয়ে তুলেছি তাঁকে ; তিনিই ঝরাবেন আমার মাঝে দ্যুলোক হতে সৌম্যসুধার নির্ঝর :

তাঁকে জাগাতে হবে, যিনি নমস্য, —

পুঞ্জিত তমিস্রার ওপারে যিনি সুদর্শন।

সমিদ্ধ করছি সেই তপোদেবতাকে—যিনি সৌম্যচেতনার নির্ঝর।।

১৪

বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ।

তং হবিষ্মন্ত ইল.তে।।

বৃষঃ— বন্ধ্যা আধারে বীর্যবর্ষণ করে' তার মধ্যে নতুন প্রাণ জাগান যিনি। পৃথিবী গো, দ্যুলোক বৃষ, দ্যুলোকের বর্ষণে পৃথিবী প্রজাবতী—এ-উপমা প্রসিদ্ধ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মর্ত্যতনু গো, অগ্নি বৃষ।

অশ্বঃ— গতি ও শক্তির প্রতীক, গো ও বৃষ যেমন স্থিতির ও আলোর। [< √ অশ্ (ব্যাপ্ত করা, পৌঁছা + ব) ; Av. *aspa*, Lat. *equus* Gk. hippos for *ekows*, Lith. aszva, Goth, aihwa—, OE. *eoh* < ehw—, OHG *ehu*, OIr.. *ech*, w.*ep*] অগ্নি দ্যুলোক হতে পরমদেবতাকে আধারে বয়ে আনেন বিদ্যুতের গতিতে।

দেব-বাহনঃ— [বাহন < √ বহ্ *wegh—*, *wogh—* Lat. *vehere*, cp. Gk. e´khos for *wekhos*, *O´khos* for *wokhos* 'wagon', Goth. *(go) wigan* to move, carry]।

আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবে যাঁর তেজ, তাঁকে আজ জ্বালিয়ে তুলি—জ্বালাই তাঁকে যাঁর ক্ষিপ্রবেগ দেবতাকে দ্যুলোক হতে বয়ে আনবে এইখানে। আত্মাহুতির আয়োজন পূর্ণ হয়েছে যাদের, তারাই তো জ্বালায় তাঁকে :

বীর্য-বর্ষী এই অগ্নিকে সমিদ্ধ করি আধারে, —

অশ্বের মত দেবতাকে বয়ে আনেন যিনি।

তাঁকে জাগায় তারা—যাদের আছে আহুতির উপচার।।

১৫

বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি।

অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ।।

বৃষণঃ— (-ন্ + ১ব) তোমার যেমন সৃষ্টির সামর্থ্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে ; আমরা তোমার 'সযুজ্'। দেবতার যজনে দেবতা হওয়াই সাধনার চরম। তিনটি ঋকেই অগ্নিকে বিশেষ করে 'বৃষ' রূপে স্তুতি করা হচ্ছে। অগ্নি আর সোম তন্ত্রে শিব-শক্তি।

সৌম্যসুধার নির্ঝর তুমি, উষর ক্ষেত্রকে উর্বর কর, —বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তোমার আলো। আমরাও যে পেয়েছি সৃষ্টির বীর্য তোমার ছোঁয়ায় ; আজ জ্বালাই তোমায় প্রাণের উত্তরবেদিতে, হে তপের শিখা :

সৌম্য সুধার নির্ঝর তুমি। তোমাকে আমরা, হে নির্ঝর,

নির্ঝর হয়ে সমিদ্ধ করি এই আধারে।

হে অগ্নি, তোমার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে বৃহৎ হয়ে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
অষ্টাবিংশ সূক্ত

১

অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোল.াশং জাতবেদঃ।
প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো।।

জুষস্ব— [√ জুষ্ (সম্ভোগ করা, তৃপ্ত হওয়া) + লোট্স্ব ; Lat. *gustare* 'to taste < *geus* 'to taste, pick out, choose', Goth. *Kustus* 'taste', Germ—*Kostem* 'to taste, try' ; cp. OE ceósan, Eng. choose] তৃপ্ত হও, সম্ভোগ কর।

পুরোল.াসম্— [পুরস্ + দাশ্ = পুরহ্‌ + ডাশ্ > পুরোল.াস] সামনে যা ধরে দেওয়া হয়েছে।

প্রাতঃসাবে— ভোরের বেলায় প্রথম সোমরস নিঙড়ে দেওয়া হয় যখন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সৌম্যসুধার প্রথম ক্ষরণ হয় মণিপুর পদ্ম হতে। উড্ডীয়ানবন্ধ দ্বারা নাভিকে মেরুদণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে সুষুম্না নাড়ীতে একটা চাপের সৃষ্টি করতে হয়। সেই চাপ মূলাধারের কন্দর্পবায়ুকে সুষুম্নার ভিতর দিয়ে টেনে তোলে। শক্তিচালনার এই প্রথম অনুভবকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় 'আনন্দ'। যোগীর নাভি গভীর হবে, তার ভুঁড়ি থাকবে না—এইসব দেহলক্ষণের কথা ওঠে এই জন্যে। কামশক্তিকে নাভিতে আনতে পারলে সোমযাগের প্রথম সবন-সমাধি হয়।

হে তপোদেবতা, আমার জন্মাবর্তনের সাক্ষী তুমি, আমার চেতনায় তুমি ধ্যানের দীপ্তি। প্রভাতের প্রথম আলোয় আধারের বহ্নিকমল হতে তোমায় নিঙ্ড়ে দিলাম সোমের ধারা ; আর এই-যে সামনে ধরেছি আহুতির উপচার। তুমি তা গ্রহণ কর, নন্দিত হও তার আস্বাদনে :

হে তপোদেবতা, আস্বাদন কর আমাদের আহুতি—

সামনে-ধরা এই 'পুরোল.াস', হে জন্মধারার সাক্ষী!—

আস্বাদন কর তাকে 'প্রাতঃসবনে', হে ধ্যানচেতনার দীপ্তি!

২

পুরোল.া অগ্নে পচতস্তুভ্যং বা ঘা পরিষ্কৃতঃ।

তং জুযস্ব যবিষ্ঠ্য।।

পচতঃ— (-ত + ১ব) [পচ্ + অত] পরিপক্ব, সেঁকা।

পরিষ্কৃতঃ— ভাল করে তৈরী। দুটিই পুরোডাশের বিশেষণ। খাঁটি কর্মকাণ্ডের ঋক্।

['ভাষ্য' নিষ্প্রয়োজন।]

এই-যে পুরোডাশ, হে তপোদেবতা, সেঁকা হয়েছে

তোমার জন্যে, আবার তৈরী করা হয়েছে নিখুঁত করে' ;

তাকে আস্বাদন কর, হে তরুণতম।

৩

অগ্নে বীহি পুরোল.াশমাহুতং তিরো অহ্ন্যম্।
সহসঃ সূনুরস্যধ্বরে হিতঃ।।

আহুতং তিরো অহ্ন্যম্— ['তিরোঅহ্ন্য' —একদিন পার করে, বাসী ; সোমরস একদিন রাখবার পর গেঁজে ওঠে যখন] একদিনের বাসী আহুতি।

আমার এই দেহ তোমার পুরোডাশ, আমার প্রাণ তোমার তরে উন্মাদন সোমের ধারা। সব তোমায় আহুতি দিলাম, হে তপোদেবতা, তাদের গ্রহণ করে নন্দিত হও তুমি। আমার অধৃষ্য সাধনার কঠিন বীর্য হতে তোমার আবির্ভাব, তোমাকে আমি স্থাপন করেছি উত্তরায়ণের ঋজুপথের গঙ্গোত্রীতে :

হে তপোদেবতা, আস্বাদন কর এই পুরোডাশ,
একদিন-জিইয়ে-রাখা এই সোমের আহুতি।
দুঃসাহসের তনয় তুমি—আছ ধূর্তিহীন সাধনার মূলে নিহিত।।

৪

মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদঃ পুরোল.াশমিহ কবে জুষস্ব।
অগ্নে যহ্বস্য তব ভাগধেয়ং ন প্র মিনন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।।

মাধ্যন্দিনে সবনে— দুপুরবেলা সোম ছেঁচা হয় যখন, তখন ইন্দ্র এই সবনের প্রধান দেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সৌম্য সুধা তখন ক্ষরিত হয় হৃদয়ের অনাহত পদ্ম থেকে। উড্ডীয়ানবন্ধের দরুণ হৃদয় তখন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, পেছনের মেরুদণ্ডে একটা চাপ অনুভব হয়। তন্ত্রের ভাষায় 'আনন্দ' রূপান্তরিত হয় 'পরমানন্দে'। তার ইশারা পাই 'হৃদ্যসমুদ্র' কথাটিতে।

যহ্বস্য— প্রাণচঞ্চলের।

ন প্র মিনন্তি—[< √ মি (খণ্ডিত করা, কম করা, খাটো করা) : Lat. *minuere* 'to reduce, lessen'. Gk. *min˜uchein* 'to diminish, weaken' Goth. *mins*, OE, OHG min (u) small] একটুও কম করেন না। অভীপ্সার বেগকে শিথিল হতে দিতে নাই কখনও।

'বিদথেষু ধীরাঃ'— বিদ্যার সাধনায় ধ্যানীরা (মনের আগুনকে কখনও স্তিমিত হতে দেন না)।

হে জাতবেদা, এই-যে আমার হৃদয়-গগন মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ঝলমল ; আধারকমল হতে পরমানন্দের ধারা পৌঁছল এসে এইখানে। এইখানে তোমায় দিলাম আমার যা-কিছু ছিল, ওগো কবি ; তোমার অতৃপ্ত আকৃতি এবার তৃপ্ত হোক্। ...হে তপোদেবতা, তুমি প্রাণচঞ্চল, লেলিহান তোমার শিখা ; তাদের ক্ষুধা মেটাতে কুণ্ঠা তো নাই ধ্যানীদের। তাঁরা জানেন, মহাবিদ্যার অতন্দ্র সাধনায় তোমায় এতটুকু ম্লান হতে যে দিতে নাই :

মাধ্যন্দিন সবনে, হে জাতবেদা,
পুরোল.াশ এনেছি এই-যে ; তাকে, হে কবি, কর আস্বাদন।
হে তপের শিখা, প্রাণচঞ্চল তুমি ; তোমার ভাগকে
এতোটুকুও খাটো করবেন না বিদ্যার সাধনায় ধীরেরা।।

৫

অগ্নে তৃতীয়ে সবনে হি কানিষঃ পুরোল.াশং সহসঃ সূনবাহুতম্।
অথা দেবেষ্বধ্বরং বিপন্যয়া ধা রত্নবন্তমমৃতেষু জাগৃবিম।।

তৃতীয়ে সবনে— সন্ধ্যায় তৃতীয়বার সোম ছেঁচা। অশ্বিদ্বয় প্রধান দেবতা ; তাঁরা লোকোত্তরের দিশারী। **অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমের ধারা এল ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে—জালন্ধরবন্ধের টানা। কণ্ঠে একটা চাপ তাইতে চেতনা ঠিকরে ওঠে ঐখানে। তন্ত্রের ভাষায় আজ্ঞাচক্রে 'বিরমানন্দ', প্রাণের ভাষায় 'মদন-দহন'। কাম এইখানে অনঙ্গ, এইখানে রুদ্রাণীর অতনু বন্ধনে বাঁধা পড়েন মহেশ্বর।**

কানিষঃ— [√ কন্ (চাওয়া, কামনা করা) cp. Lat. **cårus** 'dear ; beloved'. See 'charity'] চেয়েছ, উতলা হয়েছ।

বিপন্যয়া— [ক্রি. বিণ] প্রশংসনীয়ভাবে, নিপুণতার সঙ্গে।

ধাঃ— নিহিত কর, নিয়ে যাও।

রত্নবন্তম্— যে ঋজুপথে আছে ঋতচেতনার দীপ্তি।

জাগৃবিম্— যে-সাধনা অতন্দ্র।

আমার ভ্রূমধ্যের গোধূলি-আকাশে এল সোমের ধারা। এইখানে কি চেয়েছিলে তুমি, হে দেবতা, —দুঃসাহসের বীর্যে তোমায় জ্বালিয়ে তুলে আহুতি দিই আমার সব-কিছু? ...আকূতি তোমার তৃপ্ত হল?...এইবার তবে, হে নিপুণ দিশারী, আমার এই প্রমাদহীন পথ-চলাকে উত্তীর্ণ কর লোকোত্তর দিব্যধামে—আমার যে-চলাকে উজ্জ্বল রেখেছে তোমারই দেওয়া ঋতচেতনার দীপ্তি, যে-চলা অমৃতের পিপাসায় অতন্দ্র :

হে তপোদেবতা, তৃতীয় সবনে যে উতলা হলে

পুরোল.াশের আহুতির তরে, হে দুঃসাহসের বীর্যে জাত!

এইবার তবে বিশ্বদেবের মাঝে আমার সোজা-চলাকে নিহিত কর—

যে-চলা ঋতদীপ্তিতে ঝলমল, অমৃতের অভিমুখে অতন্দ্র।

৬

অগ্নে বৃধান আহুতিং পুরোল.াশং জাতবেদঃ।

জুষস্ব তিরোঅহ্ন্যম্।।

বৃধানঃ— [√ বৃধ(বেড়ে চলা) + আন ; ভা. 'বর্ধমান'] বেড়ে চলেছেন যিনি।

হে তপের শিখা, আমার নবজন্মের সাক্ষী তুমি, — চল, এবার সব ছাপিয়ে উজান চল! এই-যে আমার তনুর উপচার, এই-যে আমার নিরুদ্ধ প্রাণের উন্মাদনা—এরা তোমায় নন্দিত করুক, হে দেবতা!

হে তপোদেবতা, সব ছাপিয়ে বেড়ে চলেছ। আমার আহুতিরূপে

এই-যে পুরোল.াশ, হে জাতবেদা,

এই-যে একদিন-জিইয়ে-রাখা সোমের ধারা, —তাদের কর আস্বাদন।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
ঊনত্রিংশ সূক্ত

ভূমিকা

সূক্তটি অগ্নিমন্থনের বর্ণনা। তাই এর মধ্যে কর্মের কথাই বেশী। কিন্তু কর্মকথার পিছনে উঁকি দিচ্ছে উপনিষৎ বা রহস্যের বাণী।

১

অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতম।
এতাং বিশ্‌পত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম্ পূর্বথা।।

অধিমন্থনম্— অগ্নিমন্থনের জন্য দণ্ড ও রজ্জু ইত্যাদি।

প্রজননম্— আগুন ধরাবার জন্য কুশের আঁটি।

বিশ্‌পত্নীম্— [বিশ্‌পতির স্ত্রীলিঙ্গ] প্রবর্তসাধকের ধাত্রী, অধরারণি। উপনিষদে এ হল শরীর—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। শরীরই সাধনার আদি উপাদান। তপস্যার দ্বারা দেহকে প্রতপ্ত করতে হবে, তবে দেবতাকে এই আধারেই দেখতে পাব।

আ ভর— নিয়ে এস।

পূর্বথা— আগের মত।

['ভাষ্য' নিষ্প্রয়োজন।]

এই যে রয়েছে 'অধিমন্থন',—

তৈরী রয়েছে আগুন ধরাবার উপকরণ ;

প্রবর্তসাধকের এই-যে ধাত্রী, —তাঁকে নিয়ে এস :

অগ্নিমন্থন করব আমরা আগেরই মত।

২

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু।

দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।।

অরণ্যোঃ— দুটি অরণিতে। উপনিষদে শরীর অধরারণি, প্রণব উত্তরারণি। সমস্ত অগ্নিমন্থন ব্যাপারটাই ধ্যানের অভ্যাসমাত্র। প্রণব বা ব্রহ্মবীজ আলো হয়ে ছড়িয়ে আছে আকাশময়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাকে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনতে হবে হৃদয়ে একটি জ্যোতির ধারার মত, ডুবিয়ে দিতে হবে চেতনার গভীরে। এই হল উত্তরারণির কাজ। প্রণবের অভিঘাতে দেহের চেতনা সাড়া দেবে, প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তির ভাবনায় ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়বে প্রশ্বাসের সঙ্গে। এই হল অগ্নিমন্থনের উপনিষৎ।

গর্ভঃ— ভ্রূণ, শিশু। প্রত্যেক আধারে অগ্নি চিদ্‌বীজরূপে নিহিত আছে। অনেক গর্ভিণীতে (গর্ভিণীষু) একটিমাত্র গর্ভ। আধার অনেক, কিন্তু অগ্নি একই।

দিবে-দিবে— দিনের পর দিন। এই হল অতন্দ্র অভ্যাসযোগ।

ঈড্যঃ— অগ্নি 'নিহিত' রয়েছে, তাকে জাগাতে হবে।

জাগৃবদ্ভি র্হবিষ্মদ্‌ভির্মনুষ্যেভিঃ— নিত্যজাগ্রত বা অপ্রমত্ত থেকে, সব-কিছু উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত থেকে আগুন জ্বালাতে হবে। কোথাও আঁট থাকবে না —এই হল হবিঃসমর্পণের তাৎপর্য ; তামসিক আড়ষ্টতা এতে শিথিল হবে। নিত্যজাগ্রত চেতনায় দূর হবে রাজসিক চাঞ্চল্য।

এই আধারের গভীরে আর ঐ দ্যুলোকের বৈপুল্যে পরমদেবতা নিহিত করেছেন জীবজন্মের সাক্ষীকে। চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ ভ্রূণের মত সঙ্গোপনে পুষ্ট হচ্ছে ভূতপ্রকৃতির গর্ভাশয়ে। দিনের পর দিন অতন্দ্র থেকে, আসক্তির সমস্ত বন্ধন শিথিল করে মানুষকে তা জ্বালিয়ে তুলতে হবে অন্তরের অধূমক শিখার আকারে :

দুটি অরণিতে নিহিত এই জাতবেদা —
ভ্রূণের মত সযত্নে রোপিত তিনি গর্ভিণীদের মাঝে ;
দিনে-দিনে জাগিয়ে তুলবে নিত্য-জাগ্রত
উৎসর্গ-উৎসুক মানুষেরা সেই অগ্নিকে।

৩

উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্তসদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান।
অরুষস্তূপো রুশদস্য পাজ ইল.ায়াস্পুত্রো বয়ুনেঽজনিষ্ট।।

উত্তানায়াম্ অব ভর— অধরারণিতে নামিয়ে আন। অধরারণি মাটিতে পাতা থাকে ; তাই সে পৃথিবী বা দৈহ্য চেতনার প্রতীক।

চিকিত্বান্— সচেতন থেকে, 'সাক্ষী চেতাঃ' হয়ে। এই হল প্রতিমুহূর্তে সজাগ থাকা, অপ্রমত্ত থাকা। তু. বুদ্ধদেবের 'স্মৃতি-প্রস্থান'।

প্রবীতা— ['নিষিক্ত রেতস্ক' (সা.)] আহিতগর্ভা।

বৃষণং জজান— অধরারণি যে-অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তিনিই আবার রেতোধা হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন সব ঠাঁই। যে-অগ্নি পুত্র, সেই অগ্নিই আবার পিতা, —আধারকে আগুন করে তার বন্ধ্যাত্ব দূর করেন।

অরুষ স্তূপঃ— অরুণস্তম্ভের মত শিখা যার। এ শিখা সুষুম্ন-সঞ্চারী। এই হতে শিবলিঙ্গের কল্পনা।

ইল.ায়াস্পুত্রঃ— ['ইল.া' উত্তরবেদি (সা)] পৃথিবীর ব্যাকুল এষণা হতে জাত। 'ইল.া' পৃথিবী। অগ্নি জন্মেছেন অধরারণিতে বা পৃথিবীতে বা দেহের নাড়ীচক্রে। এই চক্র তন্ত্রমতে নাভি, হৃদয় বা ভ্রূমধ্য। হঠযোগে নাভি অগ্নিস্থান।

বয়ুনে— পথে, সুষুম্নবিবরে।

চেয়ে থাক ; চোখের পলক যেন না পড়ে। এই-যে সূর্যমুখী আকৃতি নিয়ে মাটির 'পরে নিঃশব্দে আপনাকে বিছিয়ে দেওয়া—তার 'পরে নামিয়ে আন চিদগ্নির ভ্রূণ। ...এই-যে চিদ্বীজ নিষিক্ত হল অধর-অরণিতে—জন্মাল এক অগ্নিশিশু, রেতোধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আধারময়। সুষুম্নার প্রণালিকায় লেলিহান এক অরুণস্তম্ভ, —তার তেজ ঝলমল করছে নাড়ীতে-নাড়ীতে। ... পার্থিব এষণার নবজাতককে এই-যে দেখছি :

উত্তান অরণিতে নামিয়ে আন তাঁকে অপলক থেকে ;

এই-যে আহিত হল বীজ, —বীর্যের নির্ঝরকে সে জন্ম দিল।

অরুণ স্তম্ভ তিনি, ঝলমল তাঁর তেজ ;

ইল.ার পুত্র সুষুম্না-পথে জন্ম নিলেন।।

৪

ইল.ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।

জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোল্.হবে।।

ইল.ায়াঃ পদে—পৃথিব্যা নাভা অধি—ইল.ায়াস্পদ কোথায়, না পৃথিবীর নাভিতে। তন্ত্রের ভাষায় মণিপুরচক্রে। সেইখানে আগুন জ্বালাতে হবে দেবতার কাছে আহুতি বয়ে নেবার জন্য। নাভি নীচের আর উপরের চেতনার মধ্যে—সেতুর মত। নাভিতে ব্রহ্মগ্রন্থি ; তাকে ভেদ করতে পারলেই প্রাণ উর্দ্ধগামী হবে। শারীর দৃষ্টিতে নাভি পাচক-অগ্নির স্থানরূপে কল্পিত। আহারদ্বারা জীবনধারণ, তার শক্তিকেন্দ্র নাভিতে। তার নীচে আর-দুটি কেন্দ্রের ক্রিয়া প্রজনন ও সুষুপ্তি। আহার তবুও সাত্ত্বিক চেষ্টা ; প্রজনন রাজসিক, সুষুপ্তি তামস। আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি ; প্রাণাগ্নিহোত্রের উদ্দেশ্য তাই। আমি খাচ্ছি না, দেবতাকে খাওয়াচ্ছি, এই দেহের উত্তরবেদিতে যে-আগুন জ্বলছে, তাতে আহুতি দিচ্ছি। আহুত অন্ন প্রাণ আর মন হয়ে উজান বইছে।

এই পার্থিব আধারের মধ্যবিন্দুতে, আমাদের মণিপুরে উর্দ্ধমুখ হয়ে ফুটেছে এষণার 'রক্তোৎপল'। হে জীবনদেবতা, তোমার শিখাকে আমরা নিহিত করলাম সেইখানে। প্রতি নিঃশ্বাসে যা-কিছু গ্রহণ করছি জগৎ থেকে, তাই

ওখানে আহুতি দিচ্ছি তোমার মাঝে ; তুমি তাকে চিন্ময় করে বয়ে নিয়ে চল উজান-ধারায় :

তোমায় আমরা ইল.ার ভূমিতে, এই পৃথিবীর নাভিতে,
হে জাতবেদা, নিহিত করছি—
হে তপোদেবতা, আমাদের আহুতিকে বহন করবে বলে।

৫

মন্থতা নরঃ কবিমদ্বয়ন্তং প্রচেতসমমৃতং সুপ্রতীকম্।
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরস্তাদগ্নিং নরো জনয়তা সুশেবম্।।

মন্থত নরঃ— অগ্নিমন্থন বীরের কাজ। শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে তা করতে হয়। তু. 'অতো যান্যন্যাণি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনম্...অপ্রাণন্নন পানংস্তানি করোতি (ছা.উ. ১।৩।৫)

অদ্বয়ন্তম্— ['দ্বয়া' চিত্তের দ্বৈধভাব বা চাঞ্চল্য ; তু. 'দ্বয়াবী' x 'অদ্বয়াবী'] নির্দ্বন্দ্ব একতানতার দিকে চিত্তকে নিয়ে যান যিনি।

সুপ্রতীকম্— ['প্রতীক', 'প্রত্যক্' সামনে, কাছে, গভীরে x 'পরাক্'] অন্তরে সুসংহত, বিন্দুরূপে আবির্ভূত।

যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমম্— উৎসর্গভাবনার প্রথম চেতনা আনেন যিনি। ভিতরে আগুন না জ্বললে দেবতাকে দেবার কথা মনে পড়ে না।

পুরস্তাৎ— সামনে আছেন যিনি দিশারী হয়ে।

সুশেবম্— ['শেব' < √ শী + ব : : 'শিব' প্রশান্ত আনন্দ—পরিপূর্ণ

বিশ্রান্তিতে যা পাওয়া যায়] সুমঙ্গল প্রশান্তি যিনি। আগুনের শিখা মিলিয়ে যায় আকাশে, বরুণের রহস্যলোকে। জীবনের পরিসমাপ্তি সার্থক মৃত্যুতে।

বারবার ধ্যাননির্মন্থন দ্বারা আধারে আগুন জ্বালিয়ে তোল, হে বীর-সাধক! সে-তপোদেবতা তোমাদের চেতনার পুরোভাগে উত্তরায়ণে নিত্য দিশারী, তোমাদের উৎসর্গের প্রথম প্রৈতির নিশানা তিনি। তোমাদের বিক্ষিপ্ত ভাবনার কেন্দ্রে তিনি চিদ্‌ঘনবিন্দুর দ্যুতি, তোমাদের দ্বিধান্দোলিত চিত্তের একতান পর্যবসান তিনি, —আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে ফোটান দিব্যদর্শনের প্রভাস, মৃত্যুর মাঝে আনেন অমৃতের আশ্বাস, চেতনার উপচীয়মান প্রসারে প্রপঞ্চোপশমের আনন্দ আনেন তিনি বিজ্ঞানসিদ্ধির চরম ভূমিতে। হে বীর, তাঁকে জ্বালাও—জাগাও তাকে অন্তরের গভীর কন্দরে :

মন্থন কর, হে বীরেরা, সেই কবিকে, একতানতার যিনি প্রবর্তক,
যিনি 'প্রচেতা', অমৃত এবং গভীরে বিন্দুঘন।
উৎসর্গভাবনার প্রথম সূচনা যিনি, আছেন তোমাদের পুরোভাগে, —
সেই শিখাকে, হে বীরেরা, জ্বালাও অন্তরে। সুমঙ্গল প্রশান্তি তিনি।।

৬

যদী মন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতেঽশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা।
চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ পরি বৃণক্ত্যশ্মনস্তৃণা দহন্।।

যদি মন্থন্তি বাহুভিঃ— এটুকু বাইরের অগ্নিমন্থনের বর্ণনা। তারই সঙ্গে আছে অন্তরের মন্থনের ইঙ্গিত।

অশ্বো ন বাজী— বলবান বা বেগবান অশ্বের মত। 'অশ্ব' 'বাজ', 'বীর্য' সবার মূলে একই ভাব। পথের বাধাকে হটাবার জন্য বীর্য চাই।

অরুষঃ— চঞ্চল অরুণ শিখা। লক্‌লক করে উপরপানে উঠে যাচ্ছে, তাই চঞ্চল।

বনেষু— শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, —কামনা এবং বন দুই-ই বোঝায়। পৃথিবীর বুকে বন প্রাণের প্রথম বিভূতি—আচ্ছন্ন, এলোমেলো। অথচ তার মধ্যে আগুন লুকানো আছে। মন্থনে কাঠে আগুন ধরে, তারপরে কাঠ অগ্নিময় হয়ে যায়। দেহও এমনি করে মন্থনের ফলে যোগাগ্নিময় হয়।

চিত্রঃ— স্পষ্ট লক্ষ্য হয় যাকে, উজ্জ্বল।

অশ্বিনোঃ যামন্— অশ্বিদ্বয়ের পথে। অশ্বীরা রাত্রির আঁধার চিরে চলেন। সুষুম্নার পথ বেয়ে আগুনের শিখাও তেমনি চলেছে। ঋকের বাকীটুকু, বাধা হটিয়ে চলার বর্ণনা।

অনিবৃতঃ— অনিবার, যাকে ঠেকানো যায়না।

পরিবৃণক্তি— [< √ বৃজ্ (মোচড়ানো > ভাঙা)] গুঁড়িয়ে দেয়।

অশ্মনঃ— (-ন্ + ২ব) পথের। তামসিকতার প্রতীক।

তৃণানি দহন্— বনস্পতি যেমন বৃহতের কামনা, তেমনি তৃণ লতা গুল্ম প্রভৃতি ছোট-ছোট কামনা।

বাহু দিয়ে অগ্নিমন্থন করে ওরা। সেই বাইরের আগুন জ্বলে ওঠে আধারের নাড়ীতে-নাড়ীতে। প্রাণবাসনার বনে আগুন ধরে যায়, সব কামনা আকূতির রক্তশিখা হয়ে মহাবীর্যে ফুঁসে ওঠে আকাশপানে। আধারের গভীরে আঁধার পথ—অশ্বিযুগলের গোপন অভিসারের আলোক-রেখায় চিহ্নিত। সেই পথ

বেয়ে উত্তরবাহিনী অগ্নিশিখা ছুটে চলে দুর্বার বেগে—আড়ষ্ট চেতনার শিলাভারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাসনার জঞ্জালকে পুড়িয়ে দিয়ে :

যখন মন্থন করে তাঁকে বাহু দিয়ে ওরা, ঝলমলিয়ে ওঠেন তিনি,
অশ্বের মত বজ্রের বেগে চঞ্চল তিনি বনে-বনে ;
ঝলমল হয়ে যেন পথ বেয়ে চলেন অশ্বীদের, দুর্বার গতি :
গুঁড়িয়ে দেন পাথর যত, তৃণকে করেন দগ্ধ।

৭

জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানো বাজী বিপ্রঃ কবিশস্তঃ সুদানুঃ।
যং দেবাস ঈড্যং বিশ্ববিদং হব্যবাহমদধুরধ্বরেষু।।

চেকিতানঃ— সব দেখছেন যিনি, সাক্ষী। চেতনা সবার মাঝে আছে ; কিন্তু তা আত্মচেতনা হয়ে ফুটলে তবে আগুন জ্বলে।

কবিশস্তঃ— অগ্নি স্বয়ং কবি ; তাঁর ছোঁয়ায় সাধকের দৃষ্টি খুলে যায়, হৃদয় দুলে ওঠে—সেও হয় কবি। মানুষ কবি তখন দিব্যকবিকে নেয় বরণ করে'।

বিশ্ববিদম্— সর্বজ্ঞ।

এই-যে আমার আধারে প্রদীপ্ত আবির্ভাব তাঁর, আমার প্রবৃত্তির প্রতিটি স্পন্দনের 'পরে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তাঁর বজ্রের তেজ, তাঁর আকম্প্র আকৃতি আমার কবিচিত্তকে আজ মুখর করেছে তাঁর বন্দনায়। ...তাঁর স্নেহে কার্পণ্য নাই, তাঁর প্রজ্ঞানের নাই আবরণ। উৎসর্গকে পরমদেবতার কাছে বয়ে নেবেন বলে তাঁকে

যে জ্বালাতে হবে জীবনবেদিতে : তাইতো উত্তরায়ণের আদিবিন্দুতে বিশ্বদেবতা করলেন তাঁকে প্রতিষ্ঠিত :

জন্মেই এই তপের শিখা ঝলমলিয়ে ওঠেন—চেয়ে দেখেন সব-কিছু ;

তিনি বজ্রতেজা, আকৃতিতে কম্পমান, কবিকণ্ঠে প্রশস্তি তাঁর, অনায়াস তাঁর দাক্ষিণ্য।

তিনি 'ঈড্য', তিনি বিশ্ববিৎ। দেবতারা

এই হব্যবাহনকে নিহিত করেছেন উত্তরায়ণের ঋজুপথের মাঝে।।

৮

সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ত্‌ সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ।

দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্ যজমানে বয়ো ধাঃ।।

স্ব উ লোকে— তোমার আপন ধামে, এই আধারে। তু. 'বধর্মানঃ স্বে দমে'।

চিকিত্বান্— সাক্ষীরূপে। আধারে অনিমেষ থেকে সব দেখছেন তিনি। অগ্নি চৈত্যসত্ত্ব, তাঁকে সাক্ষী রেখে সব-কিছু করবার অভ্যাস চাই— এই হল সাধকের দিকের কথা।

সাদয়— স্থাপিত কর।

সুকৃতস্য যোনৌ— [উত্তমলোকে (সা)] দিব্যভাবের প্রেরণায় ছন্দোময় যে-কর্ম তাই 'সুকৃত' বা 'ঋত'। তার 'যোনি' বা উৎস উত্তমজ্যোতির ধাম যা বিশ্বের তাবৎ শক্তিস্পন্দের গঙ্গোত্রী।

আমাদের উৎসর্গের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কর সেইখানে—যজ্ঞের ফল হোক 'সুকৃত' বা দেবাবিষ্ট ছন্দোময় কর্ম।

দেবাবীঃ— পরম দেবতাকে ঘিরে আছেন যিনি। অগ্নি তাঁর ছটা ; আবার সেই ছটাই তার হিরণ্ময় আবরণ।

বৃহৎ বয়ঃ— [বয়ঃ < √ বী (সম্ভোগ করা) Lat. *vis*. physical mental strength ; cog. w Gk. *is* for *wis´* 'strength', force, nerve, 'sinew'] অক্ষয় তারুণ্য—যোগাগ্নিময় শরীরের যা স্বাভাবিক ধর্ম। তু. 'কায়সম্পৎ' (পতঞ্জলি)।

এ-আধারই তো তোমার আপন ঘর—এইখানে সুপ্রতিষ্ঠ হও আকৃতির উর্ধ্বশিখা হয়ে। তোমার নিত্যসজাগ দৃষ্টির সম্মুখে চলুক আমার প্রতিমুহূর্তের আত্মোৎসর্গের সাধনা,—তাকে উত্তীর্ণ কর তুমি পরমব্যোমের সেই গঙ্গোত্রীতে, বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ কর্মের ধারা উৎসারিত হচ্ছে যেখান থেকে। এই আধারে গুহাহিত পরমপুরুষের জ্যোতিঃপরিবেশ তুমি, বিশ্বদেবতার দীপ্তিকে ফুটিয়ে তোল এইখানে, যে তোমাকে সব দিয়েছে তার সত্তায় দীপ্ত কর যোগাগ্নিময় তারুণ্যের বিপুল ছটা :

নিষণ্ণ হও, হোতা, তোমার আপন ধামে, অনিমেষ দৃষ্টি মেলে,—
প্রতিষ্ঠিত কর উৎসর্গের সাধনাকে ছন্দোময় কর্মের উৎসমূলে।
দেবতাকে আগলে আছ, —দেবতাদের ফোটাও এবার :
উৎসর্গ-সাধকের মাঝে বৃহৎ তারুণ্যকে কর নিহিত।।

৯

কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়োহস্রেধন্ত ইতন বাজমচ্ছ।

অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরো যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যূন্।।

ধূমম্— [< √ ধূ (কাঁপা), Lat. *fümus* 'smoke, vapour, steam', cog. w. Gk. *thümós* 'soul, life, breath', O. slav *dymü* 'smoke, vapour', O.E. *düst* 'dust'] কাঠের মাঝে লুকানো আগুন প্রথম দেখা দেয় ধোঁয়া হয়ে, তারপর শিখার আকারে। ভাগবতে তম রজঃ সত্ত্ব তিনগুণের ক্রমবিকাশের দৃষ্টান্তরূপে এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে 'ধূম' বলতে বুঝতে হবে বাষ্পল চেতনা ; শ্বেতাশ্বতরে তার বর্ণনা আছে। একে বলা যায় সত্ত্বের ক্রিয়া বা সত্ত্বাভিমুখী রজঃ।

বৃষণম্— সমর্থ, সার্থক, কেননা এই শুভ্র ধূম-ই অধূমক জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবে। আধার চিন্ময় হবে তার অমৃতপ্লাবনে।

অস্রেধন্তঃ— অপ্রমত্ত হয়ে।

বাজম্— বজ্রযোগের সাধনা, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে বহির্মুখ প্রাণ অন্তঃশীল ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়। [< √ বজ্ (সমর্থ হয়ে বেড়ে চলা), Lat. *augére* 'to increase' < base aug in Goth, *aukan* 'increase', O.H.G. *ouhhón,* OE *éacian* 'to increase'. Lith. *áugu* 'I grow', Gk. *aúxó* 'I increase'. also cp. ওজঃ oug ব্রহ্মণম্ q.v. (under 'wax')]

পৃতনাষাট্— ['পৃতনা' < √ স্পৃ, স্পৃৎ (লড়াই করা, জিনে নেওয়া)] বিরুদ্ধ শক্তির স্পর্ধাকে নুইয়ে দেন যিনি।

দস্যূন্— [তু. 'দাস-দস্যু-দস্র'] আততায়ী, বিরুদ্ধশক্তি।

হে বন্ধুগণ, উত্তরায়ণের পথিক তোমরা, আমার আত্মার আত্মীয়। ধ্যাননির্মন্থনের দ্বারা অন্তরিক্ষে সৃষ্টি কর চেতনার বাষ্পল জ্যোতিঃপুঞ্জ, যা সংহত হয়ে অমৃতনির্ঝরে ঝরে পড়বে এই আধারে। নাড়ীতে-নাড়ীতে চাই বজ্রের ঝলক; তার জন্যে অন্তর্মুখ একাগ্রভাবনাকে করতে হবে অপ্রমত্ত। এই তপোদেবতার অনায়াস বীর্যই নুইয়ে দেয় বিরুদ্ধশক্তির স্পর্ধাকে। আমাদের তপশ্চেতনাকে আশ্রয় করেই বিশ্বদেবতা আততায়ী বৃত্রশক্তির অভিযানকে করেন পর্যুদস্ত :

রচ জ্যোতির্বাস্পের পুঞ্জ, যা হবে অমৃতের নির্ঝর, হে সখারা, —
অপ্রমত্ত থেকে এগিয়ে চল বজ্রসিদ্ধির পানে।
এই অগ্নিই বিরুদ্ধশক্তিকে নুইয়ে দেন তাঁর অনায়াস বীর্যে :
তাঁকে দিয়েই বিশ্বদেবতা অভিভূত করলেন দস্যুদের।।

১০

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিযো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আ সীদাথা নো বর্ধয়া গিরঃ।।

যোনিঃ— অধরারণি বা আধার, যার মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হবে।

ঋত্বিযঃ— কালোচিত। 'ঋতু' কালের ছন্দ বোঝায়। অগ্নির আধান ব্রাহ্মণের পক্ষে বসন্তকালে—সংবৎসরের যা উষা। শাক্তের কাছে তাই হল দেবীর বোধনকাল। একটা নির্দিষ্টকাল পার হলে তবে প্রাণে আত্মচেতনা জাগে।

তং জানন্ আসীদ— তাকে জেনে তাতে আসন নাও। অগ্নি 'চিকিত্বান্'— আধারের সমস্ত ব্যাপারের সাক্ষী। তাঁর বিজ্ঞানে জীবকে করে আত্মসচেতন।

গিরঃ— আত্মোদ্বোধনের বাণী।

এই-যে প্রাতিভসংবিতের অরুণ ছোঁয়ায় উন্মুখ আছে আমাদের আধার। এরই মাঝে তুমি জ্বলে ওঠ, এখান হতেই তোমার দীপ্তি ছড়িয়েছে ভূলোকে, লুটিয়েছে দ্যুলোকে। তুমি অন্তশ্চেতনার জাগ্রত শিখা, — আসন নাও আমাদের এই আধারে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত আত্মোদ্বোধনের বাণীতে আন প্রাণের প্লাবন :

এই-যে তোমার উৎস—কালের ছন্দে সুমিত ;
ঐখান থেকেই জন্মে' তুমি ছড়িয়েছ আলো।
তাকে জেনে, হে তপশ্চেতনা, পাত তায় আসনখানি, —
তারপর ঋদ্ধ কর আমাদের জাগৃতির মন্ত্র।।

১১

তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্বিজায়তে।
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎসরীমণি।।

তনূনপাৎ— 'তনু' অন্নময় কোশ। তাতে আছে প্রাণ, সেই প্রাণের জ্যোতির্মুখ হল অগ্নি বা প্রবুদ্ধতপশ্চেতনা। এই হিসাবে, অগ্নি 'তনুর নাতি', অথবা অগ্নিতত্ত্ব পৃথ্বীতত্ত্বের একান্তরিত সন্ততি। এই

অগ্নি 'আসুরঃ গর্ভঃ' অথবা দ্যুলোক হতে আধারে আহিত চিদ্বীজ। জীবচেতনা এসেছে পরমচেতনা থেকে। তনূনপাৎ শ্রীঅরবিন্দের psychic being ।

নরাশংসঃ— বীর সাধক তাঁকে যখন স্বীকার করে নেয়, তখন তিনি 'নরাশংস'। তখন তিনি আধারে 'বিজাত'—বিশেষরূপে আবিভূর্ত ['প্রজা' আর 'বিজা'র তফাৎ দ্র.] এই বিশেষরূপকে উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে 'অধূমক জ্যোতিরূপে' বা 'অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ' রূপে। তাঁর শংসন বা স্বীকৃতির অর্থ আত্মসচেতনতা বা নিজেকে জানা। তনূনপাৎ আর নরাশংস অগ্নির অধ্যাত্মরূপ। তাঁর অধিদৈবত বা বিশ্বাত্মকরূপ ঋকের পরার্ধে। এই রূপও জানতে হবে, আত্মচেতনাকে জানতে হবে বিশ্বচেতনার রশ্মিরূপে।

মাতরি— [< må the meaning of which is uncertain ; Lat. *máter,* Gk. *métér* ; O. Slav *mati* ; OHG. *muotar,* ON modr, OS = *módar* কিন্তু √ মা, মি (তু. √ পা, পি, যথা পাতা, পিতা) অর্থ স্বচ্ছন্দে হতে পারে নির্মাণ করা, বানানো ; তার একদিক হবে 'মাতা' বা 'মায়া', আর একদিক হবে 'ময়'। ময় অসুর শিল্পী] অদিতিতে।

অমিমীত— নির্মাণ করলেন (নিজেকে)। অর্থাৎ অদিতির ব্যোমতনুতে স্বতঃ স্পন্দনে উৎপন্ন হল বিশ্বপ্রাণ। **এই প্রাণের আবির্ভাবের মূলে আছে তপঃশক্তির ক্রিয়া। তাই অগ্নি আর মাতরিশ্বা এক।**

মাতরিশ্বা— মাতাতে বা অদিতিতে যিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বা ফেঁপে ওঠেন। [এই ফেঁপে ওঠার সঙ্গে (See 'cynic') √ মা, মির যোগ দেখা যাচ্ছে এখানে। অতএব বীজের মত যা সংহৃত, তার বিস্তার-ই সৃষ্টি]। যেমন পৃথিবীর বুকে আগুন, যেমন

দেহ্যসত্তার গভীরে চিদ্‌বীজ, তেমনি অব্যক্তরূপিণী আদিমাতার গহনে উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রাণের শিখা।

বাতস্য সর্গঃ— বায়ু সূক্ষ্মপ্রাণ, বাত স্থূলপ্রাণ—পৃথিবীর বাতাস যার প্রতীক। আয়ুর্বেদে বাত ত্রিধাতুর অন্যতম—আমাদের নাড়িতে বয়ে-চলা প্রাণের স্রোত। অব্যক্তের মধ্যে আগে জ্বল্‌ল আগুন—বহু হবার অভীপ্সারূপে ; তারপর দেখা দিল প্রাণের 'সর্গ' বা প্রবাহ, অনন্ত বিশ্বপ্রাণ (মাতরিশ্বা) বয়ে চলল সহস্রধারায়।

সরিমণি— [সৃ (বয়ে চলা) + (ই) + মন্‌ ; তু. সলিল] প্রবাহের মধ্যে। কিসের প্রবাহ? সৃষ্টির আদিতে কারণ-সলিলের তরঙ্গায়িত প্রবাহ। তার বুকে প্রাণের ঝড়। যে-অগ্নিশিখা আমার মধ্যে, সে-শিখা বিশ্বেরও মূলে।

আমার মৃন্ময়ীতনুতে আহিত হয়েছে পরমদেবতার চিদ্বীজ—অভীপ্সার শিখারূপে তাই জ্বলছে শিরায়-শিরায় ; তাকে জানি 'তনূনপাৎ' বলে। আমার বীর্যময় স্বীকৃতিতে সেই শিখাই অধূমক জ্যোতি হয়ে জ্বলে যখন, তখন তাঁকে বলি নরাশংস। জীবের জীবনযোনি এই শিখাই ব্রহ্মযোনিতে উচ্ছ্বসিত বিশ্বমূল আদিমপ্রাণ; অব্যক্তের সমুদ্রবক্ষে তারই তরঙ্গদোলায় দিকে-দিকে বিচ্ছুরিত হয় রূপকৃৎ প্রাণের প্রবাহ :

'তনূনপাৎ' বলা হয় অসুরের চিদ্‌-বীজকে, —

তিনিই 'নরাশংস' হন যখন বিশেষরূপে তাঁর আবির্ভাব।

তিনিই 'মাতরিশ্বা'—যখন ছড়িয়ে পড়েন মায়ের মাঝে :

স্থূল প্রাণের প্রবাহ ছুটল কারণ-সলিলের আন্দোলনে।।

১২

সুনির্মথা নির্মথিতঃ সুনিধা নিহিতঃ কবিঃ।

অগ্নে স্বধ্বরা কৃণু দেবান্দেবয়তে যজ।।

সুনির্মথা— সুকৌশল মন্থন দ্বারা। 'নির্মন্থন' অর্থে মন্থনদ্বারা আবির্ভাব ঘটানো।

সুনিধা— সুকৌশলে গভীরে নিহিত করার ফলে। ধ্যানাভ্যাসে আগুন জ্বলে ; কিন্তু সেই আগুনকে নিভতে না দিয়ে জ্বালিয়ে রাখা চাই। সে-আগুন তখন হন কবি বা 'দিব্যদর্শী'।

স্বধ্বরা— [সু + অধ্বরা (ণি)] অনায়াস ঋজুগতিতে চলেছে যে-সাধনা। সাধনায় আমরা অপ্রমত্ত থাকতে পারি, যদি ভিতরের আগুন হয় অনির্বাণ।

উন্মুখ চেতনার একতানতায় আধারের গভীর হতে ঘটিয়েছি তোমার আবির্ভাব, অতন্দ্র ভাবনার স্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে তোমায় নিহিত করেছি জীবনের পুরোভাগে অলখের দিশারীরূপে। হে দেবতা, অনায়াস কর, শরবৎতন্ময় কর আমার সাধনাকে—পরমদেবতাকে পাওয়ার আকৃতি যে বহন করে চলেছে, বিশ্বচেতনার দীপ্তিকে প্রকাশ কর তার কাছে :

সুকৌশল নির্মন্থন দ্বারা নির্মথিত,
স্বচ্ছন্দ সমাধানদ্বারা নিহিত করেছি কবিকে ;

হে তপশ্চেতনা, অনায়াস কর আমার ঋজু অভিযানকে,
দেবতাকে চায় যে, তার কাছে স্ফুরিত কর বিশ্বচেতনাকে।

১৩

অজীজনন্নমৃতং মর্ত্যাসোঽস্রেমাণং তরণিং বীলু.জম্ভম্।

দশ স্বসারো অগ্রুবঃ সমীচীঃ পুমাংসং জাতমভি সংরভন্তে।।

অস্রেমাণং— [< √ স্র (প্রবাহিত হওয়া) ; ক্ষয়রহিতং (সা.), unfailing (G.)] নিশ্চল, অপ্রমত্ত।

তরণিং— [√ তৃ (পার হওয়া, অভিভূত করা, জয় করা) + অনি] আঁধারকে পেরিয়ে চলেছেন যিনি, সর্বজিৎ।

বীলু.-জম্ভম্— যা কঠিন, তাকেও চিবিয়ে খান যিনি। অগ্নি পুরন্দর বা গ্রন্থিভিৎ।

দশ স্বসারঃ— দশটি বোন। কারা? সায়ণ বলেন, অঙ্গুলি। কিন্তু অঙ্গুলি সচরাচর শিখার প্রতীক। দশ আঙুল দিয়ে বা দু'হাত দিয়ে অরণিকেই জড়িয়ে ধরা যায়, সদ্যোজাত শিখাকে নয়। সুতরাং দশটি শিখা এসে আগুনকে বেষ্টন করছে, এই অর্থই সঙ্গত। দশটি শিখা, কিন্তু তারা 'সমীচী' বা সংহত। আবার তারা 'অগ্রূ' [< অ-গ্রূ, তু. হিঃ 'জরু' = স্ত্রী] বা কুমারী। **অগ্নি নবজাতক, কিন্তু কুমারীর গর্ভজাত। আসলে এক কুমারীই হয়েছেন দশ কুমারী**। এই দশটি কুমারী আদি কৌমারী-শক্তির কী বিভূতি তা এখনও ঠিক ধরা যাচ্ছে না। [এক প্রাণ পঞ্চপ্রাণে, এবং পরে দশ প্রাণে বিভক্ত হন। ধর্মের দশটি কন্যা। দশ মানুষী শক্তির সংখ্যা, যেমন শত বিশ্বশক্তির, অনন্ত সহস্রের। বিরাট পুরুষ 'দশ আঙুলকে' অতিক্রম করে আছেন। এইসব ইশারা]।

অভি সংরভন্তে— এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে (মায়ের মতো)। চিদগ্নির চারদিকে কৌমারী-শক্তির বেড়া। এই শক্তি নিঃসঙ্গ শুচিতার প্রতীক।

অমৃতের শিখা নিগূঢ় আছে এই আধারে ; মৃত্যুস্পৃষ্ট হয়েও ধ্যাননির্মন্থন দ্বারা জ্বালিয়ে তুলল তাকে আত্মচেতনার অমৃতবর্ণ শিখার আকারে। সে-শিখা অকম্প্র-আঁধার বিদীর্ণ করে উজান চলেছে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে পথের অনড় বাধা। ... দৃপ্ত পৌরুষরূপে আধারে তাঁর আবির্ভাব। আর তাঁকে জড়িয়ে কৌমারী-শক্তির দশটি বিভূতির একটি বলয় :

জন্ম দিল অমৃতকে মর্ত্যেরা—
যিনি অকম্প্র, অমা-উত্তরণ—পাষাণ গ্রন্থিকে করেন চূর্ণিত।
দশটি বোন—কুমারী তারা, একত্র সংহত—
পুরুষরূপে আবির্ভূত তাকে জড়িয়ে ধরল ছুটে গিয়ে।।

১৪

প্র সপ্তহোতা সনকাদরোচত মাতুরুপস্থে যদশোচদূধনি।
ন নি মিষতি সুরণো দিবে দিবে যদসুরস্য জঠরাদজায়ত।।

সপ্তহোতা— সাতটি হোতা যার, অগ্নি। সাতটি হোতা কে কে, বলা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই সাতটি হোতাই যজ্ঞের আদিম ঋত্বিক। তবে 'সপ্ত' সংখ্যাটি যে এখানে প্রতীকী, তাতে সন্দেহ নাই। উপনিষদে আছে প্রাণাগ্নির সাতটি শিখার কথা—সব কটিই শীর্ষদেশে বা উত্তমাঙ্গে : দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র, আর মুখ। তাহতে পাই চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ ও বাক্— এই চারটি "ব্রহ্মের দ্বারপাল"। এরা হোতা হতে পারে। এই

ইন্দ্রিয়গুলিকেই সমর্থ ও অন্তর্মুখ করে ব্রহ্মদীপ্তিকে আমরা নামিয়ে আনতে পারি দ্যুলোক হতে। প্রাণ আর ইন্দ্রিয় একই তত্ত্ব।

সনকাদ্ অরোচত— নিত্যকাল হতে দীপ্তি পাচ্ছেন এই আধারে। তবে তাঁকে ডাকা কেন? ডাকার অর্থ যা অব্যক্ত, তাকে ব্যক্ত করা। অপ্রবুদ্ধ চেতনায় তিনি গূঢ়দীপ্তি।

মাতুঃ— মায়ের। কে মা? সায়ণ বলেন, পৃথিবী। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে 'যজ্ঞভূমি'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দেহ ; একে যোগাগ্নিময় করাই সাধনার লক্ষ্য।

উপস্থে, ঊধনি—কোলে, বুকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভিতে এবং হৃদয়ে। উপস্থ মূলাধারও বোঝাতে পারে।

ন নি মিষতি— চোখ বোজেন না। অন্তর্গূঢ় জীবসত্ত্ব নিত্যজাগ্রত সাক্ষী।

সুরণঃ— অনায়াস আনন্দ (রণঃ) যাঁর। চিৎস্বরূপ চেয়ে আছেন আনন্দে। এই জীবের স্বরূপ—অনির্বাণ চেতনা আর সহজ আনন্দ। অথচ তিনি 'মধ্বদ', 'পিপ্পলাদ'।

অসুরস্য জঠরাৎ—অসুরের জঠর হতে। 'অসুর' কে! দ্যুলোক বা বরুণ। মহাশূন্য হতে চিদগ্নির আবির্ভাব এই আধারে জীবনলীলার সাক্ষী ও ভোক্তারূপে।

মহাব্যোমের রুদ্ধশ্বাস প্রাণের গভীর হতে এই আধারে চিদগ্নির আবির্ভাব—এই পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের মণিপুরে আর অনাহতে জ্বলছে তাঁর অধূমক শুক্লশিখা। আধারে অন্তর্গূঢ় তাঁর চিরদীপ্তি সুব্যক্ত হয় মূর্ধন্য-প্রাণের উধ্বর্মুখ আকূতিতে। একবার জ্বললে সে-আগুন আর নেভে না—আলোর পথে অনায়াস আনন্দের মুক্তচ্ছন্দে চলে তার উত্তরায়ণের অভিযান :

সাতটি তাঁর হোতা, নিত্যকাল প্রদীপ্ত রয়েছেন—

মায়ের কোলে আর বুকে যখন থেকে জ্বলছেন শুক্লশিখা হয়ে ;

অনিমেষ তিনি—স্বচ্ছন্দ আনন্দে চলেছেন আলোক হতে আলোকে,

যখন মহাপ্রাণ দ্যুলোকের গভীর হতে জন্ম নিলেন এই আধারে।

১৫

অমিত্রাযুধো মরুতামিব প্রযাঃ প্রথমজা ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্বিদুঃ।
দ্যুম্নবদ্ ব্রহ্ম কুশিকাস এরির একএকো দমে অগ্নিং সমীধিরে।।

অমিত্রযুধঃ— বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে লড়াই করে যারা। বৃত্র বা আঁধারের আবরণই বিরুদ্ধশক্তি।

মরুতামিব প্রযাঃ— মরুদ্গণের অভিযানের (প্রযাঃ) মত। মরুদ্গণ আনেন আলোর ঝড়, আঁধারের শেষ ছাদকে যা উড়িয়ে নেয়। কুশিকদের চেতনায় বইছে এই আলোর ঝড়, আঁধারের বাধা ভেঙে পড়ছে।

প্রথমজাঃ ব্রহ্মণঃ— বৃহৎ হতে প্রথম জাত। এই ব্রহ্ম বা বৃহৎ বস্তুই ঔপনিষদ পুরুষ। আমার চেতনার বৈপুল্যে তাঁর আভাস পাই। চেতনা বৃহৎ হতে-হতে নিস্পন্দ হয়ে যায়, পাই ব্রহ্মের সংস্পর্শ। আবার সেই নৈঃশব্দ্য হতে উষার প্রথম ছটা হয়ে ফুটি পৃথিবীর বুকে : এমনি করে আমরা 'ব্রহ্মের প্রথমজ'। [তু. 'প্রথমজাম্ ঋতস্য' ; ঋত সেখানে শক্তি।]

বিশ্বমিদ্ বিদুঃ— নিখিল বিশ্বকে তাঁরা জেনেছেন। ব্রহ্মচেতনায় অবগাহন করে তাঁরা ফিরে এসেছেন সর্বজ্ঞ হয়ে।

দ্যুম্নবদ্ ব্রহ্ম— দিব্য মনন হতে জাত বৃহতের চেতনা। এই চেতনাকে তাঁরা জাগিয়ে তুললেন ('এরিরে') অপরের মাঝে।

এক একঃ— এক এক করে। কুশিকেরা যাকেই ছুঁয়েছেন, তাদেরই মাঝে আগুন জ্বলে উঠেছে। সমস্ত ঋকটিতে সিদ্ধ চেতনার আধারে-আধারে শক্তি-সঞ্চারের ছবি।

ব্রহ্মের লোকোত্তর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অবগাহন ; আবার ফিরে এসেছেন কুশিকেরা পৃথিবীর বুকে উষার আলোর প্রথম ছটার মত। তাঁরা যা জানবার জেনেছেন ; সেই প্রজ্ঞার বীর্যকে এই পৃথিবীতে তাঁরা বইয়ে দিয়ে চলেছেন দুর্ধর্ষ আলোক-ঝঞ্ঝার মত—ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন অমিত্রশক্তির স্পর্ধাকে। যে-আধারকে তাঁরা ছুঁয়েছেন, তারই মাঝে দিব্যমননের দ্যুতিতে ঝলসে তুলেছেন সেই বৃহতের চেতনা : নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ মানুষ একে-একে আপন গভীরে সমিদ্ধ করেছে উত্তরবাহিনী আকূতির জ্যোতিঃশিখা :

অমিত্রদের যুঝে চলেছেন 'মরুদ্গণের' সম্মুখ অভিযানের মত এই কুশিকেরা :

প্রথম আবির্ভূত তাঁরা ব্রহ্ম হতে, —জেনেছেন বিশ্বনিখিলকে ;

দিব্যমননে ঝলমল বৃহতের চেতনাকে কুশিকেরা জাগিয়ে তুলেছেন আধারে-
আধারে,

এক এক করে আপন ঘরে অগ্নিকে সমিদ্ধ করেছেন তাঁরা।।

১৬

যদদ্য ত্বা প্রযতি যজ্ঞে অস্মিন্ হোতশ্চিকিত্বোঽবৃণীমহীহ।
ধ্রুবময়া ধ্রুবমুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্।।

প্রযতি যজ্ঞে— [ভাবে সপ্তমী] এগিয়ে চলেছে অথবা শুরু হয়েছে আমাদের উৎসর্গের সাধনা যখন।

ধ্রুবম্— নিশ্চয়ই, অপ্রমত্ত হয়ে।

অযাঃ— যজন করেছ, দেবতাকে রূপ দিতে চেয়েছ আমাদের মধ্যে।

অশমিষ্ঠাঃ— [√ শম্ (পরিশ্রম করা) + লুঙ্ থা] আধারে কাজ করে চলেছ অতন্দ্র থেকে।

প্রজানন্ বিদ্বান্— প্রজ্ঞানের আলো ফুটিয়ে চলেছ, কেননা তুমি সর্ববিৎ। তোমার প্রজ্ঞাই আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, তোমার জানাতেই আমরা জানছি।

উপযাহি সোমম্— অমৃত চেতনার কাছে যাও। এইখানে আগ্নেয়-পর্ব শেষ হলো। আমাকে সোমের বহ্নি করেছ' এই বলে পর্ব শুরু হয়েছিল (৩।১।১), অগ্নীষোমের মিলনে তা সারা হল।

সমস্ত জীবন জুড়ে এই-যে চলেছে আমাদের উৎসর্গের সাধনা—চলেছে উত্তরজ্যোতির অভিসারে, আজ এই আধারে তারই পুরোধা করে তোমায় আমরা নিলাম বরণ করে, —কেননা তুমি নিত্যচেতন, তোমারই আহ্বানে বৃহতের জ্যোতি নেমে আসে এইখানে। আধারে তুমি অতন্দ্র, অবিচল—অক্লান্ত সাধনায় তিলে-তিলে ফুটিয়ে চলেছ দেবতার রূপ। তুমি সর্ববিৎ, তোমার প্রজ্ঞার দীপ্তিতে উজল পথে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল ঐ সৌম্য চেতনার পানে :

এই-যে আজ তোমায় এই উৎসর্গ সাধনার শুরুতে, —

হে হোতা, হে নিত্য-চেতন বরণ করেছি আমরা এই আধারে :

ধ্রুব থেকে রূপ দিয়েছ দেবতাকে, ধ্রুব থেকে খেটে চলেছ ; —

বিদ্বান তুমি, প্রজ্ঞানের দীপ্তিতে এগিয়ে চল অমৃতচেতনার পানে ।।

সংযোজন

গায়ত্রীমণ্ডল বৈশ্বানর অগ্নি

তৃতীয় সূক্ত

১

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপো
রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে।
অগ্নি র্হি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যত্যথা
ধর্মাণি সনতা ন দূদুষৎ।।

বিপঃ — ভাবকেরা। ভাববিহ্বলেরা।

রত্ন — ঋতচেতনার ঘনীভূত দীপ্তি। এই দীপ্তিই অন্তরের প্রাতিভসংবিৎ যা দেবতার চলার পথকে আলোকিত করে।

ধরুণেষু — যে সব বিশাল লোক আমাদের ধরে আছে, ঘিরে আছে, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের ভুবনসমূহে। **গাতবে** — এইসব অপার্থিব লোকের ভিতর দিয়ে বৈশ্বানরের যাত্রা চলবে, তার জন্য ঋতচেতনার দীপ্তি দিয়ে দেবযানের পথ রচনা করেছেন ভাবকেরা। ধর্ম —(√ধৃ. ধারণ করা) আধার, স্বভাব। দেবতার ধর্ম তাঁর ভাব ও কর্ম। (ব্রত শব্দের সঙ্গে মিল)। নির্বিশেষ ধর্ম- 'প্রথমানি ধর্মাণি' = ঋত বা বিশ্বপতির আদ্যচ্ছন্দ। এ ধর্ম হল যজ্ঞ-যা বিসৃষ্টির মূল। আধার অর্থে-ধর্মের ব্যঞ্জনা পরমব্যোমের দিকে, যেখানে বিশ্বভুবনের উদয় বিলয় হচ্ছে। দেবতা সেখানে ধর্মা, ধর্তা, বিধর্তা (১০।১২১।১) বিশ্বের অথবা জীবনের

ঋতচ্ছন্দসমূহ হল ধর্মাণি। দূদুষৎ - দূষণ বা লংঘন করেননি 'সনতা' (চিরকাল)।

বৈশ্বানরের সংবেগ ছড়িয়ে আছে ভুবনময়, তাঁকে সংহত করতে হবে এই আধারে আকম্প্র হৃদয়ের আকুতি নিয়ে তাইতো ভাবকের অতন্দ্র সাধনা-ঋতের দীপ্তি আলোকিত করুক লোক লোকান্তরবাহী তাঁর সরণিকে। ... আমরণ অগ্নিশিখা জ্বলছে আমাদের মাঝে, সে-ই তো চিদাকাশে জ্বালিয়ে তুলবে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। তা-ই হয়ে এসেছে চিরকাল। তপোদেবতা ভুল করেন নি কখনও—তাঁকে জাগাতেই উৎসর্গের ঋতম্ভরা সম্বিৎ জীবনে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি :

বৈশ্বানরের সংবেগ পৃথিবী ছেয়ে। ভাবকেরা ঋতদীপ্তিকে অর্পণ করলেন তাঁর উদ্দেশে

লোক হতে লোকান্তরে তিনি চলবেন বলে।

মৃত্যুহীন অগ্নিই বিশ্বদেবকে জ্বালিয়ে তোলেন
তাইতো প্রথম ধর্মসমূহকে কোনকালেই ক্ষুণ্ণ করেন নি তিনি।।

২

অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে
হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং পরিভূষতি দ্যুভির্
দেবেভির্ অগ্নির্ ইষিতো ধিয়াবসুঃ।।

দূত — (√ জু, ছুটে চলা) অগ্নি শুধু মানুষের দূত নয়, দেবতাদেরও দূত। তিনি শুধু অভীপ্সার শিখাই নন, প্রাতিভসংবিতের বিদ্যুৎও।

অন্তর্দূতো রোদসী — পৃথিবীর প্রান্ত আর দ্যুলোকের উপান্ত দুয়ের মাঝে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভি হ'তে ভ্রূমধ্যের মাঝে। এইটুকুতে আগুনের ওঠানামা।

দস্ম — (তিমির) — নাশন, রুদ্র, সর্বধ্বংসী, জড়ত্ববিনাশী, সব বাধা গুঁড়িয়ে দেন যিনি।

হোতা — (√হ্বে, আহ্বান করা), √হু, আহুতি দেওয়া। আধারের গভীরে নিহিত অগ্নিই হোতা হয়ে দেবতাদের আহ্বান করেন, আহুতি দেন। মানুষ তারই প্রতিনিধি। প্রকৃত যজ্ঞ মানস যজ্ঞ, অগ্নি তার হোতা, তিনি বিশ্বদেবতাদের আধারে আহ্বান ক'রে আনেন।

মনুষঃ— (√মন্, মনন করা) (√মন্ + √উষ্ হ'তে পারে) উষার আলোয় প্রতিবুদ্ধ যে- মন, বৈশ্বানর অগ্নি পুরোহিত রূপে তার দিশারী।

বৃহন্তমক্ষয়ম্ — ক্ষয় নিবাস স্থান, তা থেকে রহস্যার্থে ধাম, লোক, ভূমি। বৃহৎ-ক্ষয় = উপনিষদের মহাভূমি (কঠ১।১।২৩-২৪), ব্রহ্মধাম (মুণ্ডক ৩।২।১,৪)। এই বিশাল লোক-উরুলোক অবশ্যই মহাকাশ (মহাকাশ ও বিষ্ণু — এক, বিষ্ণুর পরমপদ মহাকাশ) — তা প্রাপ্তিই আমাদের পুরুষার্থ।

ধিয়াবসুঃ— একাগ্রভাবনা (ধী) বা ধ্যানচেতনাই যাঁর জ্যোতিঃসম্পদ। চেতনায় আবিষ্ট হয়ে বৈশ্বানর এই জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন আমাদের মধ্যে।

বসু — বাজিনীবসু, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, মনাবসু, শচীবসু, সূর্যাবসু, দিববসু, ঋতবসু, কর্মবসু (নি)। প্রজ্ঞাবসু (সুন্দ)।

এই আধারের গভীরে আসীন থেকে পরমদেবতাকে ডেকে চলেছেন বৈশ্বানর আমারই প্রতিবুদ্ধ মননের অগ্রশিখা হয়ে। তিনি রুদ্র, সর্বধ্বংসী (দস্ম), ভাঙছেন জড়ত্বের বাধা, স্তব্ধ করছেন অপ্রবুদ্ধ প্রাণের চাঞ্চল্য। পৃথিবীর প্রান্ত থেকে দ্যুলোকের উপান্তে অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎসরণি বেয়ে তাঁর আনাগোনা। আমার ধ্যানচেতনা তাঁরই আলোকে দীপ্ত। উত্তরায়ণের পথিক এই বৈশ্বানর জ্যোতিরভিযানের পরমপর্বে উদ্ভাসিত করে তোলেন বৃহতের দিব্যধামকে :

দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে দূত হয়ে চলছেন ধ্বংসের দেবতা,
হোতা তিনি, উদ্বুদ্ধ মনের গভীরে (যে-মনে প্রাতিভের আলো জেগেছে)
আসীন, দীপ্তমনার পুরোভাগে নিহিত।
বৃহতের ধামকে ছেয়ে থাকেন তাঁর দ্যুতিতে ; বিশ্বদেবের প্রেষিত এই অগ্নি
ধ্যানচেতনার দীপ্তি।।

৩

কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং
বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
অপাংসি যস্মিন্নধিসংদধুর গিরম্
তস্মিন্ত্‌ সুম্নানি যজমান আচকে।।

কেতু ঃ — (√ কিৎ, চিৎ, দেখতে পাওয়া, চেতন হওয়া)। কেতঃ চিত্তিঃ, চেতনম্; রশ্মি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'বোধির ঝলক', যা রহস্যকে

জানিয়ে দেয়। কোথাও দেবতা স্বয়ংই কেতু। এক জায়গায় পতাকার ধ্বনি (৭।৩০।৩)

যজ্ঞস্যকেতু ঃ— উৎসর্গ ভাবনার প্রজ্ঞাপক, প্রেরণা বা চেতনা।

বিদথস্য সাধনম্ — (তু. মতীনাং সাধনম্, মন্ত্র সাধনম্ ১।৯৬।৬)। বিদ্যার সাধনাকে যিনি সিদ্ধ করেন তিনি বিদথস্য সাধনম্। বিদথ = বিদ্যা।

মহয়ন্ত — বিপুল করা। দেবতা হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন চিদ্বীজের আকারে, তাঁকে সংবর্ধিত করা, বিপুল করে তোলাই সাধকের পুরুষার্থ। এটি বৈদিক সাধনায় একটি মৌল বিভাব।

অপাংসি — (√অপ্ চলা, কাজ করা। মনে হয় ধাতুটি আ + অপ্, কাছে পাওয়া। [তু. আ +√ অৎ + মন্ > আত্মা। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী] দেবতার অপস্ বীর্যযুক্ত বীরকর্ম, পথের বাধা ভাঙার কর্ম। আমাদের অপস্ দেবতার দান, তেমনি আমাদের ধী বা একাগ্রভাবনাও। তাঁর মাঝে একে জাগিয়ে দেয়। আমাদের প্রবুদ্ধ চেতনাই দেবতাকে প্রবৃত্ত করবে বাধা ভাঙ্‌তে।

আ চকে — (√কন্, কা) আস্বাদন করছে। [**গিরঃ** — উদ্বোধনী বাণী, প্রবুদ্ধ মনের উচ্চারণ। সুম্ন — সোম্য আনন্দ।]

হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠলে চেতনা উন্মুখ হয় যজ্ঞ অর্থাৎ উৎসর্গের জন্য, বিদ্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভের সময় এসেছে। অন্তরের আকুলতা নিয়ে সাধনায় অপ্রমত্ত বিবেকের সূক্ষ্মদর্শিতা দিয়ে ছড়িয়ে দেন সব ঠাঁই। তখন প্রবুদ্ধ মন্ত্রচেতনা বৈশ্বানরের মাঝে জাগায় তিমিরবিদার বীর্যের প্রেরণা ; আর, তাঁরই মাঝে তৃষ্ণার্ত হৃদয় খুঁজে পায় রসের ও আনন্দের ধারাকে ;

চেতনা আনেন তিনি উৎসর্গের, বিদ্যার সাধনাকে সিদ্ধ করেন ;
ভাবকেরা এই তপের শিখাকেই বিপুল করেছেন চিতিশক্তির সহায়ে।
কর্মের উদ্যমকে যাঁর মধ্যে সংহত করে বাণীরা,
তাঁরই মাঝে সৌম্য আনন্দ যজমান করছেন আস্বাদন।।

৪

পিতা যজ্ঞানাম্ অসুরো বিপশ্চিতাং
বিমানম্ অগ্নির্ বয়ুনং চ বাঘতাম্।
আ বিবেশ রোদসী ভূরিবর্পসা
পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ।।

পিতা — বৈশ্বানরের চিদাবেশ ছাড়া উৎসর্গের সাধনা সিদ্ধই হ'তে পারে না, তাই তিনি যজ্ঞের পিতা।

অসুরঃ — প্রাণস্পন্দিত মহাকাশ। অসুর বৈশ্বানর (দ্র. ছা. উপ. ৫/১১-২৪)।

বিপশ্চিতাম্— হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন যাঁরা জানেন, তাঁদের অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষদের। তাঁদের ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনা বারবার বৈশ্বানরের মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিমানম্ — (বি √মা, মাপা, ব্যাপ্ত করা, সৃষ্টি করা)। মহাশূন্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে, তা হ'তে রূপ - সৃষ্টি হয় — মিতি ব্যাপ্তি আর সৃষ্টির অন্যোন্য সম্পর্ক। ব্যাপী। বয়ুনম্ — (√বী, চলা) চলার পথ, রীতি, তা থেকে প্রজ্ঞানের ধ্বনি আসে — পথহীন

অন্ধকারের মধ্যে আলোকময় পথ ফুটে উঠতে দেখলাম যেখানে। পথ — দেবযান। বৈশ্বানরের এই পথ গেছে লোকোত্তরের পানে।

ভূরিবর্পসা— (বহুব্রী) (বর্প = রূপ) বহুরূপী, শতরূপী। দ্যুলোক ভূলোকের উপান্তেই রূপের মেলা, অন্তরিক্ষের ওপারে কেবলই আলো।

পুরুপ্রিয়ঃ — অগ্নিতে নিরূঢ় বিণ। সবার প্রিয় — আধারে তাঁর আবির্ভাব আলোর শিশু হয়ে, তাই।

ভন্দতে — জ্বলে ওঠেন (দ্র. ভন্দমানঃ ৩।২।১২) ধামভিঃ — (√ ধা, নিহিত করা) স্থিতি, স্থান, ধর্ম, শক্তি, আলো। দেবতারা সবাই আলোর শক্তি। বিজ্ঞানভূমিতে তাঁদের আলো জমাট বাঁধে যখন, তখনই তা রূপান্তরিত হয় ধামে। লোক — সপ্তধাম — সপ্তধাম সাতটি আলোর লোক।

বৈশ্বানরই উৎসর্গের সাধনাকে অপ্রমত্ত রেখে উত্তীর্ণ করেন সিদ্ধির কুলে। অন্তশ্চেতন সিদ্ধপুরুষের নিত্যপ্রাণস্পন্দিত মহাশূন্যতা ছেয়ে আছেন ভূলোকের প্রত্যন্ত হ'তে দ্যুলোকের উপান্তে। তারই মাঝে ঋতের সাধকের তরে (বাঘতাম্) রচেছেন বিদ্যুতের পথ। তাঁর শিখা পার্থিব চেতনার কূল হতে পাখা মেলেছে অন্তরিক্ষের অকূল বিথারে, যেখানে চিন্ময়রূপের অজস্র উল্লাস। তাকে পার হয়ে মূর্ধন্যচেতনায় তাঁর স্বপ্নপ্রতিষ্ঠার দিব্যধাম — যেখানে তিনি সুদূরের স্বপনধ্যানী, স্থিরা সৌদামিনীর প্রভায় জাজ্জ্বল্যমান। কে না, ভালবাসে, আধারের অন্তর্গূঢ় এই আলোর দুলালকে !

পিতা তিনি উৎসর্গসাধনার :

প্রাণস্পন্দিত মহাকাশ তিনি বিপশ্চিতের, অন্তরিক্ষব্যাপী এই অগ্নি ;

আলোর সরণি তিনি ঋতের সাধকদের, আবিষ্ট হয়েছেন শতরূপা দুটি রুদ্রভূমির মাঝে ;

সবার প্রিয় তিনি—জ্বলছেন স্থিরদীপ্তিতে কবিরূপে ।।

৫

চন্দ্রম্ অগ্নিং চন্দ্ররথং হরিব্রতং
বৈশ্বানরম্ অপ্সুষদং স্বর্বিদম্।
বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভির্ আবৃতং
ভূর্ণিং দেবাস ইহ সুশ্রিয়ং দধুঃ।।

চন্দ্রম্ — (দ্র. পবমানস্য হরেশ্চন্দ্র। অসৃক্ষতঃ [ধারা] ৯।৬৬।২৫) (√ চন্দ্, ছন্দ্, ঝলমল করা, প্রকাশ পাওয়া। উজ্জ্বল, শুভ্র, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। বৈশ্বানরের এটি কান্ত রূপ)

চন্দ্ররথ — অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই রথ শরীর। রথ বাহন, রথী যথাক্রমে শরীর মন ও আত্মার অথবা জড়-শক্তি-চেতনার দ্যোতক। দেবতা যখন আধারে, তখন আমার দেহ-ই তাঁর রথ, আমার ইন্দ্রিয় তাঁর বাহন, আত্মারূপে তিনিই রথী।

হরিব্রতম — (হরি < হৃ, ঘৃ, দীপ্তি দেওয়া = জ্যোতির্ময়) (ব্রত √ বৃ, বরণ, বেছে নেওয়ার সংকল্প) জ্যোতির্ময় যাঁর সংকল্প তাঁকে। সত্য সংকল্পের জ্যোতির্ময় রূপ।

অপ্সুষদম্— অপ্ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ ; অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকে অপের আধার—দুটি সমুদ্র, একটি বিশ্বপ্রাণের, আর একটি বিশ্বচিতের। এখানে অপ্ কারণসলিলের দ্যোতক। ঋগ্বেদে সব দেবতাই কারণার্ণবশায়ী, সবাই নটরাজ—সেই যৌথ দেবনৃত্যের ঘূর্ণিতে যে রেণু ওঠে তাইতে জন্মায় সৃষ্টির নীহারিকা (১০।৭২।৬)।

স্বর্বিদম্ — এই স্বর্ লাভই (বিদ্) আর্যসাধনার লক্ষ্য। অগ্নি ও সোম বিশেষভাবে স্বর্বিদ। আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুত্তর জ্যোতিকে আবিষ্কার করেন যিনি তিনি স্বর্বিদ। শুধু সোম সাধনায় নয়, তপস্যাতেও (অগ্নি) স্বরকে পাওয়া যায়।

বিগাহম্ — আধারের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট যিনি তাঁকে। স্পষ্টই শক্তিপাতের বর্ণনা।

তূর্ণিম্ — শক্তিপাতের পর নাড়ীতে নাড়ীতে ক্ষিপ্র সঞ্চারণ করেন বিদ্যুতের বেগে তিনি।

ভূর্ণি — (√ ভুর্ + নি, কাঁপা) অগ্নির চঞ্চল লেলিহান শিখাকে লক্ষ্য করে বলা।

তবিষী — (√ তু. শক্তিতে বেড়ে চলা + ইস্ + ঈ) জ্যোতিঃশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৈশ্বানর পরমদেবতা, দেবতারা তাঁরই বিভূতি। দেবতারাই মর্ত্যচেতনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটান।

আছেন তিনি প্রাণসমুদ্রের গভীরে, আবার নেমে আসেন সবার মাঝে শক্তির নিগূঢ় উল্লাসে। বিশ্বদেবতাই আধারে নিহিত করেছেন তাঁকে, যিনি আলো হয়ে আসেন আলোর রথে, আসেন জ্যোতির্ময় সংকল্পের দুর্বার প্রবেগে। তাঁর প্রাণের চাঞ্চল্য বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় ছড়িয়ে পড়ে আমার নাড়ীতে, শক্তির শুভ্রচ্ছটা ঠিকরে পড়ে তাঁর অঙ্গ হতে, কল্যাণতম রূপের আভায় যা আমার নয়ন ভোলায়। তাঁরই অবন্ধ্য প্রৈষা খুলে দেয় স্বর্লোকের (তুরীয়) জ্যোতির দুয়ার :

ঝলমল সেই তপের শিখা, ঝলমল তাঁর রথ, জ্যোতির্ময় সংকল্প সেই
বৈশ্বানরের —
কারণসলিলের গভীরে আসন যাঁর। তিনিই খুঁজে পান তুরীয়ের আলো।
সবার গহনে নামেন তিনি ক্ষিপ্রসঞ্চারী (তূর্ণি) — শক্তির ছটায় অঙ্গ ছাওয়া ;
প্রাণচঞ্চল (ভূর্ণিং) সেই শিখাকে বিশ্বদেবতা নিহিত করেছেন এই আধারে,
সুষম যাঁর শ্রী।।

৬

অগ্নির্ দেবেভি র্মনুযস্ চ জন্তুভিস্
তন্বানো যজ্ঞং পুরু পেশসং ধিয়া ।
রথীর্ অন্তর্ ঈয়তে সাধদ্ ইষ্টিভির্
জীরো দমূনা অভিশস্তিচাতনঃ।।

মনুষ — (√ মন, মনন করা) মনুর্মননাৎ (নি. ১২/৩৩)। মনু দিব্য পিতৃশক্তির প্রতীক, বেদে মনুর তিনটি সংজ্ঞা পাই — সাম্বরনি, বিবস্বান্, সাবর্ণি এ থেকেই মন্বন্তরের কল্পনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। মনু দিব্য পিতৃশক্তির পরিচয়, তাঁর মন্ত্র হ'ল স্বধা। আর দেবশক্তির মন্ত্র স্বাহা (আবাহন)।

মনুর জন্তু — মনু থেকে 'যা জন্মায়' অর্থাৎ শুদ্ধ মনোবৃত্তি (তু. ইন্দ্রের জন্তু, অগ্নির জন্তু — অর্থাৎ তাঁদের বিভূতি।

বাচো জন্তুঃ কবীনাং (সোমঃ) (৯।৬৭।১৩)। মনু। মনুষ্। মনুষ। মনুষ্য — মনু শব্দের বিভিন্ন রূপ। সাধনায় দেবশক্তি ও পিতৃশক্তি, চিৎশক্তি ও মনঃশক্তি, স্বাহা ও স্বধা, শক্তিপাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বীর্য, দুইই দরকার। আর দরকার ধী বা চিত্তের একতানতা, ধ্যান তন্ময়তা।

পুরু পেশসম্ — বিচিত্রবর্ণ সাধনা একঘেয়ে নয়, পর্বে পর্বে তাতে চিজ্জ্যোতির বিচিত্রবর্ণের প্রকাশ ঘটবে।

রথী — সবদেবতাই সামান্যত রথী, কারণ আধারই রথ, দেবতারা আছেন এই আধারেই। সবদেবতা যাঁর বিভূতি সেই ইন্দ্র রথীতম। এখানে অগ্নি রথী।

অধ্যাত্মে — অগ্নিনাড়ী সুষুম্নার ভিতর দিয়ে কুণ্ডলিনীর আনাগোনা, মূলাধার সহস্রারের মাঝে।

ইষ্টিভিঃ — পূর্বোক্ত চিৎশক্তি ও মনঃশক্তি (দেবতা ও মনুর জন্তু)।

অভিশস্তি চাতনঃ (√ চত্, চলা, হটিয়ে দেওয়া)। জীবনের একটি অভিশাপ হ'ল 'জরিমা' বা জরা। উষার আলো বা প্রাতিভসংবিৎ যখন ফোটে মনের দিগন্তে, চিৎশক্তিরাজির সন্নিপাতে এবং শুদ্ধবৃত্তির উদ্বোধনে তখনই শুরু হয় জীবনযজ্ঞ বিস্তারের অবিরাম সাধনা। এ-যজ্ঞে চিৎশক্তি আর মনঃশক্তিই যজমান, বৈশ্বানর

পুরোহিত, চিত্তের একাগ্র ভাবনাই উপচার। উৎসর্গের সাধনা অক্লান্তভাবে চলেছে অসীমের পানে, সত্তার গভীরে সব কটি রং ফুটছে তার মধ্যে। এই দেহরথে আছেন সেই রথী, ক্ষিপ্রগতিতে তিনি আনাগোনা করছেন দ্যাব্যাপৃথিবীর মধ্যে, অনুভব করছি তাঁর প্রেমের সতর্ক দৃষ্টি এবং অন্ধশক্তির অভিশাপ ও অভিঘাত হ'তে প্রতিমুহূর্তে আমায় বাঁচিয়ে চলা :

বৈশ্বানর চিৎশক্তিরাজি আর শুদ্ধ মনোজাত বৃত্তিদের সঙ্গে আতত ক'রে চলেছেন
বিচিত্রবর্ণ সাধনার তন্তু আমারই ধ্যান-চেতনার সহায়ে। রথী তিনি,
দ্যুলোক - ভূলোকের মাঝে চলেছেন ইষ্টির সাধক ঐ শক্তিদের নিয়ে ;
ক্ষিপ্র তিনি, ভালবাসেন আপন ঘরখানি, অভিশাপকে হটিয়ে দেন দূরে।।

৭

অগ্নে জরস্ব স্বপত্য আয়ুষ্য
ঊর্জা পিন্বস্ব সম্ ইষো দিদীহি নঃ।
বয়াংসি জিন্ব বৃহতশ্চ জাগৃব
উশিগ্ দেবানাম্ অসি সুক্রতুর্ বিপাম্।।

জরস্ব — গান গেয়ে উঠ। গান দিয়ে অগ্নিকে জাগানো হয় বলে অগ্নি 'জরাবোধ'। গানের অনুষঙ্গ উষাতেও আছে। অগ্নি আবার 'উষর্ভুৎ'। ঋষির প্রার্থনা — জীবন প্রভাতে, সাধন সূচনাতেই যেন শিরায়-শিরায় আগুনের গান বেজে ওঠে।

অপত্য — (অপ + ত্য, অপ কর্মবাচী) অপ — ততং। কর্ম হতে যেমন ফল, পিতা হ'তে তেমনি সন্তান। অপত্যে কর্মফলের ব্যঞ্জনা আছে।

আয়ু — (√ ই, চলা) জীবনপ্রবাহ। দীর্ঘায়ু বা আয়ুর প্রতরণ অর্থাৎ সব ছাপিয়ে এগিয়ে চলা একটা পুরুষার্থ। অম্লান হয়ে বাঁচতে হবে, আবার নিজ বীর্যকে সঞ্চারিত করতে হবে সন্তানের মধ্যে। এ-ই হ'ল অভ্যুদয়।

উর্জা — (√ বৃজ্, মোচড় দেওয়া, মোড় ঘোরানো) গোত্রান্তর সাধনের বীর্য, অন্তরাবৃত্তির বীর্য।

পিন্বস্ব — (√ পিন্ব আপ্যায়িত কর) আপ্যায়নের দ্বারা, আধারকে বীর্যশালী কর। ইষঃ (৩।২২।১) ইষ এবং উর্জ অনেকস্থলেই সহচরিত। চিত্তে প্রথম জাগে আলোর ও বৃহতের এষণা, তারপর তারই প্রবেগে আঁধার বিদারণের শক্তি বা উর্জ।

বয়াংসি — (√ বী, সম্ভোগ করা) তারুণ্যকে।

জিন্ব — (√ জন্ব, সংবর্ধিত করা, প্রাণবান করা) প্রাণস্পন্দিত কর।

বৃহতঃ — যে বেড়ে চলেছে, যার চেতনার প্রসার ঘটেছে সেই ব্রহ্মসাধকের।

জাগৃব — নিত্যজাগ্রত। আধারে বৈশ্বানর ধ্রুবজ্যোতি, অতন্দ্র, নিত্যজাগ্রত। দেবতাদের জন্য উতল।

বিপাম্‌সুক্রতুঃ—ক্রতু চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি। আকম্প্র ভাবাবেশ থেকে জাত সিসৃক্ষার বীর্য।

হে বৈশ্বানর, তুমি তপের শিখা, তোমার সুরের জ্বালা ঝঙ্কার তুলুক জীবনের তন্ত্রে তন্ত্রে,—আনুক অছিন্ন আয়ু, আনুক সন্তানের মধ্যে নিজের তাপকে সঞ্চারিত করবার অনায়াস সিদ্ধি। তোমার শিখায় জ্বালিয়ে তোল আমাদের এষণাকে। গোত্রান্তরের (মনের অন্তরাবৃত্তির) বীর্যে উপচে পড় এই আধারে। সাধক বৃহতের পিপাসায় আকুল, তার তারুণ্যকে উজ্জীবিত কর তোমার নিত্যজাগ্রত দহনজ্বালা দিয়ে। তুমি নিজে বিশ্বদেবতার জন্য উতল, ভাবকের (বিপাম্) হৃদয়স্পন্দে অবন্ধ্য সঙ্কল্পের ছন্দ জাগাও :

হে তপের শিখা, গান গেয়ে নিয়ে এস সুসন্ততিতে ঋদ্ধ আয়ুর বিহার ;

গোত্রান্তরের বীর্যে উপচে প'ড়ে এষণাকে জ্বালিয়ে তোল আমাদের মাঝে।

তারুণ্যকে জীবন্ত কর বৃহৎ হ'তে চলেছে যে তার সাধনায়, হে জাগ্রত দেবতা —

কামনা উতল তুমি বিশ্বদেবের তরে, সিসৃক্ষার অনায়াস বীর্য তুমি আকম্প্র-

হৃদয়জাত।।

৮

বিশ্‌পতিং যহ্বমতিথিং নরঃ সদা

যন্তারং ধীনাম্ উশিজং চ বাঘতাম্।

অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং

প্রশংসন্তি নমসা জূতিভির্ বৃধে।

বিশ্ — প্রবর্তসাধক, অধ্যাত্ম সাধনায় সদ্যপ্রবিষ্ট। বৈশ্বানর তাদের দিশারী। ভিতরে আগুন জ্বললে তবেই দীক্ষা, তবেই সাধনার শুরু।

যহ্বম্ অতিথিম্—প্রাণ-চঞ্চল পথিককে। প্রতি আধারে তিনি অতিথি। **নরঃ** — বীর সাধকেরা।

ধীনাং যন্তারম্—ধ্যানবৃত্তি সমূহের নিয়ন্তা যিনি তাঁকে। ধী (√ ধীর সঙ্গে √ ধা-র যোগ আছে) সমাধি যোগীর বৈদিক সংজ্ঞা মন্‌ধাতা (মন্ধাতা)। ধী দ্যুলোকজাত নিত্যজাগ্রত আদ্যাশক্তি। বিদ্যার সে অপরিহার্য সাধন। এই ধী-ই সরস্বতী (ও সরস্বান্)। উপনিষদের বিজ্ঞান, সংহিতার ধী আর সাংখ্যের বুদ্ধি একই তত্ত্ব। ঋঃ, তে যা 'ধী'-যোগ, গীতায় তা-ই 'বুদ্ধিযোগ'। ধী দ্যুলোক থেকে নামে—তা

হ'ল দেবতার আবেশ, কিন্তু মানুষেরও করণীয় কিছু আছে—সে হ'ল অগ্নি-সমিন্ধন (আন্তর অগ্নি)। ধীকে মার্জিত করতে হয়, মন, মনীষা, হৃদয় ও ধী দিয়ে তারপর 'অক্ষভিঃ' অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে — এই হ'ল ধী যোগের পাঁচটি পর্ব। এর চরমেই সাক্ষাৎকার। ধী একদিকে অণ্বীঃ (অতিসূক্ষ্ম) পরমা, অন্যদিকে ব্যবহারিক চেতনার সহজ পুরন্ধিঃ।

গোত্বগ্রা— ধীর দ্বারাই পুরুষার্থ অর্থাৎ অশ্ব, বাজ, গো, বসু, ঘৃত, স্বর্ শ্রুতি (পরাবান্) লাভ হয়। ধী শ্বেতা চিত্রা—পরমা, আবার পুরন্ধি।

বাঘতাম্ উশিজম্—ঋত সাধকের জন্য উতল। তিনি মানুষের জন্য চান দেবতাকে, দেবতার জন্য মানুষকে।

নমসা জূতিভিঃ—সমর্পণ (প্রণতি) ও সংবেগ দুয়ের সমাহার সাধনায় চাই।

বৃধে— চেতনার সম্প্রসারণ যা ক্রমে পর্যবসিত হয় ব্রহ্মভাবে। সূর্যদ্বার ভেদই বৃদ্ধির চরম।

সবারই জীবনের অধিনায়ক এই বৈশ্বানর, আধারে-আধারে উত্তরায়ণের প্রাণচঞ্চল পথিক তিনি, অগ্র্যাবুদ্ধির দিশারী। ঋতের সাধক যারা, বিশেষভাবে তাদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। প্রবুদ্ধ আধারে শরবৎতন্ময়তার চেতনা (অধ্বরগতির চেতনা) তিনিই আনেন। তিনি জাতবেদা অর্থাৎ জীবের জন্ম জন্মান্তরের সাক্ষী। বৃহৎ হবার জন্য বা ব্রহ্মভাবের জন্য বীর সাধকেরা তাঁকেই বরণ করেন, প্রশংসা করেন, তীব্র প্রাণসংবেগের স্রোত বইয়ে দেন শিরায়-শিরায় :

বিশ্বজনের অধিনায়ক, প্রাণচঞ্চল পথিক তিনি। বীর সাধকেরা অহরহ তাঁকেই
স্বীকার করে নিরন্তর।

যিনি অগ্র্যাবুদ্ধির, উতলা যিনি ঋতের সাধকদের (বাঘতাম্) তরে।

ঋজুগতির চেতনা আনেন — জন্মান্তরের সাক্ষী এই দেবতা, তাঁকে স্বীকার করে

প্রশংসা করে বীরেরা প্রণতি দিয়ে, সংবেগ দিয়ে — বড় হবে বলে বৃহতের চেতনা বৃদ্ধি পাবে বলে।।

৯

বিভাবা দেবঃ সুরণঃপরি ক্ষিতীর্
অগ্নির বভূব শবসা সুমদ্ রথঃ।
তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো বয়ম্
উপভূষেম দম আ সুবৃক্তিভিঃ।।

বিভাবা — অগ্নির বিণ. বিভা বা আলো যার ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। অগ্নি ও উষা দুইই অধ্যাত্মজীবনে প্রথম আলো — অগ্নি ভূলোকে, উষা দ্যুলোকে। তাদের একই বিণ. (উষার বিভাবরী)। মানুষের মাঝে যে আগুন, সে ডাকছে দিবোদুহিতা উষাকে।

সুরণঃ — আনন্দময়। দর্শনের ভাষায় বৈশ্বানর চিদানন্দ, আলো আর আনন্দ।

ক্ষিতীঃ — (√ ক্ষি, বাস করা) ক্ষিতী যোগের ভাষায় 'লব্ধভূমিক' সাধক। এখানে যোগভূমিসমূহকে। পৃথিবী, মনুষ্য (নি.ঘ. ১/১, ২/৩) বিশেষ অর্থে যোগভূমি ও সাধক (তু. ধ্রুবা ক্ষিতিঃ)। পঞ্চ ক্ষিতি।

পঞ্চজন — রক্ষঃহতে দেবতা পর্যন্ত চেতনার পাঁচটি স্তর। জনসাধারণ।

পঞ্চকৃষ্টি — যারা কর্ষণ করে। বিশ্ যে প্রবেশ করে।

চর্ষণ্যঃ — যে চরে বেড়ায়।

ক্ষিতি — যে ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বাস করে। এর মধ্যে সাধকের স্তরভেদের সূচনা পাওয়া যায়। ক্ষিতি তাহলে যোগের লব্ধভূমিক সাধক, অথবা যোগভূমি সমূহ।

শবসা — শৌর্য দিয়ে (√ শূ — কেঁপে ওঠা), ইন্দ্রমাতার নাম শবসী। সুমদ্রথঃ — স্বচ্ছন্দ যাঁর রথ, আধারে বৈশ্বানর নেমে আসেন মিত্রচ্ছন্দে। ভূরিপোষিণঃ — বহুকে পোষণ করেন যিনি তাঁর। (অনন্য প্রয়োগ) বৈশ্বানরই প্রতিটি আধারে চতুর্বিধ অন্ন (Matter মৌল ধাতু) পরিপাক দ্বারা চিৎশক্তির রূপান্তর ঘটান। এই পোষণের ফলে শরীর যোগাগ্নিময় হয়।

দমে — গৃহে, আধারে। সুবৃক্তিভিঃ — (সু√বৃজ্, আবর্জিত করা, মোচ্ড়ানো, মোড় ফেরানো) সুবৃক্তি একটি সাধন সম্পদ। মূলভাব — চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া দেবতার পানে। সুবৃক্তি হ'ল যোগীর প্রত্যাহার। (তু. জ্ঞানীর শুভেচ্ছা, বৌদ্ধের স্রোতাপত্তি, ভক্তের প্রপত্তি।) সুবৃক্তির আর একটি রূপ— সুবর্গ — দেববাদীর লক্ষ্য আর অপবর্গ আত্মবাদীর লক্ষ্য। দ্র. সংবর্গ = সূর্য = স্বর্লোক (৮।৭৫।১২)

আধারে আবিষ্ট বৈশ্বানরের দীপ্তির বিচ্ছুরণ (বিভাব) তাঁর সহজ আনন্দ। তাঁর অধৃষ্য প্রাণোচ্ছ্বাস অনায়াস গতির স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে আছে চেতনার প্রত্যেকটি ভূমিকে বা পর্বকে। তাঁরই অগ্নিরসে পরিপুষ্ট সবার জীবন। প্রতি আধারে রূপ ধরছে তাঁরই দিব্য সংকল্পের প্রৈতি। আমরা চাই তাঁরই অনুবর্তন করতে — রূপান্তরের বীর্যকে আমাদের আধারে সহজ করে :

আভা তাঁর দিকে দিকে, চিন্ময় তিনি, আনন্দময়।

প্রত্যেকটি ভূমিকে ঘিরে এই তপোদেবতা রইলেন প্রাণোচ্ছ্বাসে স্বচ্ছন্দ চলন হ'য়ে।

সবাইকে আমরা অনুবর্তন করতে চাই এই আধারে — রূপান্তরের অনায়াস বীর্য নিয়ে।।

১০

বৈশ্বানর তব ধামান্যা চকে
যেভিঃ স্বর্বিদ্ অভবো বিচক্ষণ।
জাত আপৃণো ভুবনানি রোদসী
অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূর্ অসি ত্মনা।।

ধামানি — (দ্র. ১০।১৩।১; ৩।৫৫।১০ ; ১০।৭০।৭ ; ১০।৮১।৫ ; ৮২।৫ ; ধামই দেবতা (তু. বিষ্ণুপদ) ৫।৪৮।১ ; অগ্নির সপ্তধাম ১০।১২২।৩। এই সব ধাম পরম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে আছে। (অন্য ছয়টি ধামের কথা ১।১৬৪।৬, ১৫)। সপ্তধাম — তিনটি পার্থিব লোক, তিনটি দিব্যলোক, মাঝে অন্তরিক্ষলোকের সেতু (তু. সপ্ত ব্যাহৃতি)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সপ্তচক্র। বৈশ্বানর সাতটি লোকেই আছেন, তাই তাঁর সাতটি জ্যোতির্ধাম।

স্বর্বিদ — অনুত্তর জ্যোতির আবিষ্কর্তা। বৈশ্বানর জ্যোতির্ধামগুলি দ্বারাই স্বর্বিদ হন।

বিচক্ষণ — সূর্যের বিণ. (১।৫০।৮), ইন্দ্রের (৪।৩২।২২), সোমের (৯।৫১।৫), বৃহস্পতির (২।২৩।৬), যজমানের (৪।৪৫।৫),

সবিতার (৪।৫৩।২), পরম দেবতার (১।১৬৪।১২) — হে সর্বদর্শী, বিশ্বতশ্চক্ষু। আধারে তিনি নিত্যজাগ্রত, কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

জাতএব — আধারে জাত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর জন্ম প্রত্যক্ষ করি।

পরিভূ — ঘিরে থাকা। স্বয়ম্ভূ — আপনাতে আপনি থাকা। নিজেকে দিয়ে ঘিরে আছেন, তাইতে আধার হয়েছে যোগাগ্নিময়।

বৈশ্বানর বিশ্বতশ্চক্ষু তুমি — আমার গভীরে দৃষ্টি ফেলে দেখ না কি চাইছি আমি। চেতনার পর্বে পর্বে আমি চাই তোমার চিন্ময় ধাম সমূহের পুঞ্জিত দীপ্তি, যাদের সোপান ক'রে উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি পরম জ্যোতির কূলে। ... একী আবির্ভাব তোমার! তোমার আলোয় ছেয়ে গেল আমার ভুবনের পর ভুবন (চেতনাভূমি), আমার জগৎ বাঁধা পড়ল তোমারই দীপ্তিতে ঝলমল দ্যুলোক ভূলোকের বলয়ের মাঝে। হে তপোদেবতা, আমার সবই যে ছেয়ে রয়েছ তুমি তোমার তোমাকে দিয়ে :

বৈশ্বানর, তোমার সপ্তধামকে চাই আমি ;
যাদের দিয়ে পরমজ্যোতিকে পেলে তুমি, হে বিশ্বতোনয়ন।
তোমার আবির্ভাবেই পূর্ণ করলে ভুবন যত, দুটি রুদ্রভূমির মাঝে, হে তপোদেবতা (অগ্নি), সে-সবই যে ঘিরে আছ তুমি নিজেকে দিয়ে।।

১১

বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যে বৃহদ
অরিণাদ একঃ স্বপনস্যয়া কবিঃ
উভা পিতরা মহয়ন্ অজায়তা
গ্নির্ দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা।।

দংশনাভ্য — (১।২৯।২ ; ৩।৯।৭ ; ৮।৮৮।৮; ৮।১০১।২ ; ৪।৩৩।২ চিত্রবিভূতি হ'তে, [দ্র. সুদংশ, পুরুদংশ ৩।১।২৩] নির্মাণ শক্তি হ'তে, মায়াশক্তি হ'তে, দেবমায়া হ'তে।

বৃহৎ — ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মের প্রাচীন পারিভাষিক সংজ্ঞা।

ঋত — বৃহৎ এই পদগুচ্ছে তার পরিচয়।

(বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ) - বিদ্যার সাধনায় কল্যাণবীর্য হ'য়ে আমরা যেন বৃহৎকেই ঘোষণা করতে পারি। এই 'বৃহৎ' চেতনার বিস্ফারণ-জনিত বৈপুল্য। যে-দেবতা এই বৈপুল্যে পৌঁছেছেন আমাদের তিনি বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি।

অরিণাৎ — (√ রি, রী, প্রবাহিত হওয়া। >, রীতি, রয়ি, রেতঃ) আবির্ভূত হলেন। আবির্ভুত হলেন কবি (√ কব, কূ, আকূতিকে বহন করা) দেবতার আকূতি সৃষ্টির জন্য (= ঈক্ষা বা কামনা) আর মানুষের আকূতি দেবসাযুজ্যের জন্য। তাই দুজনেই কবি। কব্যতা, (১।৯৬।২) — কবিক্রতু বা দিব্যপ্রজ্ঞার সিসৃক্ষা (তু. ৪।৩৫।৪)।

স্বপস্যয়া — (সু + অপস্যয়া) কল্যাণসাধনে সঙ্কল্পে। তাঁর শিল্পকে আমার মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার জন্য (তু. দৃশয়েকং —রবীন্দ্রনাথ)

উভা পিতরা—আকাশ বরুণ, পৃথিবী অদিতি দুয়ের কোলে দেবতা অর্থাৎ চিজ্জ্যোতির আবির্ভাব। শিবস্বরূপ দ্যুলোক আমাদের পিতা, পৃথিবী মাতা।

মহয়ন্ - মহিমান্বিত ক'রে। বৈশ্বানর জন্মালেন সিদ্ধের জীবনে, সিদ্ধের চেতনায় — দ্যুলোক ভূলোক 'বিপুল জ্যোতিতে মহীয়ান্ হয়ে আবির্ভূত হল'। তারা হ'ল 'ভূরিরেতসৌ' — অফুরন্ত সিদ্ধ বীজের আধার। দেবতা অরিণাৎ। সেই রীতি, রয়ি বা রেতঃই

আহিত হ'ল দ্যাবাপৃথিবীতে। বৈশ্বানরের দেবমায়া আঁধারের আড়াল ভেঙে বৃহৎকে ফুটিয়ে তুলল আমার স্তব্ধচেতনায়। সেই নিঃসঙ্গ পরমকবিই বইয়ে দিলেন এই আধারে তাঁর শিবসঙ্কল্পকে জীবনে রূপ দিতে। আবার নতুন করে জ্বলে উঠল তপের শিখা। দ্যুলোক ভূলোক উজ্জ্বল হ'ল — বিপুল হ'ল, অফুরন্ত সিদ্ধবীর্যের আবির্ভাব হ'ল তাদের মাঝে :

বৈশ্বানরের দেবমায়া হ'তে বেরিয়ে এলেন সেই বৃহৎ,
বেরিয়ে এলেন নিঃসঙ্গ সেই কবি কল্যাণ সাধনার সঙ্কল্প নিয়ে।
পিতা আর মাতা দুর্জনকেই ঝলমলিয়ে জন্মালেন তপের শিখা।
দ্যুলোক আর ভূলোক হ'ল অফুরন্ত বীর্যের আধার।।

গায়ত্রীমণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
ষষ্ঠ সূক্ত

ভূমিকা

আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অধ্বর্যু যাগ করেন। তার আগে দেবতাদের ডাকতে হয়। আবার, ডাকবার আগে ডাক শোনবার জন্য দেবতাদের অনুরোধ করতে হয়—যাগের আগে অধ্বর্যু 'অগ্নীৎ' নামের ঋত্বিককে আদেশ দেন 'ওঁ শ্রাবয়'—দেবতাদের মন্ত্র শুনতে অনুরোধ কর। অগ্নীৎ বলেন 'অস্তু শ্রৌষট্', আচ্ছা দেবতারা শুনছেন। তখন অধ্বর্যু হোতাকে দেবতাকে আহ্বান করতে আদেশ করেন। হোতা প্রথম যে মন্ত্রটি বলেন তার নাম 'পুরোনুবাক্যা'। এতে দেবতা অনুকূল হ'ন। তারপরে 'যাজ্যা-মন্ত্র' পাঠ করা হয়—এর গোড়ায় থাকে 'য়ে যজামহে', শেষে থাকে 'বৌষট্'ঃ প্রথমটির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'আগূঃ' শেষেরটির সংজ্ঞা বষট্কার—দুটিই প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। [বষট্কার বৃত্রবধের বজ্র—ঐত. ব্রা] বষট্কার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্যু অগ্নিতে আহুতি দেন, অমনি যজমান বলে ওঠেন, 'এ তোমার, আমার নয়', অর্থাৎ যাগ মানেই আত্মাহুতি, হবিঃরূপে দেবতাকে যা দিই তা আমারই প্রতীক।

বহির্যাগে ঋত্বিকের সাহায্য নিয়ে আত্মাহুতির সাধনা —সে যেন ছোটবেলার হাতেখড়ির মত। অন্তর্যাগে যজমান নিজেই ঋত্বিক, তখন আত্মাতেই অগ্নিকে সমাহিত করে যাগ করা। এটি হ'ল আরণ্যক বা যতির বিধি (বহির্যাগ কি ক'রে এবার অন্তর্যাগ হয়, তার পরিচয় ছা. ২।২৪. শে আছে)

যজ্ঞকে উপলক্ষ করে এই সূক্তটিতে (৩।৬) ঋষি হৃদয়ের দেবোদ্দেশে সুগম্ভীর উচ্ছ্বাসের প্রকাশ—সাধারণ বিনিয়োগটাই এখানে আসল। কর্মানুরোধে বিচ্ছিন্ন দুটি মন্ত্রের (৩।৬।১, ৩।৬।৯) বিনিয়োগ গৌণ।

সূক্তের তাৎপর্য : আহুতি নিয়ে সুদক্ষিণ চিত্তের স্রুক এগিয়ে চলেছে

তপোদেবতার পানে। দ্যুলোক-ভূলোক আপূরিত করে জ্বালাচঞ্চল সপ্তজিহ্বা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন আধারের গভীরে হোতৃরূপে—আমাদের অভীপ্সা আর ভালবাসার আকূতিতে। সেই ধ্রুবসঙ্গে নিষণ্ণ তাঁকে অভিষিক্ত করল আলোকধেনুরা। তিনিই আমার জীবনের দিশারী, তিনিই নামিয়ে আনবেন বিশ্বদেবতাদের। উষার দিব্য বিভা চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ে কামনার বনে দাবদাহের শুরু। ত্রিলোকের জ্যোতিঃশক্তিদের আনন্দময় প্রকাশ ঘটে আধারে অগ্নির প্রসাদে, তাঁর মহিম্নস্তবে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত হয় পর্বে পর্বে।

১

প্র কারবো মননা বচ্যমানা
দেব দ্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ।
দক্ষিণাবাট্‌বাজিনী প্রাচ্যেতি
হবির্ভরন্ত্যগ্নয়ে ঘৃতাচী।।

কারব— (√ কৃ ; কীর্তিগাথা, গান করা) হে (কীর্তন) গায়কগণ।

মননা— (√ মন. মনন করা (তু. মন্ত্র. মতি) + অন্‌ + আ) মন্ত্রচেতনার দ্বারা। বচ্যমানাং (√ ব্রঞ্চ্‌, বচ্‌-এঁকে বেঁকে চলা। বক্র, বঙ্কু) + কর্মবাচ্যে। এই বক্রগতি কখনও শিখার, কখনও বিদ্যুতের মত। এখানে—বিদ্যুতের মত এঁকে বেঁকে প্রচোদিত হচ্ছে যারা (কারুর-বিণ.)

দেবদ্রীচীং— (তু. ১।৯৩।৮) দেবাচী ১।১২৭।১) (দেব > দেবদ্রি + √ অঞ্চ্‌ + স্ত্রী. ঈ) দেবাভিমুখিনী (উহ্য স্রুকের বিণ.) স্রুক্‌ যজ্ঞপাত্র—লম্বা ডাঁটের আগায় বাটি, বাটির আগায় আবার পাখীর ঠোঁটের মত মুখ। স্রুক তিন রকম্‌—জুহূ, উপভৃৎ, ধ্রুবা। স্রুক দিয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। যজমানের মৃত্যুর পর তার ডান

হাতে জুহু, বাঁ হাতে উপভৃৎ, বুকে ধ্রুবা এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গে অন্যান্য যজ্ঞপাত্র রেখে দাহ করতে হয় (শত. ব্রা ১২।৫।২।৭)। যজ্ঞপাত্রের সঙ্গে যজমানের দেহের তাদাত্ম্য আছে। সুতরাং স্রুকের দেবাভিমুখিনী হওয়ায় যজমানেরই দেবাভিমুখী হওয়ার ইঙ্গিত।

প্রণয়ত— সামনের দিকে (স্রুক্‌কে) এগিয়ে দাও।

দেবয়ন্তঃ— (দেবয়ুঃ) দেবতাকে কামনা কর যারা।

দক্ষিণাবাট্‌— দক্ষিণবাহিনী। স্রুককে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সম্মান দেখাতে হলে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করার রীতি এখনও আছে। দক্ষিণহস্ত কর্মের অনুষঙ্গী। দক্ষিণহস্তে দেবতার দাক্ষিণ্য। বাম হচ্ছে কল্যাণ স্পর্শ (৮।৮১।৬)।

বাজিনী— ওজঃ শক্তিময়ী (স্রুক)—স্রুক আহুতির সাধন। ওজঃ বা বজ্রশক্তিও একটি অপরিহার্য সাধন সম্পদ।

প্রাচী— (দ্র. ৫।২৮।১) (প্র + √ অঞ্চ্‌) সম্মুখে চলা। সাধনার পক্ষে—অন্ধকারকে পিছনে রেখে সামনে আলোর দিকে চলা। সূর্য ওঠে পূর্বে। পূর্বাস্য হয়ে আলোকে সামনে রেখে সাধনার বিধি। স্রুক্ অগ্রগামিনী, জ্যোতিরভিসারিণী। ঘৃতাচী।

আগুনের সুর বাজক তোমাদের চেতনায়, অতন্দ্র অগ্নিমন্ত্র তোমাদের প্রচোদিত করুক উৎসর্পিণী বিদ্যুৎ শিখার মত। দেবতার তরে হৃদয় যখন উতলা, তখন চিত্তের স্রুককে বাড়িয়ে দাও তাঁর পানে।...এই যে সে-সুদক্ষিণা চলেছে তপোদেবতার পানে আত্মোৎসর্গের উপচার নিয়ে, চলেছে বজ্রের তেজে উন্মুখ হয়ে নিত্য-প্রজ্বল তপোদীপ্তির পানে :

হে সঙ্গীতমুখর, মন্ত্রের প্রচোদনায় বিসর্পিত হ'য়ে

দেবতার অভিমুখে এগিয়ে দাও চিত্তের স্রুক, —দেবতার তরে আকুল তোমরা।

সুদক্ষিণা সে (স্রুক), ওজস্বিনী ; উদয়ের পানে চলেছে তোমাদের আহুতি বয়ে, চলেছে অগ্নির পানে তপোজ্বালার অভিসারিকা।।

২

আ রোদসী অপৃণা জায়মান
উত প্র রিক্‌থা অধ নু প্রয়জ্যো।
দিবশ্চিদ্ অগ্নে মহিনা পৃথিব্যা
বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ।।

রোদসী আ অপৃণাঃ—দুটি রুদ্রভূমির অন্তরালকে পূর্ণ করলে তুমি (রোদসী. দ্র. ৩।২।২)।

জায়মানঃ— জন্ম বা আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। অন্তরালটি হৃদয় (মধ্যআত্মা. উপ. কঠ ২।১।১২-১৩) যেখানে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে আছে চিদগ্নির অধূমক জ্যোতি ভূতভব্যের ঈশান হ'য়ে।

প্র রিক্‌থাঃ—(প্র √ রিচ্, ছেড়ে যাওয়া) ছাপিয়ে গেলে তুমি দ্যু—ভূকে।

অধনু— তারপরে এই যে।

প্রয়জ্যো— মরুদ্‌গণের বিণ. ১।৩৯।৯, ৮৬।৭ ; ৫।৫৫।১। ইন্দ্রের ৬।২১।১০, ২২।১১, বায়ুর ৬।৪৯।৪। যজ্যু সাধারণ অর্থে যজমান, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ের বিণ. ১০।৩১।১৫, সুতরাং যজনীয় অর্থও বোঝায়। এখানে অর্থ সর্বাগ্রে যজনীয়।

মহিনা— (মহ্) জ্যোতিঃ। যে শক্তির বৈপুল্যের দ্বারা। ছবিটি এই : অগ্নি প্রথমে জন্মালেন হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র হয়ে। তারপর তাঁর তেজ আপূরিত করল পৃথিবীর প্রত্যন্ত আর দ্যুলোকের উপান্ত—

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভি হতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত। তারপর তা ঊর্ধ্বে ছাপিয়ে গেল দ্যুলোককে এবং নিম্নে পৃথিবীকে। হঠযোগের ভাষায় মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'ল। সমস্ত আধার হ'ল যোগাগ্নিময় (শ্বেত. ১।১৪।, ২।১২)।

বহ্নি— যে বহন করে এই অর্থে সাধারণত বোঝায় অশ্বকে (১।১৪।৬)। অশ্বগতিও ওজঃশক্তির প্রতীক। এই ব্যঞ্জনা নিয়ে বহ্নি অগ্নি এবং সোমেরও বিণ।

সপ্তজিহ্বা— (দ্র. মু ১।২।৪)—অগ্নি হব্য বহন করেন আস্য (মুখ) তথা জিহ্বা দিয়ে। এক একটি তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে এক একটি লোক (সপ্তলোক) এক জায়গায় কেবল, বৃহস্পতি সপ্তাস্য। তা ছাড়া 'সপ্তজিহ্বাঃ' অনন্য প্রয়োগ।

বচ্যন্তাম্— (দ্র. বচ্যমানাং) এঁকে বেঁকে চলুক।

অপরূপ তোমার আবির্ভাব, হে দেবতা, ভরেছ আমার অন্তরিক্ষের দুটি প্রত্যন্ত—তারপর তাদের ছাপিয়ে জ্যোতিঃশক্তির বৈপুল্যে আবিদ্ধ হয়েছ গহন গভীরে, বিকীর্ণ হয়েছ অসীম শূন্যতায়। এই আধারে আজ সবার আগে জ্বালিয়েছি তোমায় সাতটি শিখায়। আমার আহুতিকে বহন ক'রে চেতনার পর্বে-পর্বে বিসর্পিত হ'ক তারা, ফুঁসে উঠুক পৃথিবীর গর্ভ হ'তে, ঝাঁপিয়ে পড়ুক মূর্ধণ্য চেতনার বিস্তার হ'তে :

এই রুদ্রভূমি দুটিকে আপূরিত করেছ—জন্মমাত্রই,
আবার ছাড়িয়ে গেছ এই যে সবার আগে,
হে যজনীয়, দ্যুলোককে আর, ওগো তপোদেবতা, ভূলোককেও।
এঁকে বেঁকে ছুটল তোমার শিখারা সাতটি রসনা (জিহ্বা) হয়ে।।

৩

দৌস্ চত্বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো
নি হোতারং সাদয়ন্তে দমায়।
যদী বিশো মানুষীর্ দেবয়ন্তীঃ
প্রয়স্বতীর্ ঈল.তে শুক্রম্ অর্চিঃ।।

যজ্ঞিয়াসঃ— (৩।৩২।১২ ; ৮।২৩।১৮ ; ১।৬।৪ ; ১।২৩।৮ ; ১।১১৯।১ ; ৩।৬০।৭ ; ১০।৬৬।৯ ; ৬।৪১।১ ; ১০।১০১।৯ ; ১০।৪৪।৬ ; ৭।৪২।৩ ; ১।১৪৮।৩ ;) যজনীয় দেবগণ। 'যজ্ঞ সম্পাদী' (নি. ৭।২৬)।

নিসাদয়ন্তে— তোমাকে নিবেশিত করেন। এই নিবেশনের সংজ্ঞা 'নিষত্তি' (উপনিষৎ সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তির বীজ এইখানে।

দমায়— গৃহে, আধারে (অধিকরণে ৪র্থী ; অনন্যপ্রয়োগ)।

মানুষীঃ বিশঃ—প্রর্বতসাধক—মানুষেরা।

প্রয়স্বতীঃ — (৩/৫২/৬) প্রয়ঃ—(< প্রী, খুশী হওয়া বা করা) আনন্দ, আনন্দের উপকরণ, প্রীতি, প্রেম। মানুষ 'দেবয়ন্' অর্থাৎ আকুল হ'য়ে চায় দেবতাকে। এই আকুলতাই প্রেম, যা থেকে জাগে আত্মাহুতি বা সমর্পণ বা আত্মনিবেদনের প্রেরণা। তার এই প্রীতির আহুতি দেবতাকে প্রীত করে। (যজ্ঞ সাধনায় অন্ন হোমদ্রব্য এবং প্রসাদ দুইই) (প্রয়ঃ অন্ন। নিঘ. ২।৭)।

ঈল.তে — (দ্র.ঈড্য—ঈট্টে—৩।৫২।৫, ৫।১২।৬ ; ৭।৯৩।৪ ; ১০।৩০।৪; ৫।৮।৩ ; ৪।২৫।৩ ; ১০।৮০।১৬ ; ১০।৬৬।১৪ ; ৩।১।১৫ ; (√ঈড় অগ্নি সম্বন্ধেই বহুপ্রযুক্ত। এখানে অর্থ জ্বালিয়ে তোলে।) অধ্যেষণা (= যাচঞা) কর্মা পূজাকর্মা বা (নি. ৭।১৫) যাচন্তি

স্তবন্তি বর্ধয়ন্তি পূজয়ন্তীতি বা (নি. ৮।১) ইন্ধতের্বা (৮।৮)।

শুক্রম্— (√ শুচ্, দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা) শুক্ল। শুক্রজ্যোতিঃ (৮।১২।৩০) পবমান ঋতং বৃহৎ শুক্রং জ্যোতিরজীজনৎকৃষ্ণা তমাংসি জংঘনৎ (ব্রহ্মজ্যোতিঃ) (৯।৬৬।২৪)। বিশেষ করে অগ্নি এবং সোমের বিণ.। অগ্নি-সোমের মিলনই যজ্ঞসাধনার লক্ষ্য। অগ্নি পৃথিবীতে, সোম দ্যুলোকে। দুইই শুক্রজ্যোতিঃ। জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে যাবে।

অর্চিঃ — (দ্র. ১০।১৬।৪ ; ১০।৮৭।২ ; ১০।৮৭।১১) ; (অর্চিঃতে আলো, তাপ আর সুর তিনেরই ব্যঞ্জনা আছে।) রাহস্যিক অর্থের মূল অর্ক (= ঋক্), অর্চতি (গান করা, পূজা করা) অর্চি (জ্বলন্ত—নিঘ. জ্বলন্ত ১।১৭) দুই মিলে—গানের সুরে অর্চনা। মানুষকে অভীপ্সার শিখা প্রথম নিজে নিজেই জ্বালিয়ে তুলতে হবে, তারপরে আধারে তা প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বপ্রকৃতি (দ্যৌঃ পৃথিবী চ) এবং বিশ্বদেবতার প্রসাদে ও আনুকূল্যে।

দেবতার সাযুজ্যকামনা উতলা করেছে যাদের, মানুষের মধ্যে সেই প্রবর্তসাধকেরাই (বিশ) অভীপ্সার একটি শুদ্ধ নির্মল শিখাকে (শুক্রম্ অর্চিঃ) জ্বালিয়ে তোলে সবার আগে, দেবতার কাছে বয়ে আনে সমপর্ণের আকূতিভরা প্রীতির উপচার (প্রয়স্বতীর্)। মানুষের এই প্রয়াসের সাড়া আসে তখন বিশ্বপ্রকৃতি আর বিশ্বদেবতার কাছ থেকে। তাঁরাই তখন তাঁর ভার নেন—দেবহূতির অনির্বাণ শিখাকে প্রতিষ্ঠিত করেন আধারের গভীরে :

দ্যুলোক আর পৃথিবী আর যজনীয় দেবতারা
(হে অগ্নি) তোমায় হোতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন আধারের গভীরে—
যখন প্রবর্ত মানুষেরা দেবতার তরে উতলা হয়ে
প্রীতি-উপচার নিয়ে জ্বালিয়ে তোলে অভীপ্সার শুক্লশিখা।

৪

মহান্ সধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তো
হন্তর্ দ্যাব্য মাহিনে হর্যমাণঃ।
আস্ক্রে সপত্নী অজরে অমৃক্তে
সর্বদুঘে উরুগায়স্য ধেনূ।।

আধারে অগ্নির ধ্রুবচেতনা প্রতিষ্ঠিত হ'লে যে বোধ ও অনুভব জন্মায়, এই ঋকে তারই বর্ণনা।

মহান্— অগ্নির বিণ.। সধস্থে (১।১৫৪।১, ৩ ; ১।১৬৩।১৩ ; ৩।৬২।১৫ ; ৭।৩৯।৪ ; ৭।৯৭।৬ ; ৯।১।২, ১৬।৪, ১৭।৮ ; ২১।৩ ; ৬৫।৬ ; ১০৭।৫ ; ১০।৩২।৪, ৬১।১৯ ; ৩।২০।২, ৫৬।৫ ; ৯।১০৩।২ (স্ত্রী সধস্থা ; ১।১১৫।৪ ; ৫।৩১।৯, ; ৭।৬০।৩ ; ৮।১১।৭ ; ৩।১২।৮, ২৫।৪ ; ১।১০১।৮ ; ১।১৪৯।৪ ; ২।৪।২ ; ১০।৪৬।২ ; ২।৯।৩ ; ৩।৬।৪, ৭।৪, ২৩।১ ; ৫।২৯।৬ ; ৫।৪৫।৮, ৫২।৭, ৬৪।৫, ৮৭।৩, ৬।৫২।১৫ ; ৮।৪৫।২০ ; ১০।১৬।১০ ; ১০।৪০।২ (বিধবার দেবর স্বামী) ৯।৪৮।১ ; 'সধস্থে সহস্থানে' (নি. ৩।১৫) (সধ.সহ.একত্র + √ স্থা + অ. অধিকরণে) সবাই একসঙ্গে থাকে যেখানে। মৌলিক অর্থ 'মণ্ডল' যেখানে অনেক রশ্মির বা শক্তির সমাগম। তাই থেকে ধাম, সদন, আধার। দেবতারা 'সজোষাঃ' তাদের মধ্যে বিরোধ নেই, একজন যেখানে অন্য সকলেও সেখানে। চিৎশক্তি সমূহের এই অঙ্গাঙ্গিভাব ও সাযুজ্য বৈদিক দেববাদের বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রে পুরাণেও এই দেবপরিবার— সমাবেশ, মূর্তি শিল্পেও চালচিত্র না হ'লে মূর্তি সম্পূর্ণ হয় না—

দেবপরিবারের সকলে সেখানে উপস্থিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনেক বিক্ষিপ্ত ভাবনার সমাহার যে-বিন্দুতে, তা-ই সধস্থ। তাই দেহের চিৎকেন্দ্র বা চক্রও সধস্থ হতে পারে। অধ্যাত্ম সোমযাগে সোমের ধারা উজান বইবার সময় এক এক সধস্থে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শূন্যতায় আপন ধামে (৯।১০৩।২, ৪৮।১), চিৎকেন্দ্রে। আধারের যে-কোন দেশকে বোঝাতে পারে। এখানে দ্যুলোক ও ভূলোকের মাঝামাঝি হৃদয়ে।

ধ্রুব— (৬।৯।৪, ৫ ; ৯।১০২।২, ১০।১৭৩। সূ ১।১৬৪।৩০ ; ৬।১৫।৭, ৮।৪১।৯ ; ৫।৬২।১ ; ১।১৪৬।১ ; ৯।৮৬।৬ ; ৩।৫৬।১ ; ১।৭৩।৪) নিশ্চল। হৃদয়ে নিষণ্ণ ধ্রুব হয়েও তিনি 'অন্তর ঈয়তে'—দুয়ের মাঝে যাতায়াত করছেন, (দ্র. ৪।৮।৪, ২।৬।৭, ৪।২।২, ১।৩৫।৯)। দ্যাবা=দ্যাবৌ=দ্যাবাপৃথিবী (একশেষ দ্বন্দ্ব)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূলাধার ও সহস্রারের মাঝে চিদগ্নির সঞ্চরণ বা অন্তরয়ণ। অধিদৈবতে ভূলোকে আছি আমরা, দ্যুলোকে পরমদেবতা—দুয়ের মাঝে অগ্নি-সোমের যাতায়াত।

মাহিনে— 'মাহিন', দ্যাবা পৃথিবীর বিণ.। ইন্দ্র মাহিনাবান্ (৩।৩৯।৪) শব্দটি ইন্দ্র উষা পূষা বয়ঃ ইত্যাদিরও বিণ। মাহিনং শ্রবঃ (৪।১৭।২০) মাহিনং দত্রং (৩।৩৬।৯) মাহিনা গীঃ (৩।৭।৫), মাহিনা (১।১৮০।৫) মহৎ (নিঘ. ৩।৩) মহৎ বলে।

হর্ষমাণঃ— আনন্দে ঝলমল ক'রে। আস্ক্রে (তু. বিশ্বদেবতার বিণ. ১।১৮৬।২ ; ৭।৪৩।৫ (আ √ ক্রম, পদক্ষেপ করা, উপসর্গের পর স'কার—আগম (তু. আস্পদ) (দ্র. দধিক্রা, রুধিক্রা, বসুক্রা, বিষ্ণুর বিক্রম) আক্রমণশীলা (সা) সঠিক অর্থ পরিব্যাপ্তা।

সপত্নী— (তু. উষসানক্তের বিণ. ৩।১।১০) সতীন, একই পতি যাদের।

সে পতি পরমদেবতা।

অজরে— (দ্বি) (দ্যাবা-পৃথিবীর বিণ.) জরারহিতা, নিত্যতরুণী।

অমৃক্তে— (৩।১১।৬, ৭।৩৭।১, ৮।২।৩১, ২।৩৭।৪, ৬।১।৪, ৬।৫০।৭, ৭।৩৭।২, ৮।২৪।২, (√ মৃচ্, অনিষ্ট করা। তু. অমর্ক, মর্কট) অক্ষতা, নিটোল। সবর্দুঘে (৩।৫৫।১২, ৯।১২।৭, ১।১৩৪।৪, ৩।৫৫।১৬, ১।২০।৩, ৮।১।১০, ১।১২১।৫, ১০।৬১।১১, ১০।৬৯।৮ (তু. সবর্ধুক্)। সবর্ধুং (১০।৬১।১৭)। সবর্‌যস্বর, √ দুহ্ দোহন করা) জ্যোতিঃ ক্ষরা।

উরুগায়স্য ধেনূ—ইন্দ্রের বিণ. ১০।২৯।৪, বিষ্ণুর ১।১৫৪।১, ৩, ৬ ; ৮।২৯।৭, ২।১।৩, সোমের ৯।৬২।১৩ ; অশ্বিদয়ের ৪।১৪।১, সোমের ৯।৯৭।৯ ; (< উরু, বিপুল, গায় √ গা, চলা, গতি) বিষ্ণুতে বিশেষণটি নিরূঢ়। দ্যুলোক ভূলোক তাঁর দুটি জ্যোতিক্ষরা ধেনু। আকাশ ও পৃথিবী সর্বব্যাপী ও বিপুল সঞ্চারী (বিষ্ণু) পরমদেবতার অমৃত নির্ঝর—তাঁর দুটি কামধেনু যেন তাদের মাঝেই আমার হৃদয়ে নিয়ত সঞ্চরমাণ ঐ আগুনের শিখা।

এই হৃদয় চিৎকেন্দ্র, এখানে তাঁর ধ্রুব আসন—যেখানে চিৎশক্তির সকল ধারা সংহত হয়েছে একটি কেন্দ্রে। সেইখানে তাঁর বিপুল জ্যোতি আপন আনন্দে ঝলমল হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে দ্যুলোকে ভূলোকে। তাঁরই অনুভবের অনুভাব তাদের মধ্যে। উদ্দীপ্ত আগ্নেয়ী চেতনায় অপরূপ তাদের বোধ। তারা বিপুল আলোর ছটা—ছাপিয়ে গেছে সব ঠাঁই ; কোথাও প্রাণের দৈন্য নাই, নাই অপূর্ণতার ক্ষত। বিশ্বব্যাপী এক পরমসত্তার আবেশে আবিষ্ট তারা—সবুজ আর সুনীলে ঝরিয়ে চলেছে অমৃতজ্যোতির নির্ঝর :

মহান্ তিনি (অগ্নি), চিৎকেন্দ্রে ধ্রুব হ'য়ে এইখানে হলেন নিষণ্ণ, —
দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে চলেছেন আনন্দে ঝলমল্ ;

তারা (দ্যাবাপৃথিবী) বিপুল, সবছাপানো, অজর, অক্ষত ;
তাদের পতি সেই সর্বগত—যাঁর আলোকনির্ঝরের ধেনু তারা।

৫

ব্রতা তে অগ্নে মহতো মহানি ;
তব ক্রত্বা রোদসী আ ততন্থ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মানস্,
ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাম্।।

অগ্নির প্রজ্ঞাবীর্য ছেয়ে থাকে প্রাণের অন্তরিক্ষ, ভূলোক আর দ্যুলোকের মাঝে চলে তার দৌত্য, মর্ত্যের চিরন্তন পথিকের তিনি হন নেতা।

ব্রতা— (বরুণের ১।২৫।১, ৪।১৩।২ ; দেবতাদের ১।৩১।২, ৩।৭।৭, ৩।৫৫।১, ৩।৫৬।১, ৬০।৬ ; মিত্রাবরুণের ৫।৫৯।১, ৩।৫৫।৬; যজমানের ১।৯৩।৮ ; ইন্দ্রের ১।১০১।৩, ৬২।১০ ; অগ্নির ১।১২৮।১, মরুদ্গণ ও অদিতির ১।১৬৬।১২, সবিতার ২।৩৮। সু, আদিত্যের ৩।৫৯।৩, উষার সোমের ৩।৩৮।৬ (ব্রতে = কর্মে, নিখ. ২।১) (√ বৃ, বেছে নেওয়া) অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নিলে তা হয় ব্রত, তা তখন অপ্রচ্যুত, অদব্ধ ও ধ্রুব। সুতরাং ব্রত হল স্থির সঙ্কল্প। বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ দেবতার ব্রত।

মহানি— (√ মহ্, বিপুল হওয়া, ঝলমল করা, বড় হওয়া, পূজা করা) মহৎ।

ক্রত্বা— প্রজ্ঞা (নিঘ./৩।৯) কর্ম (নিঘ./২।১) নিঘ. তে ধী, এবং শরীরও এই দুটি অর্থ। আধার কর্ম অর্থে শক্তি, প্রজ্ঞা অর্থে

মায়া। ক্রতুর তাৎপর্য এই থেকে—(√ কৃ + অতু) চিন্ময় সৃষ্টি বীর্যের দ্বারা।

রোদসী আ ততন্থ—(√ তন্, বিস্তার করা, ছাওয়া + লিট্ থ) অন্তরিক্ষের দুটি অন্তকে ছেয়ে আছ। রোদসী ভূলোকের প্রত্যন্ত আর দ্যুলোকের উপান্তের মাঝখানে—একে বলা চলে প্রাণলোকের অন্তরিক্ষ (৩।২।২) অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মণিপুর হতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত। অগ্নির দিব্যসকল্প এই প্রাণলোককে ছেয়ে ফেলল। এইখানেই অগ্নির দৌত্য, ওঠানামা (অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে—৩।৩।২) নেতা—(দ্র. ৫।৫০।১-৫)— এই দেবো নেতা হলেন সবিতা—যদিও উহ্য (শত. ব্রা.) যজ্ঞস্য নেতরি (অগ্নৌ) ২।৫।২, ইন্দ্র (২।১২।৭), অগ্নি (৩।২০।৪) ; নেতা সিন্ধূনাম্ (অগ্নি ৭।৫।২) ; বরুণ (৭।৪০।৭) ; সোম (৯।৭৪।৩), বরুণ মিত্র অর্যমা (১০।১২৬।৫) ; নেত্রী সুনৃতানাম্ (উষা) ১।৯২।৭, গবাংনেত্রী বাজপত্নী (উষা) ১।৭৬।৬, ৭, ৭৭।২ ; বৃষভ (৩।৪।৩) বীর্যবর্ষী। চর্ষণীনাম্—১।১৮৪।২, ১।৭।৯, ১৭৬।২, ১৭।২ ; ৪।৮।৮ (অগ্নিঃ) নিঘ—মনুষ্য=বিশঃ, ক্ষিতয়ঃ। কৃষ্টয়ঃ। চর্ষণ্যঃ প্রত্যেকটি স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ। বিশ্ মাটির দখল নেয়, ক্ষিতি বাসা বাঁধে, কৃষ্টি চাষ করে, চর্ষণি চাষ করে বা এগিয়ে চলে। সাধনা বৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়—তাতে স্বাভাবিক পারম্পর্য পাওয়া যায় ও তা অর্থপূর্ণ হয়। সম্ভবত উহ্য, প্রজা শব্দের যোগে শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ, তবে সব জায়গায় এ প্রকল্প খাটে না। চর্ষণি একবচনে আছে একবার—'পিতা কূটস্য চর্ষণিঃ (১।৪৬।৪) অর্থ 'চায়িতা আদিত্য' (নিঘ. ৫।২৫) অর্থাৎ দ্রষ্টা। দ্বিবচনে একবার ১।১০৯।৫ লক্ষ্য ইন্দ্রাগ্নি। —এখানেও যাস্কের অর্থ চায়িতা বা দ্রষ্টা খাটতে পারে। বিচর্ষণিঃ , বিশ্বচর্ষণিঃ = দ্রষ্টা (নিঘ. ৩।১৪), দেবতার বিণ. তাই সাক্ষী অর্থ

ও খাটে। রথচর্ষণ (৮।৫।১৯) = রথের পথ। তৈ. উপ. বিচর্ষণম্ (১।৪।১) বলক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে। সুতরাং নিঘণ্টুর দ্রষ্টা অর্থকে নিরুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। ঋ. র একবচনান্ত ও দ্বিবচনান্ত চর্ষণিকে 'চরিষ্ণু' অর্থ করার বাধা নেই। (তু. ঐত. ব্রাহ্মণ-চরৈবেতি...) সাধকের চর্ষণি সংজ্ঞা খুব খেটে যায়। তার দুটি বাহন, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞা আর প্রাণ (কৌ. ৩।২)। একটি জ্যোতিঃক্ষর অন্যটি লোহিতবর্ণ। এরাই অগ্নিশক্তি। অগ্নিশক্তির যোগে সাধনা কেমন ভাবে অধ্বর পথে উজানগামী হয়—পরের ঋকে তারই বর্ণনা।

সত্যের সাধনার সঙ্গে অগ্নিবীর্য যুক্ত হলে আধারে বিশ্বচেতনার আবির্ভাব ঘটে। সিদ্ধ জীবনের গতি তখন হয় অকুটিল—অগ্নিরথে চড়ে দেবতারা আসেন। আমাদের সত্য সাধনাই সেই রথ। যেমন আলোর বিপুল প্রভাস তুমি, তেমনি তোমার সঙ্কল্পও বিপুল জ্যোতির্ময়। চেতনার অন্তরিক্ষে প্রাণের দুটি প্রত্যন্তকে দ্যুলোকে-ভূলোকে প্রসারিত করেছ তুমি প্রজ্ঞার বীর্যে, নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়। মর্ত্য আধারে তোমার আবির্ভাবের পরম লগ্ন হ'তেই এপারে ওপারে চলল তোমার দৌত্য। চিরপথিক প্রাণের দিশারী তুমি, অলখের পানে বইয়ে দাও তার সকল স্রোত, উষাকে শ্যামল কর তোমার ধারাসারে :

হে তপোদেবতা, মহান্ তুমি, সত্যসঙ্কল্পও তোমার মহান ;
তোমার প্রজ্ঞাবীর্যে প্রাণলোকের প্রত্যন্তকে করেছ আতত।
তুমি দূত হ'য়ে দ্যুলোকে ভূলোকে, যখনই জন্ম নিলে ;
তুমিই নায়ক। হে বীর্যবর্ষী, চিরপথিকদের।।

৬

ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভির্
ঘৃতস্নুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব।
অথা বহ দেবান্দেব বিশ্বান্ত্
স্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ।।

ঋতস্য— ঋত ও সত্য সহচরিত শব্দ, দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। ঋত (√ ঋ, চলা), সত্য (√ অস্, থাকা)—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে একটির ঝোঁক শক্তির দিকে, অন্যটি শিবের দিকে। শিবশক্তির মতই দুটি ভাবনা যুগনদ্ধ। বিশ্বের অধিষ্ঠান 'সত্য', 'ঋত' তারই শক্তির প্রকাশ = বিসৃষ্টি = বিভূতি. জগৎ চলছে, কিন্তু সে-চলার ছন্দ আছে, সেই ছন্দেই তার অধিষ্ঠান সত্যের প্রকাশ। এই চলার ছন্দই ঋত। 'অনৃত' তার বিপরীত। 'নির্ঋতি' চূড়ান্ত ছন্দোহীনতা—Cosmos এর পূর্ববর্তী Chaos। অবশ্য সত্যদৃষ্টিতে সৃষ্টিতে অনৃত বা নির্ঋতি বলে কিছুই নেই। বিশ্বের চলার মূল ছন্দ হল সূর্য। সূর্যের গতির যে-ছন্দ তা-ই হল 'ঋতু'। বেদে 'কাল' শব্দ একবার মাত্র আছে (১০।৪২।৯), অন্য সব স্থানে আছে 'ঋতু'। ঋতু অনুযায়ী যিনি দেবযজন করেন তাঁকে বলে ঋত্বিক। অধ্যাত্ম সাধনাকেও বাঁধতে হবে আদিত্যগতির ছন্দে ; তাই যজ্ঞের এক নাম 'ঋত'। ঋতয়ু যে, সে-ই যথার্থ দেবয়ু। বাইরে বা ভিতরে ঋত হল সত্যের ছন্দোময় গতি। (নি. সত্য এবং যজ্ঞ দুটি অর্থই আছে, ৪।১৯, ৮।৬) ঋত ও সত্যের সূক্ষ্ম প্রভেদ—১।১০৫।১২, ৯।১১৩।৪, ১০।১৯০।১, ১০।৮৬।৯ ঋত প্রশস্তি—৪।২৩।৮-১০ সত্যের স্বরূপ জ্যোতি, ঋতের স্বরূপ কর্ম, আবার এই স্বরূপের বিনিময়ও ঘটান হয়েছে ৯।১১৩।৪ ঋকে। দুই অন্যোন্যাশ্রিত।

কেশিনা— (কেশিনৌ) কেশরযুক্ত দুটি অশ্বকে। এই দুটি আগুনের শিখা, একটি বহন করে শুভ্রবর্ণ প্রজ্ঞাকে, অন্যটি রক্তবর্ণ প্রাণকে, তাই একটির বর্ণ শুক্ল, অন্যটির লোহিত। প্রজ্ঞা ও প্রাণই চিৎশক্তির (অর্থাৎ দেবতার) বাহন (ইন্দ্র বাহনের সঙ্গে তু. ৩।৪১।৯), অগ্নিশিখার সঙ্গে কেশের তুলনায় কেশ হয়ে যাচ্ছে শক্তির প্রতীক। দেববাহন ঘোড়ার কেশর আছে বলেই শুধু তারা কেশী নয়। বস্তুত তারা বীর্যের প্রতীক, শক্তির প্রতীক—প্রজ্ঞাবীর্য—প্রাণবীর্য ; তারাই প্রকৃত দেববাহন।

যোগ্যাভিঃ— যোগযুক্ত মনের বাণী দিয়ে। 'যোগ্যা' বাকের বিণ ; যোগ্যা বাক্ হ'ল যোগযুক্ত চেতনার বাক্ অর্থাৎ দেবাবেশজনিত বাণী বা মন্ত্র। বাহন দুটিকে (কেশিনৌ) ধুরায় যুক্ত করতে হবে মন্ত্রবাণী দিয়ে (মনোযুজ ১।১৪।৬, ৫১।১০, বচোযুজ (১।২।৭, ১।২০।২)।

ঘৃতস্নুবা— (বৌ) (৫।৭৭।৩; ৯।৮৬।৪৫ ; ১০। ১২২।৬ ; ৬।৫২।৮ ; ১।১৬।২ ; ৪।৩।২ ; ১।১৫৬।১ ; ১০।১২।৪ ; ২।২৭।১; ৫।২৬।২ ; ৪।৬।৯ (ঘৃতস্নাঃ) ; ৬।১৬।২৮ (তু. বধস্ন, বধস্নু ৯।৫২।৩)। ঘৃতস্নু ও ঘৃতস্নার অর্থ কাছাকাছি হওয়া সম্ভব স্নু = সানু। ঘৃত স্নু আর ঘৃতপৃষ্ঠ একার্থক হওয়ই সম্ভব, অর্থ—যার সানু বা পৃষ্ঠবংশ 'ঘৃত' কিনা দীপ্ত (√ ঘৃ. গরম হওয়া বা করা) তু. Gr. Thermos 'warm'. Lat. formus 'warm', OE. Wearm, OHG. warm, O Prussian 'gorme' 'heat' < gwhorm, gwher-m 'warm' ; হিন্দী—ঘাম—'রোদ')। পৃষ্ঠবংশের দীপ্তিকে তন্ত্রে বলা হয়েছে সুষুম্ণা মার্গে কুণ্ডলিনীর দীপনী। শুধু বাহনরা ঘৃতস্নু নয়, অগ্নি, মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবীও ঘৃতস্নু, এমন কি বোধন বাণীও ঘৃতস্নু। ব্যঞ্জনা—দেবতার দীপ্ত

বাহনেরা দেবতাকে নিয়ে আসে যখন সাধকের সত্তায়, তখন তার সুষুম্ন পথ দিয়ে আগুন ছোটে, সাধক নিজেই তখন বাহন, নিজেই রথ, নিজেই ঘোড়া। (অগ্র-দীপ্তপৃষ্ঠ বাহন দুটিকে) রোহিতা (তৌ) অগ্নির বাহন (বায়ুর ১।১৩৪।৩, মরুদ্‌গণের ৫।২৬।৬, এক জায়গায় আছে অগ্নিবাহন 'শ্যাবা রোহিতা বা' (২।১০।২) শ্যাম রঙের বাহন সবিতার (নিঘ. ১।১৫) শ্যাম রং কচি কলাপাতা রং—সাদার দিকে ঘেঁষে, যদি সবুজ হয় তবে 'হরিৎ' (৭।৪২।২), অথবা উষার অরুণিমা মিলিয়ে যাওয়ায় আকাশের পান্ডুর রং, সে-ও সোনালী ঘেঁষে। আদিত্যের বাহনেরা হরিৎবর্ণ। হিরণ্যদুতি প্রজ্ঞার, রক্তদ্যুতি শক্তির, মনে হয় অগ্নি বাহন দ্বয়ের একটি প্রজ্ঞা, একটি প্রাণ। তন্ত্রে কল্পনা করা হয় সুষুম্ণা অগ্নিনাড়ী ; একপাশে তার শুভ্র চন্দ্রনাড়ী—ইড়া, অন্যপাশে সোনালী সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা। রোহিত শব্দের অর্থ যা উজান বইছে (√ রুহ্, আরোহণ ধুরি—ধিষ্ব—ধুরায় জোত। (√ ধা, স্থাপন করা + (লোট্ স্ব)। সু অধ্বরা কৃণুহি—সুযম অকুটিল কর চেতনাকে।

জাতবেদঃ — 'অগ্নির্জন্মানি দেব আ বিদ্বান' (৭।১০।২)—প্রতিটি জন্মের খবর রাখেন যিনি। অগ্নিই শিশুরূপে আবির্ভূত হন আধারে আধারে, তারপর বেড়ে চলেন (৬।৯।৩. ১।১।৮) উপনিষদ বলেন তিনি 'মধ্য-আত্মায় অধূমক জ্যোতির মত। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যিনি ভূত ও ভব্যের ঈশান'। (কা ২।১।১২-১৩) ।

তোমার শক্তির লেলিহান দুটি শিখা দীপ্তিক্ষরা—আধারের সব মালিন্য আর অবসাদ দূর করবে তারা। জীবনের ঋত-ছন্দোময় অগ্রাভিযানের রথে আজ যুক্ত কর তাদের যোগ-চেতনার মন্ত্র দিয়ে। তারপর হে জ্যোতির্ময়, বিশ্বজ্যোতিকে সেই যুগলশক্তির সংবেগে নামিয়ে আন এইখানে। জন্ম-জন্মান্তরের সাক্ষী তুমি,

সে-জ্যোতির সকল ধারাকে অনায়াসে ঋজুপথে উজান বইয়ে দাও আমাদের মাঝে :

অথবা দুটি তোমার কেশরী-বাহন—
দীপ্তিক্ষর, সুলোহিত, যোগিমনের বাণী দিয়ে ঋতের ধুরায় জোত তাদের।
তারপর বয়ে আন বিশ্বদেবতাদের, হে দেবতা ;
চেতনাকে অনায়াসে অকুটিল পথে বইয়ে দাও, হে জন্ম-জন্মান্তরের সাক্ষী।।

৭

দিবস্ চিদ্ আ তে রুচয়ন্ত রোকা
উষো বিভাতীরনু ভাসি পূর্বীঃ।
অপোয়দ্ অগ্ন উশধগ্ বনেষু
হোতুর্ মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ।।

চেতনায় শ্রদ্ধার অরুণিমা ফোটে আগে, তারপর জ্বলে ওঠে অভীপ্সার শিখা। দ্যুলোক হ'তে দেবতার আলো ঝরে পড়ে আধারে। কামনার বনে আগুন ধরে যায়, বিশ্বদেবতা তাই দেখে হন উল্লসিত।

রুচয়ন্ত— (√ রুচ্. ঝলমল করা, স্বার্থে + ণিচ্। প্রেরণার্থে রোচয় (৩।২।২) ঝলমল করছে তোমার। রোকাঃ (√ রুচ্ লোকা)— আলোর ছটা।

বিভাতীঃ— আলো ঝলমল। উষার বিণ.।

পূর্বীঃ — প্রাক্তনী।

অপঃ— সক্রিয়, চঞ্চল, অগ্নির বিণ.।

উশধগ্— (দ্র. ৩।৩৪।৩, ৭।৭।৩) (√ বশ্, চাওয়া > উশ + √ দহ্

জ্বালিয়ে দেওয়া—খুশিমত যিনি জ্বালিয়ে দেন (তু. যথাবশং ৩।৪৮।৪) 'উশেন স্বেচ্ছয়া লীলয়া ধৃতি বা দহতীতি উশধক্'—উপপদ সমাস।

বনেষু— (স্ত্রী) বোঝাচ্ছে অধরারণিকে। বন—কাঠ, গাছ, বন। কিন্তু সঙ্গে 'কামনা ভালবাসা অর্থও জড়িয়ে আছে' (√ বন্ চাওয়া) (তু. কেন উপ. ৪।৬) বন = বঁধু। ভালবাসার পাত্র। কামনার বনে, আগুন জ্বললে পার্থিব কামনা রূপান্তরিত হয় দিব্য অভীপ্সায়।

হোতুঃমন্ত্রস্য—আনন্দে মাতাল হোতার অর্থাৎ অগ্নির। আধারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া তাঁর আনন্দের লীলা।

পনয়ন্ত — (√ পন্. প্রশংসা করা + ণিচ্) প্রশংসা করেন।

দেবাঃ— বিশ্বদেবগণ তোমার এই ধ্বংসলীলার প্রশংসা করেন।

কামনার বনে একি প্রলয়দহন তোমার, হে তপোদেবতা। তোমার চঞ্চল শিখার নাচন তার তরুর শাখায় শাখায়। বিশ্বদেবতার উল্লাস যেন উপচে পড়ে সেই নৃত্যের ছন্দে। তোমারই প্রলয়ের উন্মাদনা আধারের গভীর হতে আহ্বান পাঠায় অসীমের পানে ; দিগন্তের কোলে অনাগতের আশ্বাস আনে প্রাক্তনী উষার আলো, তোমার আভা ছড়িয়ে পড়ে তার বুকে—দ্যুলোকের আভাস ভূলোকের অভীপ্সাকে করে তীক্ষ্ণতর...। ঐ যে তোমার আলোর ছটা ঠিক্‌রে পড়ল আকাশ হতে, ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। দ্যুলোকের বুকে সাড়া জাগল কি আজ এই অভীপ্সার আকুল ছন্দে?

দ্যুলোক হতে এইখানে ঝলমলিয়ে উঠল তোমার আলোর ছটা।

প্রাক্তনী উষাদের দিব্য বিভার ছন্দে তুমি উজ্‌লে ওঠ।

হে তপের শিখা, চঞ্চল হয়ে যখন লীলাচ্ছলে দহন জাগাও— তুমি কামনার বনে বনে,

আনন্দে মাতাল হোতার সে-লীলাকে বলিহারি দেন দেবতারা।।

৮

উরৌ বা যে অন্তরিক্ষে মদন্তি,
দিবো বা যে রোচনে সন্তি দেবাঃ।
ঊমা বা যে সুহবাসো যজত্রাঃ
আয়েমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ।।

পূর্ব ঋকের সঙ্গে অন্বয়। আধারে যে-দেবতাদের অগ্নি নামিয়ে আনবেন তাঁদের নির্দেশ করা হচ্ছে, —তেত্রিশ দেবতার কথা পরের ঋকে । উরৌ অন্তরিক্ষে (তু. উরৌ অনিবাধে ৩।১।১১, উরৌ পথি—৩।৫৪।৯ ; উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬) উরু (√ বৃ, আবৃত করা, ব্যাপ্ত করা) উরুলোক (দ্র. ১০।১২৮।২)। উলোক ৩।২।৯ হ'ল বৃহজ্জ্যোতি বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের ভূমি, যা বৈদিক সাধকের কাম্য। বিপুল অন্তরিক্ষে আছেন বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা। অন্তরিক্ষ প্রাণলোক, সাধনার সমরাঙ্গন, যত ঝড় বৃষ্টি এখানেই।

দিবঃ রোচনে—(৩।৪।১০) দ্যুলোকের ঝলমলে আলোয়। এখানে আছেন দ্যুস্থান দেবতারা—উষা, অশ্বিদ্বয়, আদিত্য প্রভৃতিরা। চেতনায় তখন শুধু আলোর খেলা।

ঊমাঃ— (১।১৬৬।৩, ১।১৬৯।৭, ৪।১৯।১, ৫।৫২।১২, ৭।৩৯।৪, ১০।৭৭।৮, ১০।৬।৩, ১০।৩১।৩, ১০।১২০।১)। (√ অব্, ঘিরে থাকা + ম, ভাববচন ও ব্যক্তিবচন দুই-ই) রূপান্তর ওম, ঊম > স্ত্রী লিঙ্গে ঊমা। চারিদিক ঘিরে আছেন যাঁরা। এঁরা পৃথিবীস্থান দেবতা, অগ্নি তাঁদের আদিতে। এখানে পার্থিব ভূমির কথাই হচ্ছে। পৃথিবী জড়লোক, এখানে মাটি। অন্তরিক্ষ প্রাণলোক, সেখানে জল। দ্যুলোক চিন্ময়, সেখানে আলো। তিনটি মহাভূতের নিশানা পাওয়া গেল—মাটি, জল, আলো।

সাংখ্যে জড় তামস, প্রাণ রাজস্, চেতনা সাত্ত্বিক (তু. কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষোয়ামো অস্য (অগ্নেঃ) ১০।২০।৯।

সুহবাসঃ— যাঁদের ডাকা সহজ, ডাকলেই যাঁরা আসেন।

যজত্রা— যজনীয়। দেবতাদের বিণ.।

আয়েমিরে— (আ √ যম্ নিয়ন্ত্রিত করা) নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে অর্থাৎ রথে জোতা হয়েছে।

রথ্য অশ্বা— রথবাহী অশ্বেরা—এরা অগ্নিশিখা ; অগ্নিই রথে ক'রে দেবতাদের নিয়ে আসবেন। রথারোহীকে বোঝায় ৪।১৬।২১।

ঐ অন্তরিক্ষলোকে—উত্তরবাহিনী পার্থিবচেতনা প্রথম মুক্তি পায় যার মহাবৈপুল্যের মাঝে—আছে বিশ্বপ্রাণের উচ্ছল উন্মাদনা। তারও ওপারে আছে বিশ্বচেতনার অন্তহীন জ্যোতি, পারাবার—আপন অচঞ্চল মহিমায় স্তব্ধ। আর এইখানে এই আধারকে ঘিরে আছে চিৎশক্তির বাহিনী—ডাকলেই তাদের সাড়া মেলে, আমাদের চিন্ময় ভাবনার তারাও লক্ষ্য। আরও আছে, হে তপোদেবতা, তোমার প্রাণচঞ্চল শিখারা—দ্যুলোকের ওপার হ'তে বিশ্বদেবতাকে চিরকাল তারা বয়ে এনেছে সত্তার গভীরে :

বিপুল অন্তরিক্ষে যাঁরা আনন্দে মাতাল, অথবা দ্যুলোকের ঝলমল আলোয়
নিথর রয়েছেন যে-দেবতারা,
কিংবা যাঁরা ঘিরে আছেন, আমাদের এইখানে—
ডাকলে সাড়া দেন আমাদের ইষ্ট যাঁরা, আর,
জোতা হয়েছে, হে তপোদেবতা তোমার রথবাহী যে অশ্বদের—।

৯

এভির্ অগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্
নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ ত্রিংশতং ত্রীংশ্ চ দেবান্
অনুষ্বধম্ আ বহ মাদয়স্ব।।

এই ঋকটি পত্নীব্রতগ্রহের যাজ্যা (আ. শ্রৌ. সূ ৫।১৯) অগ্নিষ্টোম নামের সোমযাগের শেষদিনে তৃতীয় সবনের শেষের দিকে অধ্বর্যু একটি বিশেষ সোমপাত্রে 'পত্নীবান অগ্নির' উদ্দেশে আহুতি দেন। তখন অগ্নীধ্রকে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। এর আনুষঙ্গিক যজুর্মন্ত্রও আছে। (যজুঃ ৮।১০)। (মূল মন্ত্রে পত্নীবান্ সমস্ত দেবতার কথা আছে।) ঋকটিতে আছে আধারে অগ্নিশক্তির বিভূতিরূপে চিৎশক্তিরাজির আবির্ভাবের বিবরণ।

সরথং নানারথং বা—একই রথে ইন্দ্রাগ্নী (১।১০৮।১), বিশ্বদেবগণ (৩।৪।১১), ইন্দ্রবায়ু (৪।৪৭।৩), ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় (৮।৯।১২)। ইন্দ্রসোম (৯।৮৭।৯), সরস্বতী ও পিতৃগণ (১০।১৭।৮), নদীগণ (১০।৭৫।৬)। এক রথে হলে সব চিৎশক্তিই অন্যোন্যসঙ্গত, আলাদা রথ হলে স্বাতন্ত্র্য বুঝতে হবে।

অর্বাঙ্— (অর্বা + √ অঞ্চ্) নিকটগামী, কাছে আসছেন যিনি।

বিভবঃ— (বি √ভূ ; বিভূতি ৬।৪৭।১৮)—বিচিত্ররূপে আবির্ভূত (অগ্নিশিখারা) তু. সপ্তজিহ্বাঃ) পত্নীবতঃ (১।১৪।৭, ৪।৫৬।৪, ১।৭২।৫, ৮।২৮।২, ৯।৯৩।২২), ইন্দ্রপত্নী (১।৮২।৬), অশ্বিদ্বয় পত্নী (১০।৩৯।১১)। (উষা) স্বসরস্য পত্নী (৩।৬১।৪), দেবপত্নী (১।২২।৯, ৫।৪১।৬, ৫।৪৬।৭৮)। দেবতারা পত্নীযুক্ত অর্থাৎ শক্তিযুক্ত। ইন্দ্রের শচী (√ শক্)।

পৌলোমী শচীর একটি সূক্তও আছে। (১০।১৫৯।৩ তথায় আত্মপরিচয় দ্রঃ), অগ্নির 'অগ্নায়ী' (১।২২।১২, ৫।৪৬।৮), ইন্দ্রাণী (১।২২।১২, ২।৩২।৮), রুদ্রের রোদসী (অন্তোদাত্ত) বিষিতস্তুকা বা এলোকেশী (১।১৬৭।৫, ৫।৫৬।৮, ৬।৫০।৫, ৬।৬৬।৬), অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিনী (৫।৪৬।৮) অথবা সূর্যা (১০।৮৫।৮), বরুণানী (২।৩২।৮)। স্বতন্ত্রা দেবীদের প্রধান অদিতি, পৃথিবী, উষা, রাত্রি, সরস্বতী, ইলা, ভারতী, বাক্ অনুমতি রাকা, কুহূ, সিনীবালী, গৌরী। বেদে শক্তিবাদ নেই—কথাটা একটু বাড়াবাড়ি। অদিতি (৩।৪।১১)। শক্তি পূজা সব ধর্মেরই মূলে। ত্রিংশত ত্রীন্ চ দেবান্ (তু. ৩৩৩৯ দেবতা ১০।৫২।৬, বৃ. আ. ১।৯।১-৯) ৩৩দে. ৮।৩০।২, ৩৩দে. —৮।২৮।১, ৮।৫৭।২ (৩ x ১১ = ৩৩) তেত্রিশ দেবতাকে (দ্যাবাপৃথিবীর আবেষ্টনীর মধ্যে আটটি বসু, এগারটি রুদ্র, ১২ আদিত্য = ৩৩) (বৃ. আ. দ্যাবাপৃথিবীর স্থলে আছে ইন্দ্র, প্রজাপতি)।

অনুষ্বধম্— দেবতাদের স্বধার অনুযায়ী অর্থাৎ তাঁদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। অগ্নিশিখারহিত অগ্নিরথে যে-দেবতারা আধারে নেমে আসবেন তাঁরা সবাই অগ্নিরই বিভূতি—(২।১।৩-৭) ২।১ দেব ও দেবী সবাই অগ্নির বিভূতি)

হে তপোদেবতা, দ্যুলোক হ'তে, অন্তরিক্ষ হ'তে, ভূলোক হ'তে চিৎপুরুষদের নামিয়ে আন এই আধারে, —তোমারই অখণ্ড বিভূতিরূপে, অথবা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাকে অবলুপ্ত না ক'রে। তুমি তা পার, কেননা তাঁরা তোমারই শিখার বহুরূপ। চিৎসত্তার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উছলে উঠুক চিৎশক্তিরও উল্লাস। কারও স্বভাবের সামর্থ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে এই আধারে নিয়ে এসো তাঁদের চিন্ময় প্রাণের উন্মাদনায় :

এঁদের নিয়ে হে তপোদেবতা, একই রথে নেমে এস আসহচর,

অথবা, নেমে এস আলাদা আলাদা রথে ;

বহুরূপী যে তোমার অশ্বেরা। পত্নীসহ তেত্রিশটি দেবতাকে স্বধার ছন্দে

এইখানে বয়ে আন, মাতিয়ে তোল তাঁদের।

১০

স হোতা যস্য রোদসী চিদ্ উর্বী
যজ্ঞং যজ্ঞম্ অভিবৃধে গৃণীতঃ।
প্রাচী অধ্বরেব তস্থতুঃ সুমেকে
ঋতাবরী ঋতজাতস্য সত্যে।।

ভূলোকের প্রত্যন্ত আর দ্যুলোকের উপান্তের মধ্যে হ'ল অন্তরিক্ষ। সেখানেই চলে অভীপ্সার সাধনা। এই অন্তরিক্ষলোককে হতে হবে সত্য ঋতচ্ছন্দ বিপুল উন্মুখ ঋজু অকুটিল ও সুসমঞ্জস।

উর্বীরোদসী চিদ্—দুটি বিপুল রুদ্রভূমিও। অন্তরিক্ষ একদিকে নুয়ে পড়েছে পৃথিবীর উপরে, আরেকদিকে উজিয়ে গেছে দ্যুলোকে। তার দুটি প্রত্যন্তে যে-দুটি মহাভূমি, তারাই রোদসী বা দ্যাবাপৃথিবী—অন্তরিক্ষ হ'তে দেখলে।

যজ্ঞং যজ্ঞং— প্রতি যজ্ঞে, উৎসর্গ সাধনার প্রতি পর্বে। আমাদের যজ্ঞ বস্তুতঃ অগ্নিরই যজ্ঞ, অগ্নিই হোতা (১।১।১)।

অভিগৃণীত— (√ গৃ. গানগাওয়া) যজ্ঞের প্রতি পর্বে অন্তরিক্ষের দুই প্রান্ত সঙ্গীতমুখর হয়ে ওঠে।

অধ্বরা ইব— (সোম. 'সত্যো অধ্বরঃ '৯।৭।৩) তাঁর সহচর অগ্নিও যদি তা-ই হ'ন তাহলে এখানে অধ্বরা (রৌ) হ'ন অগ্নীষোম। অধ্বর

তাহলে সাধনাকে না বুঝিয়ে সাধ্যকে বোঝাচ্ছে—অকুটিল দুটি দেবতা (যেন)। অধ্বরে ধূর্তি বা ধূর্ততা কুটিলতা নেই (দ্র. ৮।৪৮।৩—সোমপানে অমৃতত্ব লাভের পর আর ধূর্তি থাকে না)। অন্যদিকে অগ্নিও কুটিল পাপকে আমাদের ভিতর থেকে তাড়িয়ে দেন 'যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনঃ (১।১৮৯।১) [জুহুরাণ < √ হ্বৃ. ধ্বৃ > ধ্বর্] সুতরাং অগ্নি আর সোম দুটি দেবতাই অধ্বর।

সুমেকে— (৪।৬।৩, ১০।৯২।১৫, ১।১১৩।৩, ১।১৪৬।৩, ৪।৪২।৩) (√ মি. —সুস্থির করা + ক, তু. শ্লো-ক, বৃশ্চি-ক, শুষ্-ক) সুনিশ্চল, অব্যভিচারী। পৃথিবী প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে, দ্যুলোক অতিষ্ঠাপদ বলে সুনিশ্চল, (মধ্যদেশ অন্তরিক্ষ কিন্তু অনিশ্চল এবং ব্যভিচারী—যেথায় নিত্য কোলাহল, নিত্য সংঘর্ষ—সেখানে অগ্নির গতায়াত, ইন্দ্রের শৌর্য প্রকাশের ভূমি।)

ঋতাবরী— (দ্বি) এখানে দ্যাবাপৃথিবীর বিণ. (সরস্বতীর বিণ. ২।৪১।১৮) উষার ৩।৬১।৬, অদিতির ৮।২৫।৩, রোদসীর ১।১৬০।১, নদীর ৩।৩৫।৫, তিনটি দেবীর ৩।৫৬।৫, অপ্-এর ৪।১৮।৬, [পুংলিঙ্গ ঋতবা] ঋতচ্ছন্দা। দ্যুলোকে ভূলোকে শক্তি স্পন্দের মাঝে সত্যের ছন্দ আছে।

ঋতজাতস্য— ঋত বা বিশ্বলীলার ছন্দ হ'তে জাত (অগ্নির বিণ.) (অশ্বিদ্বয়ের রথের বিণ. ৩।৫৮।৮, হংস বা সূর্যের ৪।৪৩।৫, অগ্নির ১।৩৬।১৯, সোমের ৯।১০৮।৮, গির-এর ১০।১৩৮।২ মরুদ্গণের ৩।৫৪।১৩ আদিত্যগণের ৭।৬৬।১৩) বিশ্বের ছন্দ হ'ল ঋত। তার সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নেওয়াই বৈদিক সাধনার রহস্য ; যার আরেক নাম 'সর্বতাতি'।

সত্যে— অগ্নির সত্যে। দেবতারা সবাই সত্য। বিশেষ করে সত্য, অগ্নি ও ইন্দ্র (যদিও ইন্দ্র সম্বন্ধে সংশয়ও আছে ২।১২।৫)। ইন্দ্র

যাজ্ঞিকের পরমদেবতা। যা সৎ তা-ই সত্য, যা সত্য তা ঋজু। অসৎ থেকে সত্যকে পৃথক করতে পারাই সুবিজ্ঞান (৭।১০৪।১২) সত্য ও অনৃত পরস্পর বিরোধী (৭।৪৯।৩), সূর্য্যই সত্য (১০।১৭০।২)। সত্য আমাদের হৃদয়ে—তাই দিয়ে সোমের অভিষব হয় (৯।১১৩।২), আবার অমৃতত্বই সত্য (৮।৯৩।৫) সংসার সমুদ্রে সত্যই নৌকা (৯।৭৩।১), সত্য ধ্যানসম্ভব (৭।৯০।৫), বিশ্বসত্য (২।৪২।১২, ৩।৩০।৬) সত্যস্বরূপ। রোদসীর বিণ.।

বিশ্বের ঋতচ্ছন্দেই আধারে এই তপোদেবতার আবির্ভাব। প্রাণের অন্তরিক্ষলোকে দাঁড়িয়ে বারবার তিনিই আহ্বান পাঠান পরমদেবতার উদ্দেশে। সে-আহ্বানের দীপ্তমন্ত্রে উৎসর্গ সাধনার প্রতি পর্বে দ্যুলোকে-ভূলোকে ব্যাপ্ত প্রাণের তন্ত্রীতে জাগে সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা, তার অনুরণনে অভীপ্সার শিখা লেলিহান হ'য়ে ওঠে দ্যুলোকের অভিসারে :

তিনিই হোতা, বিপুল দুটি রুদ্রস্পৃষ্ঠ ভূমি
যাঁর যজ্ঞের পর্বে-পর্বে গান গেয়ে ওঠে—তিনি বেড়ে চলবেন বলে'।
তারা সমুখপানে এগিয়ে চলে অকুটিল দুটি দেবতার মত অব্যভিচারী হ'য়ে।
তারা ঋতছন্দ এবং সত্য, তিনিও ঋত হতে প্রজাত।।

[একাদশ ঋক্ ৩।৫।১১ ও ৩।৭।১১ র অনুরূপ]

গায়ত্রীমণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

পঞ্চম সূক্ত

১

প্রত্যগ্নির্‌উষসশ্‌ চেকিতানো
হবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্‌।
পৃথুপাজা দেবয়দ্‌ভিঃ সমিদ্ধো
হপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ।।

উষার আভাস ফুটতেই মধ্যাহ্নদীপ্তির তরে অভীপ্সার আগুন এই যে জ্বলে উঠল আধারে—সে আগুনের শিখা কাঁপছে কিসের আকৃতিতে? স্বপনধ্যানী দূরপথিকদের অতন্দ্র অভিযানের সে-ই কি সরণি? এই জীবনে পরমদেবতার আবির্ভাব চায় যারা, তারাই জ্বালায় এই হোমের শিখা, আর তার তেজ ছড়িয়ে পড়ে তাদের শিরায়-শিরায়। ... অন্তরিক্ষের কুহেলি-ছাওয়া অনিশ্চয়তার উপান্তভূমি দুটি নিরর্গল হ'ল এই অভীপ্সার—সংবেগে, এইবার বিশ্বদেবতা নেমে আসবেন আধারে :

উষাদের আভাস পেয়ে এই যে তপোদেবতা চোখের সামনে জেগে উঠেছেন।
কাঁপছেন তিনি পায়ে-চলা পথ হ'য়ে কবিদের।
ছড়িয়ে পড়ল তাঁর তেজ, দেবকামীরা তাঁকে সমিদ্ধ করলেন যখন।
দুটি দুয়ার তমিস্রার ; দেববাহন তাদের করলেন অপাবৃত।।

২

প্রেদ্ অগ্নির্ বাবৃধে স্তোমেভির্
গীর্ভিঃ স্তোতৃণাং নমস্য উক্‌থৈঃ।
পূর্বীর্ ঋতস্য সংদৃশশ্ চকানঃ
সং দূতো অদ্যৌদ্ উষসো বিরোকে।।

গানের সুরে আর মন্ত্রের গুঞ্জরণে তাঁকে (চিদ্বীজরূপী অগ্নিকে) জাগানো এই আধারে সমস্ত অন্তরকে নমস্কারে লুটিয়ে দিয়ে। আত্মনিবেদনেই এই-যে তার শিখা লেলিহান হ'য়ে উঠেছে আমাদের চেতনায়। এপার আর ওপারের দূত এই তপোদেবতা, উষার আলোর সাড়া পেয়ে ঝলসে উঠেছেন চিদাকাশে — বিশ্বচ্ছন্দের (ঋতের) চিরন্তন 'পূর্ণচ্ছবি' আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠুক — এই তাঁর আকূতি :

অভীপ্সার শিখা লেলিহান হ'য়ে উঠেছে সুরের স্তবকে, উদ্বোধনের মন্ত্রমালায় ;
সুর-শিল্পীদের নমস্য তিনি বাণীর উপচারে।
বিশ্বচ্ছন্দের চিরন্তন সম্যক্‌দর্শন চান তিনি, তাই দূতরূপে ঝল্‌সে উঠলেন —
উষার আলো ফুটল যখন।।

৩

অধায্যগ্নির্ মানুষীষু বিক্ষ্বপাং
গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্।
আ হর্যতো যজতঃ সান্বস্থা
দভূদ্ উ বিপ্রো হব্যো মতীনাম্।।

মহাপ্রাণের সমুদ্র হ'তে প্রত্যেক আধারে নিহিত হয়েছেন এই চিদ্‌বীজ। তাঁর একমাত্র অভীপ্সা, ঋতের ছন্দে পরম-দেবতার দিব্যসংকল্পকে সত্য করবেন তিনি চিদাকাশে বৃহজ্জ্যোতি রূপে আবির্ভূত হ'য়ে। এই যে আমার চিরন্তন সাধনার ধন আনন্দে ঝলমল হ'য়ে ফুটে উঠলেন মূর্ধন্যচেতনার মহাকাশে। এই যে পারার মত টলমল করছে তাঁর আলো, চিত্তের সমস্তবৃত্তিকে নিক্বণিত ক'রে তুলেছে অজপার গুঞ্জরণে :

আহিত হয়েছেন এই চিদগ্নি মানুষের আধারে - আধারে,
মহাপ্রাণের বীজ ছিলেন যিনি ; মিত্র হয়ে।
ফুটবেন তিনি নিজেরই ঋতের সাধনায়।
এই যে আনন্দ ঝলমল সাধনার ধন মূর্ধন্যভূমিতে হ'লেন আরূঢ়, —
হ'লেন টলমল। আবাহন তাঁর মনের সকল বৃত্তি দিয়ে।।

৪

মিত্রো অগ্নির্ ভবতি যৎ সমিদ্ধো
মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্যুর্ ইষিরো দমূনা
মিত্রঃ সিন্ধূনাম্ উত পর্বতানাম্।।

আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বলে ওঠে যখন, তখন তার উজানধারা বিশ্বজ্যোতিতে ছড়িয়ে পড়ে আকাশময়। পরমদেবতাকে ডেকে চলে তার আকুতি, আর মুহূর্তে মুহূর্তে ঝল্‌সে ওঠে আলোর পসরা হয়ে। এই আধারকে ভালবেসেছেন সেই তপোদেবতা। এরই গভীরে থেকে উত্তরায়ণের সহজ পথে তীরের বেগে ছুটে

চলেন তিনি, অভিযানের শেষে আবার ফোটেন আলোর অরোরা হয়ে। প্রাণের উদ্দাম—একাগ্র সংবেগের শেষে অথবা তার ধ্যানগম্ভীর স্থাণুতার চরমে সেই একই আলোর বন্যা। শুধু জীবজন্মের সাক্ষিরূপে তিনি অব্যক্ত, রহস্যময় :

মিত্র হ'ন এই তপোদেবতা যখন জ্বলে ওঠেন,

মিত্র হ'ন হোতারূপে, বরুণ হ'ন জাতবেদা রূপে।

মিত্র তিনি, যখন সহজের কামনায় ছুটে চলেন এই গৃহরসিক ;

মিত্র তিনি সিন্ধু এবং পর্বতদের।।

১১

ইলাম্ অগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ

শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।

স্যান্ নঃ সূনুস্ তনয়ো বিজাবা

হগ্নে সা তে সুমতির্ ভূত্ব্-অস্মে।।

ইলা. — ঈলা অগ্নিশক্তি। ঈট্টে স্তুতিকর্ম্মণঃ ইন্ধতের্বা (নি. ৮।৮) নিঘ.তে ইলা পৃথিবী, বাক, অন্ন, গো। আধ্যাত্মিক ও অধিদৈবত—ইলার এই দুই রূপ। আধ্যাত্মিক ইলা এষণা আকূতি ও অভীপ্সার প্রতীক—তাতে আগুন জ্বলে, উৎসর্গ সাধনা সম্ভবপর হয়, আধারে চেতনা স্ফুরিত হয়। অধিদৈবতে অগ্নি তার পুত্র, রুদ্র বা পূষা পতি। দেবী ইলা অভীপ্সারই সিদ্ধরূপিনী ও জ্যোতির্ময়ী, আলোকযূথের জননী, দ্যুলোক নির্ঝরিতা, মানুষের প্রশাস্ত্রী। আধারে ইলায়াস্পদে অর্থাৎ পৃথিবীর নাভিতে অগ্নির জন্ম হয়। ইলার গভীরে মিত্রাবরুণের

আসন, গুহাহিত (শত. ব্রা.) ইলা মানবী (মনুকন্যা) ও দিব্যা (মৈত্রাবরুণী) দুইই। (তৈ. ব্রা.) ইলা 'মানবী যজ্ঞানূকাশিনী'—মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত। এই থেকেই সোমযাগের শেষে ইড়া ভক্ষণের দ্বারা দেবসাযুয্যলাভের বিধান। তন্ত্রে ইড়া চন্দ্রনাড়ী—অমৃতবাহিনী। পুরুরবা আলোকপিয়াসী মানবাত্মার প্রতীক, ইলা তাঁর 'মাতা' ইলা তাহ'লে 'পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর।' তিনি মানবী ও মৈত্রাবরুণী-দুইই।

পুরুদংসং— (<দম্, দম, গৃহ) নির্মাণশক্তি, নিটোল বা বিচিত্র রূপকৃৎ শক্তি যাঁর। ইলার বিণ।

গোঃ সনিম্— সাধারণ অর্থে গৌঃ পশু এবং সেই উপলক্ষে তার দুধ, চামড়া, স্নায়ু, আঁত—এর বাচক। কিন্তু প্রতীকী অর্থে—আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি ও পৃথিবী। আবার মাধ্যমিকা বাক্ ও স্তোতা—অর্থাৎ গৌঃ ত্রিভুবনরূপিনী এবং জীবাত্মা। এই হল গৌ-র শক্তিরূপ। শিবরূপে তিনি বৃষভ। বৃষভ আর ধেনু আদিমিথুন। গৌ যখন জীবাত্মা, দেবতা তখন গোপা, পুরাণে গোপাল [তু. আবেস্তাতে গৌঃ Soul of Earth—গাথা অহুনবৈতি।] কবিদৃষ্টিতে উষার আলোকরশ্মিরা হ'ল অরুণবর্ণা গাভীরা ; নিচে ও মাঠে বিচিত্রবর্ণ গরু চরতে শুরু করেছে—তা-ই থেকে গরু আলোর প্রতীক। সাদা দুধ যেন আলোর ধারা। আদিত্য যদি গৌঃ ; তাহলে তাঁর কিরণরাজি যাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট তারাও গৌঃ। আদিত্য বা বিষ্ণু তখন গো-পা, আর জীব গো। চিন্ময় শুভ্র সত্তাই গো। গোর শান্ত চলন থেকে তা প্রজ্ঞার প্রতীক। ব্রাহ্মণ্যের সূচক। তেমনি ক্ষিপ্রগতি তুরঙ্গম অশ্ব ওজঃ তথা ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ বাইরে, ব্রাহ্মণের যুদ্ধ অন্তরে—তখন তারও ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন, তাই তাঁর প্রার্থনা শুধু গো নয়, অশ্বও। অঙ্গিরোগণ তপঃশক্তিতে এখানে

গোর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন এমন কথাও আছে (গো সূক্ত ১০—১৬৯) (√ সন্। ছিনিয়ে নেওয়া)। গোঃ সনিম্—আলোতে পৌঁছে দেবেন বা আলো পাইয়ে দেবেন যিনি। (সমন্তরূপ—গো সনঃ, গোসনিঃ গো সাঃ) শশ্বত্তমম্—চিরকাল, শাশ্বতকাল।

সূনুঃতনয়ঃ— এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে, শুধু বংশ বিস্তার নয়। ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ ও বিদ্যাবংশ যেন এক হয়—এই হ'ল পুত্রৈষণার লক্ষ্য।

বিজাবা— (অনন্য প্রয়োগ)। প্রজা ও বিজা প্রথমটি বংশধারার অনুবৃত্তি, বিজা বোঝায় নিবৃত্তি। বিশিষ্ট প্রজা, এই অর্থে বিজা। (মনে হয় তন্ত্রের সিদ্ধ বংশলোপের ধ্বনি আছে এতে)

হে তপোদেবতা, নিঃশেষে তোমায় আমার সব দিয়েছি, এবার আমার মধ্যে প্রবাহিত কর সেই অমৃতবাহিনী চেতনার মুক্তধারা, যার কূলে কূলে বিচিত্র চিন্ময় রূপায়ণের মেলা। দ্যুলোকদ্যুতির সাগরসঙ্গমে যায় চলার অবসান, আর তোমার কল্যাণভাবনা এই করুক—আমাদের সন্তান যেন এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলে যতক্ষণ না সিদ্ধ জীবনের আবির্ভাব হয় আমাদের কুলে :

হে তপের শিখা, বিচিত্ররূপকৃৎ জ্যোতিরবগাহিনী
ইলাকে শাশ্বতকাল ধরে সিদ্ধ কর তার মাঝে, যে তোমায় ডেকে চলেছে।
হয় যেন আমাদের সন্তান সাধনধারার বাহক, সিদ্ধপুত্রের পিতা—হে তপোদেবতা,
এই তোমার কল্যাণভাবনা থাকুক আমাদের মাঝে।।

গায়ত্রীমণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র
সপ্তম সূক্ত

ভূমিকা

সমস্ত সূক্তটি রহস্যোক্তিতে পূর্ণ। তাৎপর্য এই : অমৃতময়ী অগ্নিচেতনা দ্যুলোক-ভূলোক করল আপূরিত, উৎসর্গের জীবনকে করল অব্যাহত। বাক্ এই অগ্নির নিত্যসঙ্গিনী। এই আধারে প্রথম তিনি জ্বলেন ধূমকেতু হ'য়ে, তারপর, ক্রমে আদ্যন্ত প্রদীপ্ত ক'রে তোলেন সব-কিছু। তখন তিনি হন যেন একটি আলোকস্তম্ভের মত। তাঁকে যাঁরা পান, তাঁদের ঋতচ্ছন্দা জীবনে প্রশান্তির সঙ্গে ঘটে বীর্যের সমন্বয়। তাঁদের প্রাণোচ্ছ্বাস ব্রহ্মঘোষে, দ্যুলোক-ভূলোক করে মুখরিত। প্রাণ আর ইন্দ্রিয়কে নন্দিত ক'রে অগ্নি প্রকাশ পান মূর্ধন্য জ্যোতিরূপে। পৃথিবীর অগ্নি দ্যুলোকে জ্বলে ওঠেন আদিত্য হ'য়ে, আর অন্তর্লোকের সাতটি ভুবন আনন্দে টলমলিয়ে ওঠে যেন। অগ্নির সামর্থ্য তখন এই আধারেই ফুটিয়ে তোলে বিশ্বচেতনা আর বিশ্বভুবনকে। জীবনের দিগন্তে থরে-থরে জাগে উষার অরুণিমা, অতীতের কালো আলোয় হয় রূপান্তরিত।

পার্থিব ভূমি হ'তে দিব্য ভূমি পর্যন্ত অগ্নিচেতনার প্রসারে অমৃতত্ব-অনুভবের রহস্য বর্ণিত হয়েছে সূক্তের প্রথম ঋকটিতে :

১

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে প্র সর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে।।

'শিতিপৃষ্ঠস্য' শ্বেতপৃষ্ঠস্য নীলপৃষ্ঠস্য (তু. ৩) বা 'ধাসেঃ ধাতুঃ অগ্নেঃ 'যে' রশ্ময়ঃ 'প্র আরুঃ' প্রজগ্মুঃ, তে 'মাতরা' দ্যাবাপৃথিব্যে 'আ বিবিশুঃ' আবিষ্টাঃ ;

তথা 'সপ্তবাণীঃ' ব্যাহৃতি মন্ত্ররূপাঃ নদীরূপাঃ বা তত্রৈব প্রবিষ্টাঃ। ততঃ 'পরিক্ষিতা' অস্মান্ পরিতো বর্তমানে 'পিতরা' দৌশ্চপৃথিবী চ 'সংচরেতে' পরিস্পন্দিতৌ ভবতঃ, এবং 'প্রয়ক্ষে' প্রয়জনার্থং 'দীর্ঘম্ আয়ুঃ' অমৃতত্বলক্ষণং 'প্র সর্স্রাতে' প্রসারয়তশ্চ।

পার্থিব হতে দিব্য ভূমি পর্যন্ত অগ্নি চেতনার প্রসারে অমৃতত্বের অনুভব।

যে= ['বাগ্ময়' উহ্য (সায়ণ)] (অগ্নির) যে (রশ্মিরা)।

১০

পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদূষুঃ।
উত চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সংমহে দশস্য।।

হে 'দ্রবিণঃ' প্রবাহরূপ অগ্নে, 'পৃক্ষপ্রয়াজঃ' দেবসাযুজ্যায় যতমানাঃ 'সুবাচঃ' সুভাষিণ্যঃ 'সুকেতবঃ' সৃজপ্রজ্ঞানাঃ 'উষসঃ' প্রাতিভদীপ্তয়ঃ' 'রেবেদ্' তীব্রসংবেগেন 'ঊষুঃ' দীপ্তাঃ অভবন্। 'উতচিৎ' অপি তু হে 'অগ্নে', ত্বমপি 'পৃথিব্যাঃ' পার্থিবাৎ ধাতোঃ মূলাধায়াৎ ইতি যোগিনঃ 'মহিনা' স্বেন মহিম্না উত্তিষ্ঠ ইতি উহ্যম্। অস্মাভিঃ 'কৃতং' 'এনঃ' 'পাপং' 'চিৎ' 'মহে' মহতে সুবিতায় ইতি উহ্যম্ 'সংদশয্য' অভিভাবয়।

দেবসাযুজ্যের অভীপ্সা নিয়ে উষার আলো ফুটে উঠেছে হৃদয়ে। এবার আগুন জ্বলে উঠুক, পাপ ভস্মীভূত হক, পথের কৌটিল্য দূর হক।

পৃক্ষপ্রয়জঃ— ['পৃক্ষ' < √ পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া, যুক্ত হওয়া) + স (ইচ্ছার্থে), যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা (দ্র. ৩।৪।৭) 'প্রয়জ্'। 'প্রয়াজ', প্রথম যাগ, প্রথম সাধনা (দ্র. ৩।৬।২) যাদের। বহুব্রীহি, উষাদের বিশেষণ।] অভীপ্সাই প্রথম সাধন যাদের। উষা প্রাতিভসংবিৎ বা বোধিচেতনার আলো। দেবতার জন্য অভীপ্সা হতেই এটা জাগে। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'ব্যাকুলতার পর অরুণোদয়'।

দ্রবিণঃ— [দ্র. ৩।১।২২। এখানে অগ্নিস্রোতকে না বুঝিয়ে অগ্নিকেই বোঝাচ্ছে। তু. দ্রবিণসো গ্রাব হস্তাসো অধ্বরে, যজ্ঞেষু দেবমীলতে (যজমানাঃ) ১।১৫।৭ ; ঋভুদের বিশেষণ ৪।৩৪।৫, অনুরূপ 'দ্রবিতা' (অদ্রোঘোন দ্রবিতা চেততি ত্মন্ [অগ্নি] ৬।১২।৩) ; 'দ্রবিত্নু' ১০।১১।৯, ১২।৯, ৪৯।৯, ৮।৭৪।১৪, ৯২।১৫। 'গমনস্বভাব' (মধ্বে), 'দ্রবতি সততং গসুতীতি দ্রবিণ শব্দেনাগ্নিরুচ্যতে' (সায়ণ)।] হে [অগ্নি] ধারা। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবহমান অগ্নিস্রোতকে লক্ষ্য করা হচ্ছে।

সুবাচঃ— [তু. ভগের বিণ ৩।১।১৯ ; ৭।১০৩।৫ ; ৮।৯৬।১ ; দৈব্য হোতৃদয়ের বিণ. ১০।১১০।৭ (১।১৮৮।৭)] সুবচনী। হৃদয়ে আলো ফুটলে বাক্যে মধুরতা আসে ; তু. ইন্দ্র...ধেহি...অস্মে স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্' ২।২১।৬।

সু-কেতবঃ— [অনন্য প্রয়োগ। 'কেতু' প্রজ্ঞা (নি. ৩।৯)] অনায়াস যাঁদের প্রজ্ঞা। উষার প্রজ্ঞা বা বোধির আলো অজটিল এবং অকুটিল।

উষসঃ— উষারা। বহুবচন বোঝাচ্ছে পরম্পরা। দিনের পর দিন উষার আলো ফুটে চলে চিদাকাশে।

রেবৎ— [তু. (অগ্নে) রেবদস্মভং...দীদিহি ১।৭৯।৫ ; ২।৯।৬, ৫।২৩।৪...) রেবদস্মে ব্যুচ্ছ (উষঃ) ১।৯২।১৪ ; অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি ৯৫।১১ ; রেবদুবাহ সচনো রথো বাম্ (অশ্বিনৌ ; বেগ বোঝাচ্ছে) ১১৬।১৮ ; রেবদ্বয়োদধাতে বেরদাশাথে নরা (মিত্রাবরুণৌ) মায়াভিঃ ১৫১।৯ ; রেবৎ সমিধানঃ (অগ্নিঃ) ২।২।৬ ; অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিম্ ৩।২৩।২ ; সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ;

৩।২৩।৪...। দ্র. 'রেবতী' ৩।৬১।৬', 'রয়ি' ৩।১।১৯, ক্রি. বিণ.] তীব্র সংবেগ নিয়ে, প্রাণে খরস্রোত বইয়ে দিয়ে।

উষুঃ — [√ বস্ (দীপ্তি দেওয়া) + লিট্ উস্] ঝলমলিয়ে উঠলেন।

মহিনা পৃথিব্যাঃ—['পৃথিব্যাঃ' বিস্তীর্ণাদঃ জ্বালায়া 'মহিনা' মহত্ত্বেন (মা., সা.)। এই বাক্যাংশটি আবার আছে ৩।৬।২এ। যেখানে 'প্র রিকথাঃ' র সঙ্গে অন্বয় থাকায় 'পৃথিব্যা'ঃ য় পঞ্চমী বিভক্তি। মাধব (এবং তাঁর দেখাদেখি সায়ণ) পৃথিবীকে বিশেষণ ধরে ষষ্ঠী বিভক্তি করছেন। কিন্তু পৃথিবী বিণ হতে পারে কিনা সন্দেহ। Geldner এখানে একটি ক্রিয়াপদের অধ্যাহারের পক্ষপাতী। তা-ই সঙ্গত মনে হয়। উৎ √ ঋ ধাতু বেশ খাটতে পারে। তু. 'য়স্মাদ্ য়োনে রুদারিথা যজতে, প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে ২।৯।৩। অগ্নি যখন দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র (তু. ৩।১।৩) তখন বর্তমান ঋকের এই পাদটিকে স্বচ্ছন্দে পড়া যেতে পারে 'উদারিথাগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ' ; পৃথিবী তখন অগ্নির যোনি (তু. উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যাতনুষ্ব ৪।৪।৪)।] আপন মহিমায় পৃথিবী হতে উচ্ছ্রিত হলে।

কৃতম্ এনঃ— ['এণঃ'—তু. কৃতং চিদেনঃ প্র মু মুগ্ধ্যস্মত্ (বরুণ) ১।২৪।৯ ; অগ্নে...যুয়োধ্য স্মজ্জুহুরাণম্ ১।১৮৯।১ ; যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানান্ অমন্যমানাঞ্ছ দুর্বা জঘান...ইন্দ্রঃ ২।১২।১০ । মা নো বধৈর্ বরুণ য়ে ত ইষ্টৌ এনঃ কৃণ্বন্তম্ অসুর ভ্রীণন্তি ২৮।৭ ; ৫।৩।৭ ; মা ব এনা অন্যকৃতং ভুজেম ৬।৫১।৭, ৭।৫২।২ ; নমো দেবেভ্যঃ...কৃতং চিদ্ এনঃ নমসা বিবাসে ৬।৫১।৮ ; অব্ স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষ বদ্ধং কৃতমেনো অস্মাৎ ৭৪।৩ ; ৭।১৮।১৮ ; ৫৮।৫ ; পৃচ্ছে তদেনো বরুণ ৮৬।৩ ; ১০।৭৯।৬; য়দ্ বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রয়ুতী দেবহেল. নম্

অরাবা য়ো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন ১০।৩৭।১২ ; এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহম্ ১২৮।৪ ; মহশ্চিদ্ অগ্নে 'এনসো' অভীকে (উরুষ্য) ৪।১২।৫ ; ত্রাতা নো ইন্দ্র এনসো মহশ্চিৎ ৭।২০।১ ; য়ৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনে হ ভি দ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি, অচিত্তী যৎ তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদ্ এনসো দেব রীরিষ ৮৯।৫ ; তৎসু নঃ সর্ম যচ্ছতাঽদিত্যা যণ্মুমোচতি এনস্বন্তং চিদেনসঃ সুদানবঃ ৮।১৮।১২ ; য়ূয়ং (আদিত্যাঃ) মহো ন এনসো যুয়ামর্ভাদুরুষ্যত ৮।৪৭।৮ ; শশ্বন্তং হি প্রচেতসঃ প্রতিয়ন্তং চিদেনসঃ, দেবাঃ কৃণুথ জীবসে ৬৭।১৭ ; তে নঃ কৃতাদ্ অকৃতাদেন সস্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ১০।১৩।৮ ; ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেণাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি. (বরুণ) ১।২৪।১৪ ; য়চ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাঽচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ, কৃধী ষ্বস্মাঁ অদিতেরনাগাণ্ব্যেনাংসি শিশ্রতো বিষ্বগগ্নে ৪।১২।৪...। 'এন এতে' (নি. ১১।২৪)। পাপ কুটিলগতি (১।১৮৯।১). তার সং স্কার আধারে আবদ্ধ থাকে (৬।৭৪।৩), তা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন অগ্নি বরুণ এবং আদিত্য ; অর্থাৎ তপস্যায় আকাশ ভাবনায় এবং জ্যোতিরুপাসনায় আমরা পাপ মুক্ত হতে পারি। পাপের নিদান 'অচিত্তি', বুঝি না বলেই পাপ করি। করি বাক্ দিয়ে, মন দিয়ে। দেব হেলা আর দেব দ্রোহই হল সত্যকার পাপ। দেবতারা আমাদের আকুতিতে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন, কিন্তু তার জড় মরে না, সে আশ্রয় করে যারা আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট তাদের (১০।৩৭।১২) এই শেষের ভাবনাটি আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু তবুও এটা একটা মর্মান্তিক সত্য। আমি নিষ্পাপ হয়েও তো অজাতশত্রু হই না। বলতে পারি না কি, বিদ্বেষ্টার মাঝে যে-পাপ, সে আমারই

পাপ? কিন্তু বিদ্বেষ্টাকেও পাপমুক্ত করবার জন্য প্রার্থনা এখানে পাই না, এটি লক্ষণীয়।] করেছি যে-পাপ, তাকে।

মহে— [তু. 'মহে' সৌমনসায় ১।৭৬।২ ; ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে ৯১।৭। মহে যুণঃ সুবিতায় প্র ভূতম ৩।৫৪।৩...। একটি বিশেষ্যপদ অধ্যাহার করা প্রয়োজন। সেটি বোঝাতে পারে পাপের কর্তাকে অথবা পরিণামকে। যদি কর্তাকে বোঝায়, তাহলে অর্থ হবে, অচিত্তি বস্তুতই পাপ যজমানকে আশ্রয় করেছে এবং তাকে ক্ষুদ্র করেছে, বস্তুত যে মহান্। যদি পরিণামকে বোঝায়, অর্থ হবে, পাপ 'দুরিত' তাকে রূপান্তরিত কর 'সুবিতে' বা ঋজুগতিতে (৩।৫৪।৩)।] মহান্ (যজমানের) জন্য ; মহিমময় ঋজুগতিতে।

সংদশস্য— [তু. 'দশস্য' নঃ ...অগ্নে...রায়ঃ ৬।১১।৬ ; স্বত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ ৮।১৬।১২, দশস্যা ধিয়োবাজেভিরাবিথ ৪৬।১১ ; ৭।২৮।৪, ৪৩।৫ ; শচীভিঃ ...দশস্যতম্ ১।১৩৯।৫ ; পবমানো দশস্যতি ৯।৩।৫ ; ৮।২০।২৪ ; শশ্বদূতীর্দশস্যথ ৮।৫।২৩ ; ঈশানকৃদ্দাশুষে 'দশস্যন্' (ইন্দ্রঃ) ১।৬১।১১ ; ১৮১।৮ ; ২।১৯।৫ ; ত্বম্ (ইন্দ্র) ত্বং রজিং পিঠীনসে দশস্যন্ ৬।২৬।৬ ; ত্বং ভুবনা জনয়ন্নভি ক্রন্নপত্যায় জাতবেদো দশস্যন্ ৭।৫।৭ ; বি চক্রমে পৃথিবী মেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মণুষে দশস্যন্ ১০০।৪ ; অয়ং (ইন্দ্রঃ) দশস্যন্নর্য়েভিরস্য দস্মো দেবেভিঃ ১০।৯৯।১০ ; যত্রা দশস্যন্নুষসো বিণন্নপঃ (ইন্দ্র) ১৩৮।১ ; হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্ 'দশস্যন্তঃ' উশিজঃ ৫।৩।৪ ; ...দেবা ৬।৫১।১১ ; দশস্যন্তো নো মরুতঃ ৭।৫৬।১৭ ; নকিঃ পরিষ্টির্মঘবণ্মঘস্য তে যদ্দাশুষে দশস্যসি ৮।৮৮।৬ ; মনুষে দশস্যা (দ্যাবাপৃথিবৌ)

৭।৯৯।৩ ; কদা ন ইন্দ্র রায় আ শস্যেঃ ৭।৩৭।৫, ৮।৯৭।১৫ ; রাত্রীভিরস্মোয়মায় অহভির্দশস্যেৎ (য়মী) ১০।১০।৯। < √ দস্, দাশ্ 'দান করা' (সৃষ্টি করা : তু. 'দক্ষ' <√ দশ্ + স) + অস্ + য় (তু. 'তপস্য')। প্রকরণ থেকে মনে হয় ধাতুটির তিনটি অর্থ: দান করা, সৃষ্টি করা (অনুষদ্দত 'সাহায্যকরা', 'সাধনা করা') এবং জয় করা ৬।২৬।৬)।] এখানে অভিভূত কর। যাতে অতীতের কালো রূপান্তরিত হয় আলোতে।

হে দেবতা, অগ্নিস্রোত হয়ে বইছ তুমি আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে। আমার দিগন্তের তমিস্রাকে বিদীর্ণ করে ঐ-যে ফুটেছে উষার মালা। প্রাতিভসংবিতের কোমল আলো বাণীতে এনেছে মধুরতা, চেতনায় সন্ধানীদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা,—আর এনেছে যোগযুক্তির তীব্র অভীপ্সা। সমুখে চলার অবন্ধ্য সংবেগ। হে তপোদেবতা, উর্দ্ধবিসর্পী তোমার জ্বালার বিথার ফুঁসে উঠুক পার্থিবচেতনার কন্দর হতে, আমার অতীত দুষ্কৃতির সংস্কার শেষ হ'ক তার ইন্ধন। তোমার রুদ্রদহনে আলোয় ঘটাও তার কালোর রূপান্তর :

হে আগুন ধারা', অভীপ্সাই মুখ্য সাধনা তাদের,
তারা সুবচনী—কল্যাণী প্রজ্ঞা তাদের—যে উষারা তীব্র সংবেগে ঐ উঠল ফুটে।
এবার তুমিও হে অগ্নি, আপন মহিমায় পৃথিবী হতে ফুঁসে ওঠ,
আমার অনুষ্ঠিত দুরিতকে মহিমায় কর রূপান্তরিত।।

১১

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গৌঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সুনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে।।

❄ ❄ ❄

নির্দেশিকা

শ্রীঅনির্বাণ: মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনূদিত
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল
(প্রথম খণ্ড)

বেদ-মীমাংসা
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।।

উপনিষদ্-প্রসঙ্গ
(পাঁচ খণ্ড — ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ।।

***দিব্যজীবন**

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

অন্তর্যোগ

গীতানুবচন
(তিন খণ্ড)

পথের সাথী
(তিন খণ্ড)

পত্রলেখা
(তিন খণ্ড)

বেদান্ত-জিজ্ঞাসা

শিক্ষা

কাবেরী

উত্তরায়ণ

অদিতি

প্রশ্নোত্তরী

স্নেহাশিস্

বিচিত্রা